বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১

বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ই-লার্নিং বিষয়ের উপর কর্মশালা

শেখ হাসিনা নার্সিং কলেজ, সিরাজগঞ্জ

শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১

১৫ ডিসেম্বর ২০২১

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: **জনাব জাহিদ মালেক, এমপি**

মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: **মো: আলী নূর**

সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	আহ্বায়ক
২.	অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন)	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা)	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)	সদস্য
৭.	যুগ্মসচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)	সদস্য
৮.	যুগ্মসচিব (নির্মাণ ও মেরামত)	সদস্য
৯.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
১০.	যুগ্মসচিব (পার)	সদস্য
১১.	যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)	সদস্য
১২	যুগ্মসচিব (জনসংখ্যা)	সদস্য
১৩.	প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ উপসচিব (প্রশাসন-১), উপসচিব (বাজেট), উপসচিব (অডিট), উপসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ ১ ও ২), উপসচিব (প্রশাসন-২), উপসচিব (পরিকল্পনা-১)	সদস্য
১৪.	উপসচিব (প্রশাসন-১)	সদস্য
১৫.	উপসচিব (পরিকল্পনা-২)	সদস্য
১৬.	বেগম রীতা ফারাহ্ নাজ, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা (সংযুক্ত-প্রশাসন-৩)	সদস্য
১৭.	উপসচিব (প্রশাসন-২)	সদস্য-সচিব

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন: মোঃ মাহফুজার রহমান, ডিজাইনার, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মুদ্রণ: আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

প্রচার সংখ্যা : ৬০০

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ শাহাদাৎ হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব
আহ্বায়ক

নীতিশ চন্দ্র সরকার, অতিরিক্ত সচিব
সদস্য

মো: শাখাওয়াত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব
সদস্য

ড. মো: হেলাল উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব
সদস্য

মো: শাহ্ আলম, অতিরিক্ত সচিব
সদস্য

শাব্বীর হোসেন, অতিরিক্ত সচিব
সদস্য

ড. শাহেদ ইকবাল মো: মাহবুব-উর-রহমান,
যুগ্মসচিব, সদস্য

কাজী আনোয়ার হোসেন, যুগ্মসচিব
সদস্য

মো: আব্দুস সালাম খান, যুগ্মসচিব
সদস্য

আবু নূর মো: শামসুজ্জামান, যুগ্মসচিব
সদস্য

মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম, যুগ্মসচিব
সদস্য

মো: সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী, যুগ্মসচিব
সদস্য

মো: আব্দুল্লাহ হারুন, উপসচিব
সদস্য

মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, উপসচিব
সদস্য

মল্লিকা খাতুন, উপসচিব
সদস্য

নাদিরা হায়দার, উপসচিব
সদস্য

মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, উপসচিব
সদস্য

মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন, উপসচিব
সদস্য

মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, উপসচিব
সদস্য

মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম, উপসচিব
সদস্য-সচিব

মো: রফিকুল ইসলাম, উপসচিব
সদস্য

শামীমা খন্দকার, উপসচিব
সদস্য

রীতা ফারাহ নাজ, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা
সদস্য

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

প্রশাসন অনুবিভাগ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

প্রথম সংকলন :

প্রকাশক ও স্বত্ব: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

“সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।”

“সমস্ত সরকারী কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“স্বাস্থ্যই সম্পদ’, যা শুধু রাষ্ট্রপুঞ্জের সরকারসমূহ, পেশাজীবী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, প্রাইভেট সেক্টর ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বিত কর্মোদ্যোগের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।”

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের গত একবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও উদ্যোগ নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে 'উন্নত বাংলাদেশ' বিনির্মাণে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দক্ষ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী তৈরিতে নতুন মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং, ম্যাটস ও আইএইচটি স্থাপন, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউটসমূহের মানোন্নয়নে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে। চিকিৎসা শিক্ষায় দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিএসএমএমইউসহ রাজশাহী, চট্রগ্রাম, সিলেট ও খুলনাতে পাঁচটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চালু করেছে। এছাড়া নিপোর্ট এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর গবেষণা ও দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সনাক্ত এবং এর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও টিকা কার্যক্রম বাস্তাবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকর ব্যবস্থ্য গ্রহণ করায় সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্কুলভিত্তিক এডোলসেন্ট কার্যক্রম এবং 'সুখী পরিবার' নামক কলসেন্টারের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

এসব কর্মকান্ড সুচারুভাবে পালন করায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমহূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সাধুবাদ প্রাপ্য। আশা করি, ভবিষ্যতেও তাঁরা মেধা, যোগ্যতা ও পরিশ্রম দিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের পাশাপাশি সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মকান্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে দেশবাসীকে সামগ্রিক ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) 'সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে' স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নির্দেশনায় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সার্বক্ষণিক ও গতিশীল নেতৃত্বে দেশব্যাপি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনা মোকাবিলায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে মেডিকেল কলেজসমূহে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষাসহ সকল ধরনের প্রফেশনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একাডেমিক কার্যক্রম, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখা হয়েছে। জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম। দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর দোরগোঁড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জনবল বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর ২০২০-২১ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত এ প্রতিবেদন হতে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বচ্ছ ধারণা পাবেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন জনসাধারণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণের মূল্যবান মতামত প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। এছাড়াও ভবিষ্যতে এ বিভাগের নিজস্ব কর্মকান্ডের সমন্বয় ও গতিশীলতা বজায় রাখতে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই মুজিব বর্ষে আমাদের অঙ্গীকার।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ আলী নূর)

আহ্বায়ক
সম্পাদনা পরিষদ
ও
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও অনুবিভাগ)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২০৩০ সালের মধ্যে SDG'র অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা অনুযায়ী সরকারের প্রতিটি দপ্তর/সংস্থাকে তার সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যাবলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, আইন-নীতিমালা-বিধিমালা এবং নাগরিকদের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উল্লেখসহ এক বছরে গৃহীত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ৮ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) আওতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত সফলতা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, চ্যালেঞ্জ ও লক্ষ্যসমূহ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, ইনোভেশন ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম, মধ্যমেয়াদি বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক এবং মুজিববর্ষে গৃহীত কার্যক্রমসহ সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে সরকারের প্রতিশ্রুত উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিবৃত হয়েছে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগিতা, আন্তরিকতা, মেধা, শ্রম ও মননশীলতার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রতিবেদন প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন এবং এর সম্পাদনা, ডিজাইন, প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ও অলংকরণে মেধা ও শ্রম দিয়ে প্রতিবেদনের গুণগত মান উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ হতে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের প্রতি- যাদেঁর মূল্যবান পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা সহজতর হয়েছে।

তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশের যথাসাধ্য চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনবধানতা ও অনিচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট কোন ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ আমাদের প্রত্যাশা। ভবিষ্যতে আরও উন্নত, নির্ভুল ও সমৃদ্ধ প্রতিবেদন বর্ধিত কলেবরে প্রকাশে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

(মোঃ শাহাদাৎ হোসাইন)

সূচিপত্র
বার্ষিক প্রতিবেদন: ২০২০-২০২১

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	**১৯**
০২	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	**২২**
০৩	অনুবিভাগভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী	**২৩**
০৪	সাংগঠনিক কাঠামো	**২৮**
০৫	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ	**৩১**
০৬	সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম	**৩৬**
৬.১	চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৬
৬.২	চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কিত অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ	৫১
৬.৩	চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে যুগোপযোগী পদক্ষেপ	৫৩
৬.৪	চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৫৪
০৭	পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম	৫৫
৭.১	জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিবরণ	৫৫
৭.২	সেবামূলক কার্যক্রম	৫৫
৭.৩	সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	৬১
৭.৪	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে চলমান কর্মসূচি	৬২
৭.৫	উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল কার্যক্রম	৬৫
৭.৬	জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয়, সংগ্রহ ও মজুদ পরিস্থিতি	৬৫
৭.৭	প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার	৬৬
৭.৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা' বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৬৬
৭.৯	বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার 'দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নতকরা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম	৬৮
৭.১০	বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত সফলতা	৬৯
৭.১১	ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও লক্ষ্যসমূহ	৭১
৭.১২	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের ২০২০-২১ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি	৭৩
০৮	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৭৪
৮.১	সার্বিক কার্যক্রম	৭৪
৮.২	ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কাঠামো	৭৪
৮.৩	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	৭৬
৮.৪	কারিকুলাম হালনাগাদকরণ ও মুদ্রণ	৭৮
৮.৫	নিপোর্ট-এর গবেষণা কার্যক্রম(২০২০-২১ অর্থবছরে)	৭৮
৮.৬	বাংলাদেশ এডোলেসেন্ট হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং সার্ভে ২০১৯-২০ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও ফলাফল প্রকাশ	৮০
৮.৭	নিপোর্ট গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা কার্যক্রম	৮২
৮.৮	শুদ্ধাচার কার্যক্রম	৮২
৮.৯	উত্তম চর্চা পুরস্কার প্রদান	৮৩
৮.১০	বিভিন্ন কার্যক্রম	৮৩

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮.১১	সারসংক্ষেপ	৮৬
০৯	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	৮৮
৯.১	নার্সিং শিক্ষা ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম	৮৮
৯.২	বিদ্যমান জনবল ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি	৮৯
৯.৩	অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী/সাফল্য	৮৯
৯.৪	বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের তালিকা	৯১
৯.৫	আগামী দিনের পরিকল্পনা	৯২
১০	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৯৩
১০.১	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	৯৩
১০.২	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	৯৩
১০.৩	কার্যপরিধি ও কার্যবন্টন	৯৪
১০.৪	কর্মসম্পাদন, অগ্রগতি এবং কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন	৯৪
১০.৫	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী	৯৯
১০.৬	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১০৭
১০.৭	৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর/খাত কর্মসূচি/অপারেশনাল প্ল্যানসমূহ	১০৮
১১	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন	১১০
১২	আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	১১৫
১৩	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ইনোভেশন ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম	১১৭
১৩.১	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	১১৭
১৪	করোনা ভাইরাস বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/সংস্থা এর গৃহীত কার্যক্রম	১১৯
১৪.১	স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১১৯
১৪.২	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১১৯
১৪.৩	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১২২
১৪.৪	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (নিপোর্ট) কার্যক্রম	১২৪
১৫	মুজিববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম	১২৫
১৬	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন	১৩৪
১৬.১	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই ২০২০ উদযাপন	১৩৪
১৬.২	বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন	১৩৫
১৭	জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বিশেষ উদ্যোগ	১৩৭
১৮	চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়	১৩৯
১৯	ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	১৪০
২০	পরিশিষ্ট: ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ	১৪১

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে "মুজিব বর্ষে স্বাস্থ্য খাত, এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ" শ্লোগানকে সামনে রেখে সবার জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়নসহ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

- জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানো এবং আধুনিক ও মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা নিশ্চিতকরণের প্রত্যয়ে ৫টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-৩৭টি, বেসরকারি-৭০টি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ৬টি মেডিকেল কলেজ, ২টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ, ৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, ১২টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ১৫টি বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিট এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটকে পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- নার্সিং শিক্ষা সম্প্রসারণে ১৮টি নার্সিং কলেজ, ৪৬টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, বেসরকারি পর্যায়ে ৯৫টি নার্সিং কলেজ, ২৪৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং সরকারি পর্যায়ে ৪১টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ১৯টি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪টি সরকারি আইএইচটি, ৯৯টি বেসরকারি আইএইচটি, ১২টি সরকারি ম্যাটস, ২০০টি বেসরকারি ম্যাটস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকার আজিমপুরে ১৭৩ শয্যা বিশিষ্ট ১টি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, মোহাম্মদপুরে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, মিরপুরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং ২৫৫টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র কাজ করছে। সারাদেশে প্রতিমাসে প্রায় ৩০,০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাগণ তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে।

- এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে 'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সর্বশেষ 'শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২১' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২১' আইনটি মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন পরবর্তী মন্ত্রিসভার নির্দেশনা মোতাবেক ভেটিং-এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। চিকিৎসকদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারে 'দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা, ২০২১ (সংশোধিত)' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে নতুনত্ব আনা হয়েছে।

- চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য বিজ্ঞানের নতুন ধারা এবং কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। 'সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০২১' এর আওতায় অর্থ বিভাগের বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকার তহবিল থেকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণায় অর্থায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুগঠিত করা, হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা, রোগীর যত্ন এবং গবেষণামূলক কর্মকান্ডের উৎকর্ষতার জন্য বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড এর অধীনে ঢাকার মিরপুরে ১টি সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও বেসরকারিভাবে ৬২টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে সরকারিভাবে ১টি স্নাতক পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ এবং ১টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বেসরকারিভাবে ২টি স্নাতক পর্যায়ের

ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং ২৪টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এ বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৫ হাজার সক্ষম দম্পতির মধ্যে পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৯ হাজার এবং পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৭৮.৫৬%। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৩৭% হয়েছে (BSVS-2020)। প্রতি এক হাজার জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১.৬৩ হয়েছে (BSVS-2020) এবং নবজাতকের মৃত্যু হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৫ হয়েছে (BSVS-2020)।
- সারাদেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং রিপোর্ট জেনারেশনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল করার মানসে উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় ই-রেজিস্টার (EMIS)প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এই ইএমআইএস কর্মসূচির আওতায়, জুন ২০২১ মাস পর্যন্ত সারাদেশে ৭,২৯৩ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী; ১,৮৭৯ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং ২,২৯১ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ট্যাব ব্যবহার করে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন। তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য 'সুখী পরিবার' নামক ২৪ ঘন্টা/৭ দিন কল সেন্টার (১৬৭৬৭) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুণগত সেবা প্রদানের নিমিত্ত দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে ১৭ ব্যাচে ৪(চার) ধরনের প্রশিক্ষণে মোট ৩০৩ জনকে, ১১টি RPTI, ১টি FWVTI -তে ১০(দশ) ধরনের প্রশিক্ষণে ৩০৪ ব্যাচে মোট ৫,৮২৭ জনকে ও ২০টি RTC-তে ৮ ধরনের প্রশিক্ষণে ৩০৯ ব্যাচে মোট ৬,৯৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে "কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা","প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুরক্ষা বিষয়ক কারিকুলাম" এবং 'দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক ১টি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। 'শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং শিশু অধিকার' ও 'দলগত প্রশিক্ষণ' বিষয়ক ২টি কারিকুলাম মুদ্রণ করা হয়েছে। তাছাড়াও ২০২০-২১ অর্থ বছরে নিপোর্ট ৩টি জতীয় সার্ভে ও ১১টি গবেষণা পরিচালনা করেছে।

- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির সেবা প্রদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ, ইএমআইএস ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৮টি ইউনিট ও ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ৭৪৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে মোট ১৯,১৯৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১২,২৯৩ জনের অংশগ্রহণে ৩৪৯টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

- কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় অস্থায়ী ক্যাম্পে অবস্থানরত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য মোট ৭টি মেডিকেল টিম ও ১৫টি এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ দুইটি উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ক্লিনিক ও ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তরিত (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন২০২১ পর্যন্ত) মোট ৩২৪৯ জন রেজিস্ট্রেশনকৃত দম্পতিকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

- চলমান '৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'-এর আওতায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) নির্মাণ কাজ, ৩৩টির পুনঃ নির্মাণ কাজ, ২টির উন্নীতকরণ কাজ, ২৭টি ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ২টি আইএইচইটি, ২টি ম্যাটস এবং ৯টি উপজেলা স্টোর কাম পরিবার পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- দেশব্যাপী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে মেডিকেল কলেজের শিক্ষকগণ সংলগ্ন হাসপাতালে নিরন্তর সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে

অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়াও পোষ্ট বেসিক নার্সিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ডেপুটেশন বাতিল করে কোভিড-১৯ হাসপাতালসমূহে সংযুক্তিতে পদায়ন করা হয়েছে।

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইব্রেরিতে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। ৮টি বিভাগে ৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে ব্যাপকভাবে সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এমসিএইচটিআই, আজিমপুর এবং এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুরসহ ৫৮টি জেলা শহরে বিদ্যমান মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার' চালু করা হয়েছে; এছাড়াও ৩০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে 'কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্নার' চালু করা হয়েছে। মাতৃমৃত্যু রোধে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় চালুকৃত সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'মাতৃমৃত্যুমুক্ত কাপাসিয়া মডেল' আরও ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

- মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস এবং গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সূচকে পার্শ্ববর্তী যে কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।
- দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য আধুনিক, মানসম্মত এবং সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানে এ বিভাগ সদা সচেষ্ট ও বদ্ধ পরিকর।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান

অভিলক্ষ্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অভিলক্ষ্য (Mission)

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী ও গুণগত পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা

অনুবিভাগভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় ৭টি অনুবিভাগ রয়েছে। অনুবিভাগভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

(১) প্রশাসন অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- প্রটোকল, সাধারণ সেবাসহ সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সাংগাঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নিয়োগ বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন/পদবি পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ছুটি, লিয়েন, পদোন্নতি, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, অনিয়মিত নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রেষণ, ইস্তফা, পিআরএল, অবসর গ্রহণ, গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত রেফার্ড কেস ও প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা, ও শাখায় কার্যক্রম বন্টন এবং সামঞ্জস্যকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;,
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রীর বক্তৃতা প্রস্তুত সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটির কার্যসমূহ, জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ;
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;
- এ বিভাগ এবং বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর এবং দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপানা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগের ও বিভাগের অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন, অন্যান্য অগ্রিম ও ঋণ মঞ্জুরী এবং কর্মচারীদের কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যাবলী;
- ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও বোর্ড, মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এবং চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কর্ম সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Performance Management কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- বিভাগ ও বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যক্রম মনিটরিং ও এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার এবং আন্তমন্ত্রণালয় সভা/কর্মশালায় প্রতিনিধি মনোনয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ই আর ডি, অর্থ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর অফিস-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, বিদেশে শিক্ষাসফর, দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপ, উচ্চ শিক্ষা কোর্সে বৃত্তি, শিক্ষা ছুটি, প্রেষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- যানবাহন ক্রয়, সংগ্রহ ও মেরামতের বিষয়ে আর্থিক/প্রশাসনিক মঞ্জুরি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জেন্ডার ইস্যু সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগ এবং এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থারসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

ও আইন অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- জনসংখ্যা নীতিসহ জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত আইন/বিধি/প্রবিধি/কৌশল/এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন/সংশোধন, হালনাগদকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' এবং 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি' সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- Partners in Population and Development (PPD)-এর প্রজনন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াবলী (curriculum, training calendar/plan প্রণয়ন বাস্তবায়ন ইত্যাদি) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ম্যাটারনাল, শিশু, নবজাতক, প্রজনন এবং adolescent স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন জনসংখ্যার (শিশু, নারী, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি) এর উপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্যগত প্রভাব ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের গবেষণা, সমীক্ষা, কেস স্টাডি সংক্রান্ত কার্যক্রম,
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আওতায় জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার তথ্যবিবরণী প্রণয়ন ও মামলা পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদালতে/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীল সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- রীট পিটিশন, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, আপীল বিভাগের বিবেচ্য যাবতীয় বিষয়, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও আপীলেট ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- অধঃস্তন আদালসমূহে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি, আদালত অবমাননার মামলা সম্পর্কে যাবতীয় কার্যক্রম।
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৩) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরী ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পদ সৃষ্টি, জনবল নিয়োগ, পদ সংরক্ষণ ও স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- অর্থ ছাড়, বরাদ্দ, ব্যয় ইত্যাদিসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- প্রকল্প/কর্মসূচির পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর এবং পণ্য সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যবিধান;
- MTBF (Mid Term Budgetory Framework) প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- উন্নয়ন প্রকল্প /কার্যক্রমসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি, অর্থ ছাড়, ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ঋণ চুক্তির অধীন আইডিএ ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ও ব্যয়িত অর্থের যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম;
- অডিট এবং অডিট আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ;

- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৪) উন্নয়ন অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/বাস্তবায়ন সমন্বয়;
- বিভিন্ন স্থাপনার নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রকল্প গ্রহণ/বরাদ্দ, বাছাই, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়/তদারকি;
- স্থাপনার নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;
- স্থাপনাসমূহ নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়/তদারকি;
- নির্মাণ/মেরামত বাস্তবায়নকারী সংযুক্ত দপ্তরের প্রশাসনিক/আর্থিক বিষয়াবলি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, বর্ণিত কাজের জন্য গণপূর্ত ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ/সমন্বয়;
- ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামতের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন;
- এ বিভাগের আওতায় যাবতীয় সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন (প্রতিষ্ঠান/ইনস্টিটিউট/দপ্তরসমূহ) যাবতীয় ক্রয়/সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- Procurment Management Co-Ordination (PMCC)-এর কার্য সম্পাদনে দেশি ও বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ ও তাদের কার্যক্রম সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ খাতের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহকে এডিপি বরাদ্দের আওতায় প্রস্তাবের প্রশাসনিক/আর্থিক মঞ্জুরি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থপুষ্ট জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম;
- জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রয়লব্ধ টাকার আর্থিক /প্রশাসনিক মঞ্জুরী সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৫) চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জাতীয় সংসদে চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত উত্থাপিত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর কোর্স খোলার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আসন সংখ্যা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যাবলী সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং খাতে বিভিন্ন শিক্ষা/কোর্সের নীতিমালা ও কারিকুলাম প্রণয়ন এবং হালনাগাদ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিট, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস), ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি (আইএইচটি), ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

- নার্সিং সেবার মান উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং শিক্ষা সংক্রান্ত সকল ধরণের প্রশ্নের জবাব ও তথ্যাদি জাতীয় সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চাহিদার ভিত্তিতে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আন্তর্জাতিক সংস্থা স্বীকৃত তালিকায় বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও ডেন্টাল কলেজসহ এ বিভাগের আওতাভুক্ত অন্যান্য স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং কাউন্সিল, নার্সিং অধিদপ্তর, নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের চাকুরী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বেসরকারি চিকিৎসকগণকে বিদেশে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ/চাকুরী গ্রহণের জন্য অনাপত্তি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৬) বাজেট অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর এমবিএফ বা বর্ণনামূলক অংশ প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ও বাজেট ওয়ার্কিংগ্রুপ (BWG) এর সভার আয়োজন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আওতধীন বিভিন্ন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পেনশন নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের অর্থবছরের গৃহনির্মাণ, গৃহমেরামত লোন, মোটরগাড়ি, মোটরসাইকেল, কম্পিউটার অগ্রিম-এর মন্জুরি আদেশ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার অনুকূলে বকেয়া পরিশোধ, নিজস্ব কোডে পুনঃউপযোজন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেয়াদ উত্তীর্ণ চেকের পরিবর্তে নতুন চেক ইস্যু সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগের কর্মকর্তা/কমচারীদের জিপিএফ অগ্রিম ঋণ উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৭) পরিকল্পনা অধিশাখার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং জনসংখ্যা সেক্টর এবং এ বিভাগের আওতাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচির পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনের সামগ্রিক কার্যাবলীর তদারকি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১৭-২০২২) বাস্তবায়ন, মনিটরিং, পরিকল্পনা দলিল (PIP) সংশোধন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম, দীর্ঘ মেয়াদী, স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম;
- সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি একশন প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর (২০১৭-২০২২) কর্মসূচিভুক্ত অপারেশনাল প্ল্যানসমূহ অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- Mid Term Budgetory Framework/Roadmap প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মসূচি/প্রকল্প দলিলাদি অনুমোদনের নিমিত্ত পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা মিশনের সাথে মতবিনিময়, সমন্বয়, সমঝোতা, চুক্তি বিনিময় ও স্বাক্ষর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদানুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, রোডম্যাপ ও অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান ও সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, NIPORT এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর-এর সকল উন্নয়ন কার্যাবলী পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- NEC এর ECNEC সভায় গৃহীত স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং জনসংখ্যা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমন্বয়মূলক কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর (২০১৭-২০২২) কর্মসূচির উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে Annual Program Review (APR), Mid-Term Review (MTR) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- World Bank সহ সকল উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সাথে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন এবং সার্বিক সমন্বয় (Donor Co-ordination) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

সাংগঠনিক কাঠামো

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে ০৬টি অনুবিভাগ, ১৪টি অধিশাখা ও ৩৮টি শাখা/ইউনিট রয়েছে। এ বিভাগে ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৬৭টি, ১০ম গ্রেডের ৫১টি, ১২তম-১৬তম গ্রেডের ৫০টি ও ২০তম গ্রেডের ৪৩টিসহ মোট ২১২টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১ জন সচিব, ৫ জন অতিরিক্ত সচিব, ১২ জন যুগ্মসচিব, ১৪ জন উপসচিব, ৫ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ৬ জন সহকারী সচিব ও ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-এর সাংগঠনিক কাঠামো

অধিদপ্তর/সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো

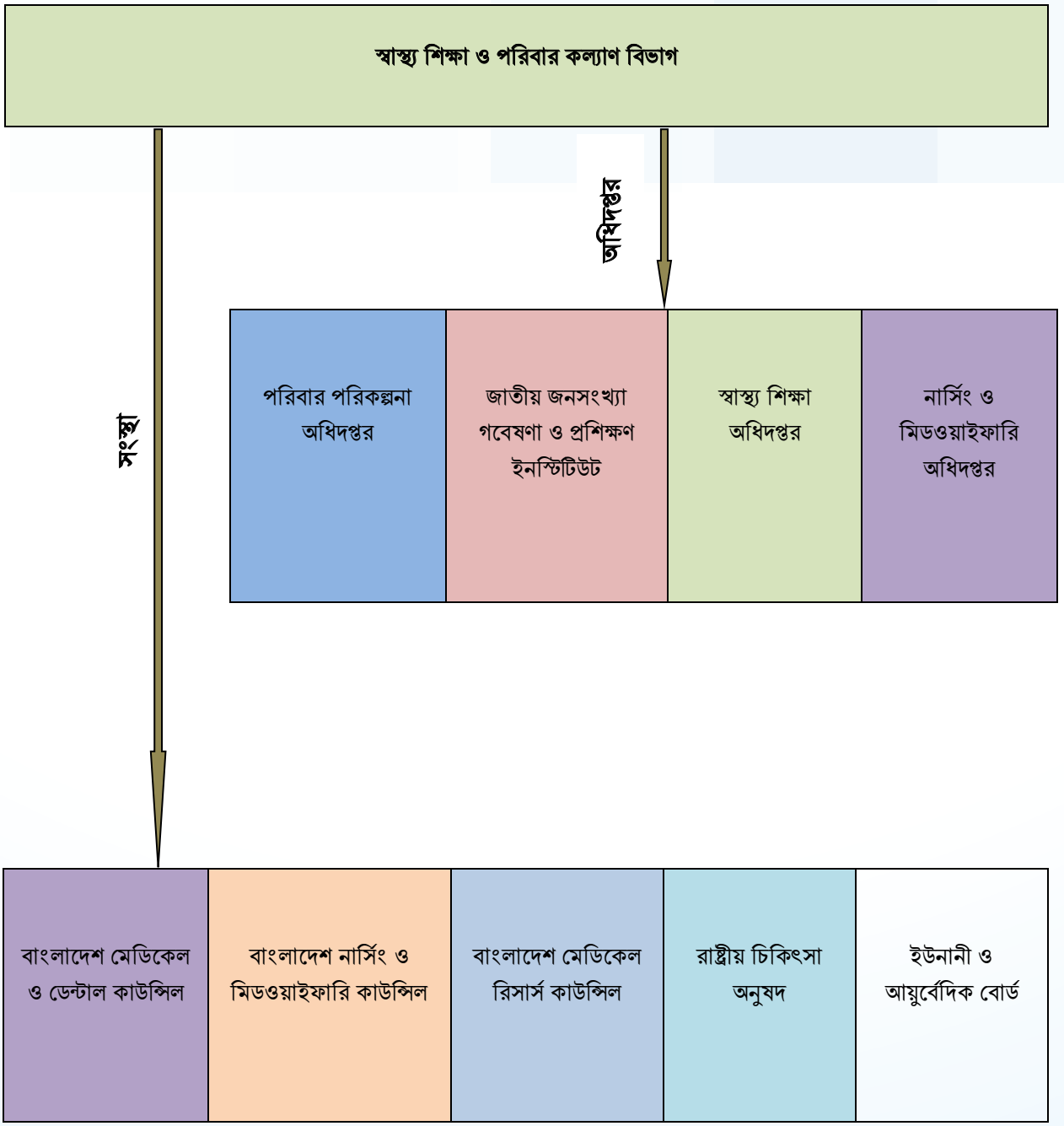

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ভূমিকা অপরিসীম। গত তিন দশকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে বেগবান করার জন্য বর্তমান সরকার খুবই আন্তরিক এবং সচেষ্ট। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান সরকার নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। গত কয়েক বছরে মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানকারীসহ শূন্য পদে নিয়োগসহ সেবার মান বৃদ্ধিতে এ অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বিগত ৫২ বছরে সংঘটিত বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নয়নের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল। দেশে পরিবার পরিকল্পনা প্রচেষ্টা ১৯৫০ এর গোড়ার দিকে একদল সামাজিক এবং চিকিৎসা কর্মীদের স্বেচ্ছা সেবা দিয়ে শুরু হয়েছিল।

১৯৭৫ সালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর গঠিত হয়ে নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেঃ
১। পরিবার পরিকল্পনা সেবা (স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী ২। পরিবার পরিকল্পনা সেবা (অস্থায়ী) ৩। ই-সেবাসমূহ ৪। এমসিএইচ সার্ভিসেস ৫। তথ্য অধিকার ও সেবা ৬। উদ্ভাবনী কার্যক্রম ৭। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও অন্যান্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে এ বিভাগের 'জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ' এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সম্পৃক্ত। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বেসরকারিভাবে স্বল্প পরিসরে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সূচনা হয়। তবে স্বাধীনতা পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭৩-৭৮ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা এবং সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে বেগবান করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বর্তমান সরকারের সময়ে প্রণীত রূপকল্প-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২' এর আলোকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য প্রদান করছে। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৫৪৩৭২ । দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ৪০০০ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এ সকল সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision):

বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করা হয়। সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে এ অধিদপ্তর গঠন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা সংক্রান্ত সব প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক, প্রশাসনিক, উন্নয়ন ও গবেষণার বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা মূলত: এ অধিদপ্তরের কর্মপরিধি। সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ম্যাটস ও হেলথ টেকনোলজিসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে পরিচালিত এ অধিপ্তরের অধীনে রয়েছে মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। দেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এছাড়া মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনেকটা বেড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করে প্রকৃত মেডিকেল শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সরকার বদ্ধপরিকর। এসব বিষয় নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও সমাধানের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে, দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে অসংখ্য হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের মাধ্যমে মেডিকেল শিক্ষার প্রসার ও সেবার মান নিশ্চিত করতে এ অধিদপ্তর অচিরেই আরো একধাপ এগিয়ে যাবে।

রূপকল্প (Vision)

সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীকরণ

অভিলক্ষ্য (Mission)

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু নিশ্চিতকরণ

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

১৯৭৭ সালে সেবা পরিদপ্তর গঠিত হয়। বাংলাদেশের নার্সিং ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এটি গঠিত হয়েছিল। ১৬ নভেম্বর ২০১৬ সালে সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হিসেবে উন্নীত করা হয়। এ অধিদপ্তর পরিচালিত হয় একজন মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে। অধিদপ্তর তার কার্যক্রমের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট দায়বদ্ধ। বর্তমানে দেশের সকল স্বাস্থ্য সেবা ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩২,৫৪৭ জনের অধিক নার্স, ১১৪৯ জন মিডওয়াইফ ও ৮৭৬ জন নন-নার্সিং কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত আছেন। দেশের ৬০টি সরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৭৫০টি আসনে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। ইউএনএফপিএ কর্তৃক ৩১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে ওয়েবভিত্তিক মাস্টার্স অন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। এযাবৎ মোট ৬০ জন মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেছে এবং ৬০ জনের কোর্স চলমান আছে। ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে দুইজন করে মোট চারজন মিডওয়াইফস ফ্যাকাল্টি ওয়েবভিত্তিক পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়ন করছেন। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এডুকেশন এ্যান্ড সার্ভিসেস (নেমস) কার্যকর পরিকল্পনার আওতায় ১৬ জন নার্স থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করে জাতীয় নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও দেশের বিভিন্ন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। এ ছাড়াও, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৪০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ৬টি বিশেষ বিষয়ে (নিবিড় পরিচর্যা/হৃদপরিচর্যা কেন্দ্র, ফুসফুস পরিচর্যা, শিশু পরিচর্যা, প্রবীণ পরিচর্যা, কর্কটরোগবিদ্যা) থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

রূপকল্প (Vision):

দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্সিং জনবল তৈরী ও পদায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে এবং সুস্থ জাতি গঠনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার মান বজায় রেখে সরকারকে সর্বোত্তম সহযোগিতা করা

অভিলক্ষ্য (Mission):

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে নার্সিং বিষয়ক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান ও এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা । নার্সিং বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা কৌশলপত্র ও নিয়োগবিধিসহ অন্যান্য বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। সর্বোপরি, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশার উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য গুণগত মানসম্পন্ন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা নিশ্চিত করা

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ ও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বদা সচল ও উপযোগী রাখাই স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মূখ্য উদ্দেশ্য। মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসরণে সেক্টর কর্মসূচী, Development Project Proposal (DPP) প্রণয়নের পর অনুমোদনপূর্বক নতুন স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ কাজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। নির্মিত নতুন এবং বিদ্যমান অবকাঠামো মেরামত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী রাখা হয়। বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টি খেয়াল রেখে হাসপাতাল অবকাঠামোগত সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যথাসময়ে স্বল্পতম ব্যয়ে, পর্যাপ্ত সুবিধাসহ দৃষ্টিনন্দন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর। তবে, সব ক্ষেত্রেই প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজনীয়তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশব্যাপী গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা পর্যন্ত সকল প্রকার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, নবরূপায়ন, মেরামত ও সংস্কার কাজ, নার্সিং কলেজ, আইএইচটি, ম্যাটস, এফডব্লিউভিটিআই ইত্যাদি নির্মাণসহ বিভিন্ন ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের অফিসসমূহ নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কাজ প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী সম্পাদন করে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রশাসনিক নির্দেশনা পেলে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আগামীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামোসমূহ বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision):

মানসম্মত স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নত স্বাস্থ্য সেবার সহায়ক।

অভিলক্ষ্য (Mission):

যথাসময়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান অবকাঠামো সম্প্রসারণসহ মানসম্মত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থাপনাসমূহকে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উপযোগী রাখা।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি আদর্শ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মনোভাবের পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। নিপোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য কর্মসূচিভিত্তিক মূল্যায়নধর্মী গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করা এবং কর্মসূচি উন্নয়নের জন্য গবেষণার ফলাফল কার্যকরভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করা। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও প্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ, বিভাগীয় ও জেলা শহর পর্যায়ে ১৪টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), উপজেলা পর্যায়ে ২১টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) এবং ঢাকাস্থ ১টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI)-এর মাধ্যমে পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য RPTI এর সাথে আরো ৩১টি মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (FTC) সংযুক্ত রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিপোর্টই একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেখানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নিপোর্টের রয়েছে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ সুবিধা ছাড়াও বিভাগীয় ও জেলা শহরে রয়েছে ১৩টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI), উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)। এছাড়া ১২টি RPTI এর সাথে আরো ৩১টি মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (FTC) সংযুক্ত রয়েছে। ভৌগোলিকভাবে আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট(RPTI) ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো (RTC) এমন দূরত্বে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে দেশের সকল এলাকা থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ সহজে কেন্দ্রে এসে প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারেন এবং সেখানে স্বচ্ছন্দভাবে হোস্টেলে অবস্থান করতে পারেন। নিপোর্টের গবেষণা ইউনিটের অবস্থান প্রধান কার্যালয়ে। তবে কখনো কখনো গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, মনিটরিং ও সুপারভিশন কাজে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় পর্যায়ে গবেষণার তথ্য বিতরণকল্পে সেমিনার আয়োজনের জন্য এ ইউনিটের কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে গিয়ে কাজ করতে হয়।

রূপকল্প (Vision): ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান (Centre of excellence) হিসেবে নিপোর্টকে গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission): গুণগতমানে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে ও চাহিদাভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচির উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

৬. সেক্টর ভিত্তিক কার্যক্রম

চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কিত বিস্তারিত কার্যক্রম

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে এ বিভাগের 'চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ' এবং 'স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর' সম্পৃক্ত। চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সরকারের টেকসই উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার অংশ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিতে সরকার চিকিৎসা শিক্ষার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চিকিৎসা শিক্ষার মান সমুন্নত রাখা এবং এর আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের জন্য মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করে পাঠ্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে । ইতোমধ্যে চিকিৎসা শিক্ষার কারিকুলাম হালনাগাদ, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনে ও বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর।

৬.১ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

৬.১.১ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের সাধারণ জনগণকে সাশ্রয়ী ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পরিকল্পনার বিষয়টি অধিক গুরুত্বের সাথে বিধৃত হয়েছে। সেলক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে দেশে ০৫টি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় যথা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্বদ্যিালয়, ঢাকা; চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী; সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ও শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের প্রথম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টি চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে যা এখন বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসাসেবার আশা-ভরসা ও আস্থার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আজ শুধু বাংলাদেশেই নয়, উপ-মহাদেশের সবচাইতে বড় হাসপাতাল ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ বিশ্ববিদ্যালয় আজ এদেশের চিকিৎসা শিক্ষা, সেবা ও গবেষণায় সাফল্যের ক্ষেত্রে এক অনন্য নাম।

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ৫৬টি বিভাগ রয়েছে। এছাড়া ফরেনসিক মেডিসিন, প্লাস্টিক সার্জারিসহ ৩/৪টি বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১৯০৪টি, এর মধ্যে অর্ধেকই গরীব রোগীদের জন্য বিনা ভাড়ার শয্যা। প্রতিদিন এ হাসপাতালের বহির্বিভাগে নতুন পুরাতন মিলিয়ে প্রায় ৮০০০ রোগী চিকিৎসাসেবা নেয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭শত ৬৬ জন রোগী সেবা নিয়েছেন। ভর্তি হয়েছেন ১৬ হাজার ৭৪ জন। ছোট-বড় মিলিয়ে ১৩ হাজার ৮ শত ৫৬ জন রোগীর অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাবের পূর্বে বৈকালিক স্পেশালাইজড আউটডোরে প্রতিদিন গড়ে ১০০০ রোগী সেবা গ্রহণ করতেন। ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত কেবিন ব্লকের করোনা ইউনিটে মোট ৯৬৭২ জন রোগী কোভিড সেবা গ্রহণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম:

- বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ধরনের ভর্তি পরীক্ষা অত্যন্ত সুষ্ঠ, সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে যথাযথ নিয়মে সম্পন্ন ও দ্রুততার সাথে ফলাফল প্রকাশ; বিশেষ করে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার দিনেই ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ।
- বর্তমানে এমডি, এমএস, এমপিএইচ, এমফিল, ডিপ্লোমাসহ ৯৫টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু আছে। এর মধ্যে ৬২টি রেডিডেন্সী কোর্স। ২টি নতুন ইনস্টিটিউট জাতীয় নাক কান ও গলা ইনস্টিটিউট এবং কুমুদিনী ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট অধিভুক্ত করাসহ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মোট ৪৪টি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটে এসকল কোর্স চালু ও কোর্সের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সম্প্রতি হেপাটোবিলিয়ারি, পেনক্রিয়েটিক ও লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি বিভাগ, কলোরেক্টাল সার্জারি বিভাগ, ফিটোম্যাটার্নাল বিভাগ, রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফার্টিলিটি বিভাগ, গাইনোকলোজিক্যাল অনকোলজি বিভাগ চালুসহ বিভাগের সংখ্যা ৫৬-তে উন্নীত করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিভুক্ত মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটে জুলাই ২০২০ সেশনে ৫০৫ জন ছাত্র এবং ৬০৯ জন ছাত্রীসহ মোট ১১১৪ জন এবং মার্চ ২০২১ সেশনে ৬০৫ জন ছাত্র ও ৪৭৯ জন ছাত্রীসহ মোট ১০৮৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন জুলাই ২০২০ সেশনে ১২৭ জন এবং মার্চ ২০২১ সেশনে ৪১৭ জন। অধিভুক্ত মেডিকেল কলেজ ও ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছেন জুলাই ২০২০ সেশনে ৯৮৭ জন এবং মার্চ ২০২১ সেশনে ৬৬৭ জন। মার্চ ২০২১ সেশনে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন ১১ জন। বিদেশি শিক্ষার্থীদের মাঝে রয়েছেন নেপাল, ভারত, ইয়েমেন, আমেরিকা, সোমালিয়া, ইরান, কানাডা, মালদ্বীপ, অস্ট্রেলিয়া ও ভূটানের শিক্ষার্থীগণ।
- গত ৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও সুইজারল্যান্ডের জুরিখ ইউনিভার্সিটির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- গত ৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২১ উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি।
- গত ২৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে কমিউনিটি অফ অফথালমোলজি বিভাগে চক্ষু রোগের চিকিৎসা ও নানা কার্যক্রম নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

গবেষণামূলক কার্যক্রম:

- গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছরের অক্টোবর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে।
- গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে গবেষণা মঞ্জুরি ও থিথিস গ্রান্ট প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
- গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ লন্ডন, সুইজারল্যান্ডের জুরিখ ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হসপিস এন্ড প্যালিয়েটিভ কেয়ার এলায়েন্স, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, রকফেলার ফাউন্ডেশন, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস, সিএমএইচ, ইউনিসেফ, আইসিডিডিআরবি, ভূটানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা রোটারি ক্লাব অব মেট্রোপলিটন, যুক্তরাষ্ট্রের হাইল্যান্ড মেডিক্যাল সেন্টার, ইউএসএইড, সেভ দ্য চিলড্রেন, জন হপকিন্স, শিকাগো ইউনিভার্সিটি, মাহিদোল বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডার নভেল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- রিসার্চ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড প্রোমোশন সেল গঠন করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
- অসংক্রামক রোগ (নন কমিউনিকেবল ডিজিস) গবেষণায় আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।
- গত ৩০ জুলাই ২০২০ তারিখে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে চালুকৃত গবেষণা ইউনিটের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখে করোনাভাইরাস নিয়ে গবেষণার জন্য ১৪ জন শিক্ষককে রিসার্চ গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে।
- আগস্ট ২০২০-এ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'কনভালাসেন্ট প্লাজমা থেরাপী'র অবস্থান সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান গবেষণা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী 'নেচার' এ উল্লেখ করা হয়েছে যা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।
- গত ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখে বিভিন্ন রোগ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও আইসিডিডিআর,বি-এর মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোভিড-১৯ ফিল্ড হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব জাহিদ মালেক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের নির্মাণ কার্যক্রম:

- যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট প্রাদুর্ভাব ও সংকটের মাঝেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০০ শয্যাবিশিষ্ট দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল নির্মাণ কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে হাসপাতালের স্ট্রাকচারাল, আর্কিটেকচারাল ও সিভিল ওয়ার্ক ৮৫ শতাংশ, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, হসপিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআইএস), প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহসহ যাবতীয় কার্যক্রম ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণাধীন সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল

(খ) চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যেহেতু এখনও নিজস্ব কোনো ভবন তৈরি হয়নি। তাই স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিসেস (বিআইটিআইডি) তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত ০৬/০৬/২০২১ তারিখে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া ডিপিপি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে দাখিল করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশের জন্য ২০/০৬/২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনবল সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেছে। তদনুযায়ী চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ হতে চট্টগ্রাম বিভাগের সকল সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটসহ সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত হয়।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউট

ক্রমিক	অধিভুক্ত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা
০১।	সরকারি মেডিকেল কলেজ	০৬
০২।	বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	১০
০৩।	সরকারি ডেন্টাল কলেজ	০১
০৪।	বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ	০১
০৫।	সরকারি নার্সিং কলেজ	০৩
০৬।	বেসরকারি নার্সিং কলেজ	১৪
০৭।	বেসরকারি ইউনানি মেডিকেল কলেজ	০১
০৮।	বেসরকারি মেডিকেল টেকনোলজি	০৫
০৯।	ইনস্টিটিউট অব কমিউনিটি অফথালমোলজি	০১

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সর্বমোট ৪২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাতে প্রতি শিক্ষাবর্ষে মোট ৩৩৭৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। প্রতি সেশনে এমবিবিএস কোর্সে ১৪৫৬, বিডিএস কোর্সে ১২৫, বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে ১৩৮৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

১। ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
২। বিভিন্ন পেশাগত পরীক্ষা গ্রহণ;
৩। বিভিন্ন পেশাগত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ;
৪। কলেজের সকল শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং করা;
৫। অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রান্ট প্রদান;
৬। বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এপিএর লক্ষমাত্রার বিপরীতে অর্জন

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর হতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করে আসছে। গত ২৬.০৩.২০২০ হতে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সরকারি নির্দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এপিএর লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তবুও চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংক্ষিপ্ত পরিসরে চলমান থাকে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এপিএর লক্ষমাত্রার বিপরীতে ১০০ এর মধ্যে ৮০.৮৮ স্কোর অর্জন করে যা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাথে সম্পাদিত এপিএ (বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি) অনুযায়ী উত্তম এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২য় স্থান।

একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম

১। গবেষণা: মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ৫৩ জন গবেষককে (অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষকদের) বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য গ্রান্ট প্রদান করা হয়।
২। লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়।
৩। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন করা হয়।
৪। চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও কোভিড ১৯ বিষয়ক ১২ টি সায়েন্টিফিক সেমিনার এর আয়োজন করা হয়।
৫। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ১ম ও ২য় পেশাগত এমবিবিএস ও বিডিএস, ১ম ও ২য় বর্ষ বিএসসি ইন নার্সিং, ১ম ও ২য় বর্ষ বিএসসি ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ল্যাব ও ডেন্টাল), ১ম ও ২য় বর্ষ বিএসসি ইন অপ্টোমেট্রিসহ মোট ১৩টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
৬। সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এমওইউ (MOU) সম্পাদন করা হয়।
৭। শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সাথে ৫ টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।
৮। অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক অংশীজনদের সাথে ৪ টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।
৯। প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা, কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক এবং এপিএ বিষয়ক ২৪ ঘন্টার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
১০। মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা, ফেস্টুন, র‍্যালি, দোয়া মাহফিল, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ করা হয়।
১১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারহাটে বক্ষব্যধি হাসপাতাল ক্যাম্পাসের ২৩.৯২ একর ভূমিতে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো: আলী নূর

(গ) রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

'রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের তৃতীয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৬৭.৭৮ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রাথমিক ভৌত (অস্থায়ী) ও তথ্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি

- রাজশাহীতে বিভাগীয় কন্টিনিউইং এডুকেশন সেন্টার (ডিসিইসি ভবন), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এর ২ নম্বর ভবনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং কলেজ পরিদর্শন দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সুবিধাসহ) চালু হয়েছে।
- রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজশাহীর বড়বনগ্রাম, বাজেসিলিন্দা এবং বারইপাড়া মৌজায় মোট ৬৭.৭৮ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতিসহ প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং জমি অধিগ্রহণের জন্য নথি রাজশাহী জেলা প্রশাসন থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন

- মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট গঠিত হয়েছে ও ইতোমধ্যে সিন্ডিকেটের ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটি গঠিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- অধিভুক্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহের গভর্নিং বডি গঠন করা হয়েছে এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর রিপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে।
- বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে Non Binding MoU স্বাক্ষরের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে অনুমোদন নেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে ইতোমধ্যে বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- গত ০১/০৭/২০২১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ও বিভাগের সংখ্যা নির্ধারণ ও অর্গানোগ্রাম তৈরির কাজ চলমান আছে।

রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন

- গত ২২-০২-২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত রাজস্ব বাজেটের 'প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক খাতে' বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য প্রকল্পের কনসেপ্ট পেপার প্রস্তুত করা হচ্ছে যা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
- গত ০৫-০১-২০২১ তারিখে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন হয়ে একটি মাস্টার প্ল্যানের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পর্যায়ে রয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

- রাজশাহী, রংপুর এবং খুলনা বিভাগের সকল সরকারি এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ এবং অন্যান্য মেডিকেল ইন্সটিটিউটসমূহকে রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্তি প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা স্থাপিত হওয়ায় খুলনা বিভাগের প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিভুক্তি স্থানান্তরিত হবে।

- রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ ও ইউনানী মেডিকেল কলেজসমূহে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে এমবিবিএস, বিডিএস ও ইউনানী কোর্সে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চলছে।
- রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিকেল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরবর্তীতে Cumulative Grade Point Average (CGPA) System চালু করার লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
- আগামী জানুয়ারি, ২০২২ থেকে রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেসিক কোর্সসমূহের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে।
- ইতোমধ্যে ইরাসমাস ইউনিভার্সিটি, নেদারল্যান্ডস-এর সাথে শিক্ষা কার্যক্রমে স্কলারশীপ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ, ইংল্যান্ডের সাথে যৌথ প্রযোজনায় প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার এর উপর গবেষণা চুক্তি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে, যার মধ্যে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, মাস্টার্স এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বৈজ্ঞানিক সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- গত ১২ মে, ২০১৯ তারিখে রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'গর্ভকালীন ডায়াবেটিস-এর ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধ: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট' শীর্ষক একটি সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- গত ৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনলাইন বুক বিষয়ে ভারতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Walters Kluwer এর সাথে রাজশাহীতে একটি সেমিনার করা হয়েছে।
- গত ২৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে রাজশাহীতে Therapeutic potential of curcumin-based products in the management of neurodegenerative disorders and cancer-এর উপরে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে ১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে 'সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১৮' পাস হয়। স্বাস্থ্যখাতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও সেবার মান উন্নয়নের নিমিত্তে ১২০০ (এক হাজার দুই শত) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালসহ চিকিৎসা খাতে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর 'সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যায়ল আইন-২০১৮'এর ক্ষমতা বলে প্রফেসর ডাঃ মোঃ মোর্শেদ আহমেদ চৌধুরীকে সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন এবং ভাইস-চ্যান্সেলর ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে যোগদান করেন।
- সিলেট শহরের চৌহাট্টাস্থ 'সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ' অধ্যক্ষের অব্যবহৃত বাসভবনটি 'সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়' এর অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।
- সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্তে জরুরি প্রয়োজনে এডহক ভিত্তিতে সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিসহ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের জন্য সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলাধীন জে.এল. নং-১১৭ গোয়ালগাঁও মৌজায় ৫০.২২ একর এবং জে.এল. নং-১১৮ হাজরাই মৌজায় ৩০.০৯ একরসহ সর্বমোট ৮০.৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমতিপত্র পাওয়া গেছে। ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে দাখিল করা হলে জেলা প্রশাসক, সিলেট কর্তৃক ০৯/০৮/২০২০ খ্রি. তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ' প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই, ডিপিপি প্রণয়ন এবং মাস্টার প্ল্যান (থ্রি-ডিসহ) প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর অস্থায়ী কার্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু'র জন্মশতবার্ষিকী ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক অধিভুক্ত নার্সিং কলেজসমূহের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সের ১ম বর্ষ এবং বিএসসি ইন পোস্ট বেসিক নার্সিং কোর্সের ১ম বর্ষ পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ-কে প্রাথমিক অধিভুক্তিপূর্বক ৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজসহ সর্বমোট ৭টি মেডিকেল কলেজ এবং ৫টি নার্সিং কলেজকে প্রাথমিক অধিভুক্তি প্রদানসহ মোট ১০টি নার্সিং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও ১টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ এবং ২টি ডেন্টাল ইউনিট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রয়েছে।
- চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'সিলেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়'-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে ।

(ঙ) শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

- খুলনা বিভাগে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে গত ০১/০২/২০২১ তারিখে 'শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২০' মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়। এর মধ্য দিয়ে দেশের পঞ্চম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খুলনা বিভাগে শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা এর যাত্রা শুরু হয়।
- বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে গত ২৯/০৪/২০২১ তারিখে অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, বিভাগীয় প্রধান, হেমাটোলজি বিভাগ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-কে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সদস্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পটির উপর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। প্রকল্পটির 'সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা' কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬.১.২ মেডিকেল কলেজ

চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে সরকার প্রতিটি জেলায় ১ টি করে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সময়ের প্রয়োজনে মেডিকেল কলেজে প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বিগত ১০ বছরে দেশের এমবিবিএস কোর্সে আসন সংখ্যা এবং মেডিকেল কলেজের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে দেশে মোট মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ৫০টি (সরকারি-১৭টি, বেসরকারি-৩২টি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত-১টি)। ২০২১ সাল পর্যন্ত ৬৫টি বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১১৫টি হয়েছে (সরকারি-৩৭টি, বেসরকারি-৭২টি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত-৬টি)। একইভাবে এমবিবিএস কোর্সের আসন সংখ্যা ২০০৯ সালের ২,০৫০টি থেকে ২০২১ সালে (সরকারি ৪,৩৫০ এবং বেসরকারি ৬,৪৩৯) ১০,৭৮৯টিতে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি সুনামগঞ্জ জেলায় 'বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ' নামে একটি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত মেডিকেল কলেজটিতে ৫০টি আসনে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ হতে শিক্ষার্থী ভর্তি করে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

৬.১.৩ ডেন্টাল কলেজ

এমবিবিএস কোর্সের পাশাপাশি বিডিএস কোর্সের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি ডেন্টাল কলেজ ছিল ১টি, সরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট ছিল ২টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ডেন্টাল কলেজ ছিল ১০টি। বেসরকারি পর্যায়ে কোনো ডেন্টাল ইউনিট ছিল না। দন্ত চিকিৎসার গুরুত্ব এবং জনসংখ্যা বিবেচনায় ২০২১ সাল পর্যন্ত এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ, ৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, ১২টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ১৫টি বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিটে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটকে পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.১.৪ নার্সিং শিক্ষা

নার্সিং শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকারি নার্সিং কলেজ ২০০৯ সালের ৪টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ১৮টি হয়েছে। সরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট ২০০৯ সালের ৩৪টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ৪৬টি হয়েছে। সরকারি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪১টি হয়েছে। বেসরকারি নার্সিং কলেজ ২০০৯ সালে ৩টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ৯৫টি হয়েছে। বেসরকারি নার্সিং ইনস্টিটিউট ২০০৯ সালের ২০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ২৪৪টি হয়েছে। বেসরকারি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট ২০২০ সাল পর্যন্ত ১৯টি হয়েছে।

৬.১.৫ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)

সরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ২০০৯ সালের ২টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ১৪টি হয়েছে। বেসরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ২০০৯ সালের ২১টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ৯৯টি হয়েছে।

৬.১.৬ মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)

সরকারি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) ২০০৯ সালের ৫টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ১২টি হয়েছে। ২০০৯ সালে কোনো বেসরকারি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) ছিল না। ২০২০ সাল পর্যন্ত বিগত ১০ বছরে বেসরকারিভাবে ২০০টি ম্যাটস স্থাপিত হয়েছে।

৬.১.৭ একনজরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের চিত্র

বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্টানসমূহের সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সরকারি	বেসরকারি	মোট
১	মেডিকেল কলেজ	৩৭	৭২	১০৯
২	আর্মি মেডিকেল কলেজ	০	৫	৫
৩	আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ	১	০	১
৫	ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট	৯	২৬	৩৫
৬	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী (আইএইচটি)	১৫	৯৭	১১২
৭	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)	১১	২০০	২১১
	মোট=	৭৩	৪০০	৪৭৩

অনুমোদিত আসন সংখ্যা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সরকারি	বেসরকারি	আর্মি	মোট
১	মেডিকেল কলেজ	৪৩৫০	৬৪৫৮	৩৭৫	১১১৮৩
২	ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট	৫৬৫	১৪০৫	০	১৯৭০
৩	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী (আইএইচটি)	৩০৫০	৮৯৪০	০	১১৯৯০
৪	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)	৮১৮	১৩৫৪০	০	১৪৩৫৮
		৮৭৮৩	৩০৩৪৩	৩৭৫	৩৯৫০১

৬.১.৮ সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও এর আসন বিন্যাস

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন সংখ্যা (২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ)
১	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	২৩০
২	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	২৩০
৩	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ	২০০
৪	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ	২৩০
৫	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	২৩০
৬	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	২৩০
৭	সিলেট মেডিকেল কলেজ	২৩০
৮	শেরে-ই- বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল	২৩০
৯	রংপুর মেডিকেল কলেজ	২৩০
১০	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ	১৮০
১১	খুলনা মেডিকেল কলেজ	১৮০
১২	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ	১৮০
১৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর	১৮০
১৪	এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর	১৮০
১৫	পাবনা মেডিকেল কলেজ	৭০
১৬	আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী	৭০
১৭	কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ	৭০
১৮	যশোর মেডিকেল কলেজ	৭০
১৯	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ	৬৫
২০	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	৬৫
২১	কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ	৬৫
২২	শেখ সায়রা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ	৬৫
২৩	শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর	৭২
২৪	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইল	৬৫
২৫	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর	৬৫
২৬	কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ	৭৫
২৭	শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ	৬৫
২৮	পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ	৫১
২৯	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ	৫১
৩০	মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৭৫
৩১	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, হবিগঞ্জ	৫১
৩২	নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ, নেত্রকোনা	৫০
৩৩	নীলফামারী মেডিকেল কলেজ, নীলফামারী	৫০

৩৪	নওগাঁ মেডিকেল কলেজ, নওগাঁ	৫০
৩৫	মাগুরা মেডিকেল কলেজ, মাগুরা	৫০
৩৬	চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ, চাঁদপুর	৫০
৩৭	বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ	৫০
	মোট=	৪৩৫০

বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

- ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে আসন সংখ্যা ৪৩৫০টি।
- ১টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ৮টি ডেন্টাল ইউনিটে আসন সংখ্যা ৫৬৫টি।
- ২৮টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা ১৫১৮টি।
- ১১টি মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলে আসন সংখ্যা ৮১৮টি।
- ১৫টি ইনস্টিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজিতে আসন সংখ্যা ৩০৫০টি।

৬.১.৯ বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন সংখ্যা (২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ)
১	বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ	১২০
২	গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ	৫০
৩	ইনস্টিটিউট অফ এ্যাপলাইড হেলথ সায়েন্স(ইউএসটিসি)	৭৫
৪	জহিরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	১০০
৫	মেডিকেল কলেজ ফর উইমেনস এন্ড হাসপাতাল	৯০
৬	জেড. এইচ. সিকদার উইমেনস মেডিকেল কলেজ	১০০
৭	ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ	১৩০
৮	কমিউনিটি বেসড মেডিকেল কলেজ	১৩০
৯	জালালাবাদ রাগিব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ	১৩০
১০	শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ	১৪০
১১	নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ	১২০
১২	হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ	১৪০
১৩	ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ	১৩০
১৪	নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ	৮৫
১৫	ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ	১২৫
১৬	কুমুদিনি মেডিকেল কলেজ	১১৫
১৭	তাইরুন্নেছা মেডিকেল কলেজ	১০৭
১৮	ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ	১২০
১৯	বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ	১০০
২০	সাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ	০
২১	এনাম মেডিকেল কলেজ	১৫৫
২২	ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী	৮৫
২৩	ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ	৬০
২৪	সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ	৭৫

২৫	ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ	১১৫
২৬	খাজা ইউনুস মেডিকেল কলেজ	১০০
২৭	চট্টগ্রাম মা ও শিশু মেডিকেল কলেজ	১১০
২৮	সিলেট উইমেনস মেডিকেল কলেজ	১০০
২৯	নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ	০
৩০	সাউদান© মেডিকেল কলেজ	৬৫
৩১	নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	০
৩২	উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ	৯০
৩৩	ডেলটা মেডিকেল কলেজ	৯০
৩৪	আদ্-দ্বীন উইমেনস মেডিকেল কলেজ	৯৫
৩৫	ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ	১০০
৩৬	টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ	১৫০
৩৭	আনোয়ার খান মডার্ণ মেডিকেল কলেজ	১৩৭
৩৮	প্রাইম মেডিকেল কলেজ	১৩০
৩৯	রংপুর কমিউনিটি হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ	১৩০
৪০	নর্দার্ন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ, রংপুর	০
৪১	ফরিদপুর ডাইবেটিকস এ্যাসোসিয়েশন মেডিকেল কলেজ	৯০
৪২	গ্রীন লাইফ মেডিকেল কলেজ	১১০
৪৩	পপুলার মেডিকেল কলেজ	১০০
৪৪	এমএইচ সমরিতা মেডিকেল কলেজ	১১৫
৪৫	মুন্নু মেডিকেল কলেজ	৮০
৪৬	ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ	৯০
৪৭	ডা: সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	১০০
৪৮	মার্কস মেডিকেল কলেজ	৭০
৪৯	ময়নামতি মেডিকেল কলেজ	১০০
৫০	আদ্-দ্বীন সখিনা মেডিকেল কলেজ	৭০
৫১	গাজী মেডিকেল কলেজ	১০০
৫২	বারিন্দ মেডিকেল কলেজ	১০০
৫৩	সিটি মেডিকেল কলেজ	৮০
৫৪	আশিয়ান মেডিকেল কলেজ	৫০
৫৫	আইচি মেডিকেল কলেজ	০
৫৬	বসুন্ধরা আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ	৫০
৫৭	আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজ	৯০
৫৮	বিক্রমপুর মেডিকেল কলেজ	৫৭
৫৯	ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ	৫৭
৬০	কেয়ার মেডিকেল কলেজ	০
৬১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ	৫০
৬২	পার্কভিউ মেডিকেল কলেজ	৬৫
৬৩	মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজ	৫০
৬৪	শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজ	স্থগিত
৬৫	চিটাগং ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ	৫৫

৬৬	ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজ	৫০
৬৭	আদ্-দ্বীন আকিজ মেডিকেল কলেজ, খুলনা	৫৫
৬৮	মনোয়ারা সিকদার মেডিকেল কলেজ	৫০
৬৯	খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ	৫০
৭০	ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ, গুলশান, ঢাকা	৫০
৭১	সাউথ এ্যাপোলো মেডিকেল কলেজ, বরিশাল	৫০
৭২	আহসানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ, উত্তরা,ঢাকা	৫০
	মোট	৫৯৭৮
স্থগিত: সাহাবুদ্দিন+নাইটিংগেল+নর্দান (রংপুর)+নর্দান ইন্টারন্যাশনাল+আশিয়ান+আইচি+কেয়ার (৯০+৮৫+৭৫+৮০+৫০+৫০+৫০)=৪৮০		

বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

- ৭২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যা ৬,৪৫৮টি।
- ০৬টি আর্মড ফোর্সেস ও আর্মি মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যা ৩৭৫টি।
- ১২টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে আসন সংখ্যা ৯৪০টি
- ১৪টি বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিটে আসন সংখ্যা ৪৬৫টি।
- ১৩টি স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা ২২০টি।
- ২০০টি বেসরকারি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুলের মধ্যে ১৮৪ টি প্রতিষ্ঠান চলমান, আসন সংখ্যা ১৩,৫৪০টি।
- ৯৭টি বেসরকারি ইনস্টিটিউশন অফ হেলথ টেকনোলজি এর মধ্যে ৬৪ প্রতিষ্ঠান চলমান, আসন সংখ্যা ৮,৯৪০টি।

৬.২ চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কিত অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ

(ক) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম সরাসরি তত্ত্বাবধানের জন্য ২০১৯ সালে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু নিশ্চিত করা যাবে। এছাড়া চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ, ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে। চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ই-লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করবে যার মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত হ্যান্ডস অন ট্রেইনিং এর শুভ উদ্বোধন

(খ) বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমএন্ডডিসি)

বিএমএন্ডডিসি "বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৬১ নং আইন)" অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বিএমএন্ডডিসি মেডিকেল ও ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমের স্বীকৃতি, মানসম্মত পাঠ্যসূচি ও কোর্স প্রণয়ন, চিকিৎসা শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ভর্তির নীতিমালা প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ও ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে।

(গ) বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস)

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জন (বিসিপিএস) পরিচালিত হয়। বিসিপিএস হতে চিকিৎসা শিক্ষার এফসিপিএস, এমসিপিএস কোর্সের মোট ৪৮টি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

(ঘ) বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি)

বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি) চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন **'বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার'** স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের সকল রোগীর তথ্য উপাত্ত ও নমুনা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে কাজ করবে যা ভবিষ্যতে কমিউনিকেবল ও নন-কমিউনিকেবল ডিজিজের প্যাটার্ন এ্যানালাইসিস ও এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে গবেষকদের সহায়ক হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টারের সাথে কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। সমঝোতা স্মারকের অধীনে বাংলাদেশ সরকার ও ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৪০ জন উচ্চশিক্ষার্থী ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। শিক্ষা শেষে তারা বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টারে গবেষণা কাজে নিয়োজিত হবেন।

(ঙ) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড

১৯৮৩ সালে হোমিওপ্যাথিক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে অবিভক্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড গঠন করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সুগঠিত করা হয়। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা, রোগীর যত্ন এবং গবেষণামূলক কর্মকান্ডের উৎকর্ষতার জন্য বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড কাজ করছে। এছাড়াও ১৯৮৯ সালে ঢাকার মিরপুরে সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কলেজ হতে হোমিওপ্যাথিতে দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি **"ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি (বিএইচএমএস)"** ডিগ্রি প্রদান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদ কোর্সটি পরিচালনা করে। বেসরকারিভাবে ৬২টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি **'ডিপ্লোমা অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী (ডিএইচএমএস)'** ডিগ্রি প্রদান করে থাকে।

(চ) বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড

১৯৮৩ সালে **'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স'** জারির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড গঠন করে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুগঠিত করা হয়। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে সরকারিভাবে ০১টি স্নাতক পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ এবং ০১টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া স্বীকৃতি (Recognition) প্রাপ্ত হয়ে বেসরকারিভাবে ০২টি স্নাতক পর্যায়ের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং ২৪টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। ডিপ্লোমা পর্যায়ের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো **'বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন'**-এর অধীনে পরিচালিত হয়। ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকায় BIMSTEC Network of National Centers of Coordination in

৬.৩ চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে যুগোপযোগী পদক্ষেপ

(ক) চিকিৎসা শিক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন

শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিং শিক্ষাসহ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান, শিক্ষা প্রদানকারীদের মান তদারকি ও নিয়ন্ত্রণসহ যোগ্যতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক 'বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২১' এর খসড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষকদের নন-প্র্যাকটিসিং প্রণোদনা ভাতা প্রদান

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমবিবিএস কোর্সে প্রাথমিক পর্যায়ে এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, প্যাথলজি এবং এনেসথেসিওলজি এই বেসিক সাবজেক্টগুলো পাঠদান করা হয় । চিকিৎসা শাস্ত্রের বেসিক সাবজেক্টসমূহের শিক্ষকদের ক্লিনিক্যাল ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার সুযোগ না থাকায় নবীন চিকিৎসকগণ বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষক হতে আগ্রহী হন না। নবীন চিকিৎসকগণকে বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষা ও শিক্ষকতায় উৎসাহ প্রদানের জন্য সম্প্রতি সরকার নিম্নরূপভাবে নন-প্র্যাকটিসিং প্রণোদনা ভাতা প্রদান করছে-

জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর গ্রেড নং	প্রণোদনা ভাতার পরিমাণ (টাকায়)
৯	১০,০০০/=
৮	১১,০০০/=
৭	১৩,০০০/=
৬	১৫,০০০/=
৫	১৬,০০০/=
৪	১৮,০০০/=
৩	২০,০০০/=

(গ) উচ্চ শিক্ষার আসনসংখ্যা পুনর্বিন্যাস

চিকিৎসা শিক্ষার বেসিক সাবজেক্টের স্নাতকোত্তর কোর্সের সরকারি চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এমএস কোর্সের আসন সংখ্যা ১১টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ৫৫ জন ; এমডি কোর্সের আসন সংখ্যা ১২৬টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ৬০৫ জন; এমফিল কোর্সের আসন সংখ্যা ১৮০টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ৯০০ জন এবং ডিপ্লোমা কোর্সের আসন সংখ্যা ২৫২টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ১২৬০ জন। এছাড়া ক্লিনিক্যাল ও অন্যান্য বিষয়সমূহে এমডি কোর্সে আসন সংখ্যা ৫৫৭টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৭৬০ জন; ডিপ্লোমা কোর্সে আসন সংখ্যা ৫২৭টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৬৮৫ জন; এমএস কোর্সে আসন সংখ্যা ৩৮৫টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৯৩০ জন; এমফিল কোর্সে আসন সংখ্যা ৫১টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ২১৫ জন এবং এমপিএইচ কোর্সে আসন সংখ্যা ২১০টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০৫০ জন। স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে Rationalized করার নিমিত্ত গত ২৩/১২/২০১৯ তারিখে বেসিক সাবজেক্টের আসন সংখ্যা নিম্নরূপভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়:

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান আসন	বর্ধিত আসন	মোট আসন
০১	এনাটমি	১১	১১	২২
০২	ফিজিওলজি	১১	১১	২২
০৩	বায়োকেমিস্ট্রি	১৩	১৩	২৬
০৪	ফার্মাকোলজি	১১	১১	২২
০৫	ফরেনসিক মেডিসিন	৬	১২	১৮

(ঘ) ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান কার্যক্রম

চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য সরকার বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তম্মধ্যে বিজ্ঞানের নতুন ধারা এবং কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। 'সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০২১' এর আওতায় অর্থ বিভাগের বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকার তহবিল থেকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণায় অর্থায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(ঙ) উচ্চ শিক্ষায় প্রেষণ নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ

চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্-এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি চিকিৎসকদের বাইরেও বেসরকারি চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাহিদা পূরণ এবং সেবার মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকারি চাকরিরত তরুণ চিকিৎসকদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি চাকরিরত চিকিৎসকদের দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে "দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা-২০২১ (সংশোধিত)" প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রেষণ নীতিমালা অনুযায়ী বিসিএস (স্বাস্থ্য ক্যাডার) ও বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারের চিকিৎসকদের জন্য উচ্চ শিক্ষার্থে প্রতি বছর এমডি, এমএস, এমফিল, ডিপ্লোমা, এমপিএইচ এবং অন্যান্য কোর্সে ২২৩৭টি আসনে সরকারি চিকিৎসকদের প্রেষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষার জন্য চিকিৎসকদেরকে শিক্ষা ছুটি প্রদান করা হয়।

(চ) এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগ

এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে 'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে নতুনত্ব আনা হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোগ ঘটানো হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত ট্রাংকের সাথে ডিজিটাল ট্র্যাকিং ডিভাইস ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬.৪ চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের কৌশলগত পুনর্বিন্যাস করা;
২. নতুন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য এমআইএস/এইচআরআইএস তৈরি করা।
৩. সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে গ্রেডিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা।
৪. স্নাতকোত্তর মেডিকেল শিক্ষার সকল ডিগ্রিকে একই ধারায় আনয়ন ও সমন্বয় সাধন করা;
৫. মেডিকেল এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা;
৬. এমবিবিএস, বিডিএস, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী/আয়ুর্বেদিক, আইএইচটি ও ম্যাটস এর কারিকুলাম যুগোপযোগী করা;
৭. নার্সিং/প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা;
৮. এ্যালাইড হেলথ প্রফেশনাল এডুকেশন বোর্ড স্থাপন করা।
৯. দেশের প্রতিটি বিভাগে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন সংক্রান্ত সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা;
১০. ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা;
১১. চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নত তথ্য প্রযুক্তির (আইটি) সাথে সংযুক্ত করে ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষার সেবা সহজীকরণ করা।

৭. পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম :

৭.১ জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিবরণ:

(ক) অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্য পদসংখ্যা:

ক্রমিক নং	শ্রেণি	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
১	১ম	গ্রেড ১ থেকে ৯	২৪৪১	১,০৭৭	১৩৬৪
২	২য়	গ্রেড ১০	১১৯৫	১৭৩	১০২২
৩	৩য়	গ্রেড ১১ থেকে ১৬	১৮০৯০	১২,৭৭৭	৫৩১৩
৪	৪র্থ	গ্রেড ১৭ থেকে ২০	৩২৭২৭	২২,২৮৩	১০৪৪৪
		সর্বমোট	৫৪৪৫৩	৩৬,৩১০	১৮১৪৩

৭.২ সেবামূলক কার্যক্রম:

(ক) সেবা প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র

- ১৭৩ শয্যাবিশিষ্ট ১টি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ঢাকা;
- ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা;
- ২০০ শয্যাবিশিষ্ট ১ টি মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা;
- ৩২৭৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) রয়েছে;
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সীমানায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২২১টি দোতলা উপজেলা স্টোর কাম অফিস রয়েছে; ৬০টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় উপজেলা পরিষদ ভবনে অবস্থিত। অবশিষ্ট ২০৯টি অফিস উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবনে অবস্থিত;
- জেলা পর্যায়ে ৬১টি (ঢাকা, গাজীপুর ও শরীয়তপুর ব্যতীত), উপজেলা পর্যায়ে ১২টি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৪টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) রয়েছে। এছাড়াও ৩য় সেক্টর কর্মসূচির (২০১১-২০১৬) মাধ্যমে দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্মিত আরও ৮৯টি MCWC হতে সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির (২০১৭-২০২২) মাধ্যমে আরও ৯৬টি MCWC নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন আছে;
- দেশের ২০টি জেলায় (বিভাগীয় অফিসসহ) নিজস্ব অফিস ভবন Proto-type Design-এ ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। বিভাগীয় ৫তলা বিশিষ্ট ভবনে বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিস, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস ও সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস রয়েছে এবং জেলায় ৪তলা বিশিষ্ট পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবনে জেলা অফিস ও সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস রয়েছে। এছাড়া আরও ১১টি বিভাগীয়সহ জেলা পরিবার পরিকল্পনা ও সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবন (একই ভবনে) একই Design এ নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৫৯২টি জরাজীর্ণ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পুনঃনির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
- "ঢাকার আজিমপুরস্থ মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ডাক্তার, কর্মকর্তা, সিনিয়র স্টাফ নার্স ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য হোস্টেল / ডরমিটরী নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

- জেলা পর্যায়ের মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে এ পর্যন্ত ১১০৩টি কৈশোরবান্ধব সেবা কর্নার চালু করা হয়েছে;
- সারাদেশে প্রতিমাসে প্রায় ৩০,০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাগণ তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে;
- প্রতি সপ্তাহে তিনদিন কমিউনিটি ক্লিনিক হতে পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করছে;
- প্রতি সপ্তাহে দুইদিন নিজ কর্ম এলাকায় বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ পরিবার পরিকল্পনা সেবা, তথ্য প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

  দূর্গম এলাকা, সাবেক ছিটমহল, কম অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকা এবং জনবল সংকট রয়েছে এমন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় 'কাজ নাই ভাতা নাই' হিসেবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ২০১৪ সাল হতে পেইড ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা এই পর্যন্ত ৪৩১৬ জন পেইড ভলান্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) সেবার তথ্য ও প্রদত্ত সেবার তুলনামূলক চিত্র:

বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় সক্ষম দম্পতি প্রায় ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৫ হাজার (আংশিক সিটি কর্পোরেশনসহ)। এই সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৯ হাজার এবং পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৭৮.৫৬%। ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সেবা প্রদানের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

পদ্ধতির নাম	সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
খাবার বড়ি	১,০৫,৫৩,০৯৬
কনডম	২০,৫৫,৫৮৬
ইনজেকটেবল	৪২,২২,৪৮৮
আইইউডি	৭,৩২,৭০৬
ইমপ্ল্যান্ট	১৩,৯৭,৯৪৪
পুরুষ (স্থায়ী)	৭,৪১,৬০২
মহিলা(স্থায়ী)	২০,৮৫,০৫৯

মেথডমিক্স (Method mix)

পরিবার পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী মোট ৭টি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিদ্যমান। এসকল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা একইরূপ নয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের এমআইএস এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীদের মধ্যে খাবার বড়ি গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ (৪৮.৪৩%) এবং আইইউডি গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বনিম্ন (৩.৪%)। অস্থায়ী পদ্ধতি খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ৭৭.২৭ শতাংশ। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ৯.৭৮ শতাংশ এবং স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ১২.৯৭ শতাংশ। **২০২০-২১** অর্থবছরে অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে মেথডমিক্স (Method mix) এর চিত্র নিম্নরূপ:

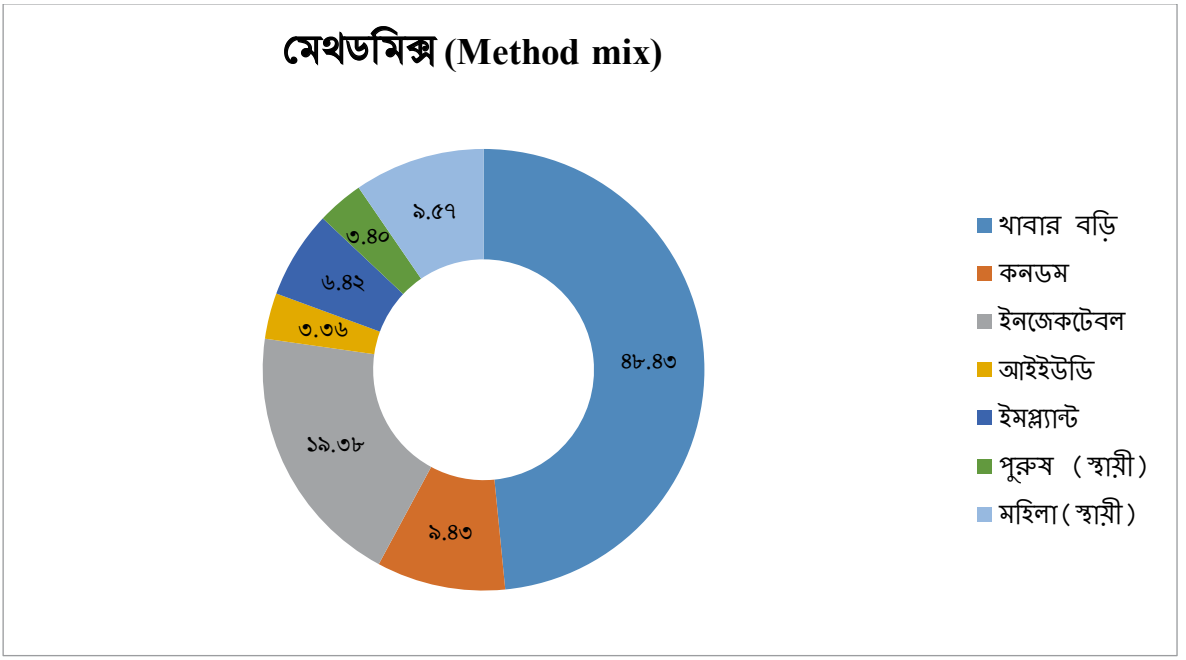

(গ) পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের সংখ্যা

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী মোট ৭ ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সেবা প্রদান করে থাকে। অস্থায়ী পদ্ধতিগুলো হলো- খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন। আইইউডি ও ইমপ্ল্যান্ট দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি। এনএসভি পুরুষের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি এবং টিউবেকটমী মহিলাদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি। এ সকল পদ্ধতির বিগত পাঁচ বছরে সেবা গ্রহণকারী সক্ষম দম্পতির সংখ্যা এবং তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো। অধিকাংশ পদ্ধতির ক্ষেত্রেই গ্রহণকারীর সংখ্যা জুন, ২০২০ এর তুলনায় জুন, ২০২১ এ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পদ্ধতির নাম	জুন ২০১৭ পর্যন্ত	জুন ২০১৮ পর্যন্ত	জুন ২০১৯ পর্যন্ত	জুন ২০২০ পর্যন্ত	জুন ২০২১ পর্যন্ত
খাবার বড়ি	১,০৩,৩৫,৪৪০	১০,৪৩,৮,২৭৯	১,০৪,১০,২২১	১,০৪,৭২,৪৭৩	১,০৫,৫৩,০৯৬
কনডম	১৮,৮৭,৩৭৪	১৯,১৩,২৭৯	২০,০৫,৪০৫	২০,৩৫,৯৮৬	২০,৫৫,৫৮৬
ইনজেকটেবল	৪২,৬৬,২৬৩	৪২,৮০,৯৬৪	৪১,৮৮,০৬৭	৪১,৯৭,১৯৪	৪২,২২,৪৮৮
আইইউডি	৭,৪৬,৫৯৯	৭,৮০,২৮৩	৭,২৩,৭০৭	৭,৩৩,২৫৩	৭,৩২,৭০৬
ইমপ্ল্যান্ট	১০,৯৭,৯৬৮	১২,৬৩,১৪৯	১২,৫০,২২৪	১৩,৪৭,৫৫৪	১৩,৯৭,৯৪৪
পুরুষ (স্থায়ী)	৭,৮৩,০৯০	৮,০৩,৬০৬	৭,৪৬,১২২	৭,৪৫,২১৯	৭,৪১,৬০২
মহিলা(স্থায়ী)	২০,৪৮,২৩৪	২১,০৮,৭৫৬	২০,১৭,৩১৮	২০,৫৭,১২২	২০,৮৫,০৫৯

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

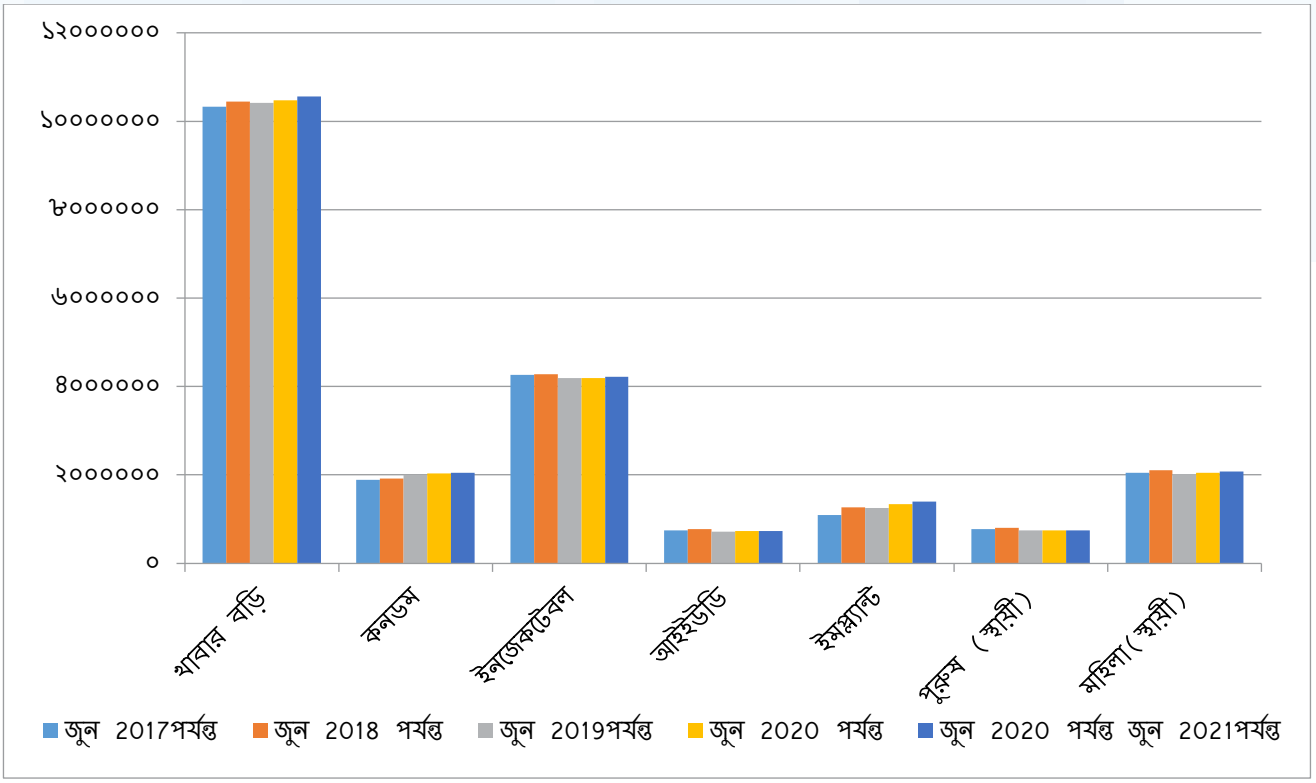

- **প্রসবপূর্ব সেবা:**

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর দেশব্যাপী বিস্তৃত সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মা-শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। বিশেষত: নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণে গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন সময়ে মোট ৪বার প্রসবপূর্ব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিরাজমান কোভিড ১৯ পরিস্থিতির কারণে এই সেবা গ্রহণের হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে প্রদত্ত প্রসবপূর্ব সেবার সংখ্যা ও চিত্র নিম্নরূপ:

সেবার নাম	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯- ২০২০	২০২০- ২০২১
প্রসব পূর্ব সেবা ১	২০৪৮০৭৯	১৯০৩২৬১	২০৯২০৬৬	১৯৩৪০০৭	১৯১২২০৬
প্রসব পূর্ব সেবা ২	১৮৩৬১৩৮	১৭৩০৭০৬	১৮৩৯৩১৪	১৪৭৪২৮২	১৩৯৩৩১২
প্রসব পূর্ব সেবা ৩	১৬০২০৯০	১৫৩৫৬০৬	১৫৬৩৭২৩	১২২৭৩৯৭	১১২২৭৪০
প্রসব পূর্ব সেবা ৪	১৩৩২৯২২	১৩৪৯৪৮০	২২৫২০৫২	১০৬৬২৬৩	৯৫৭৬৭৯

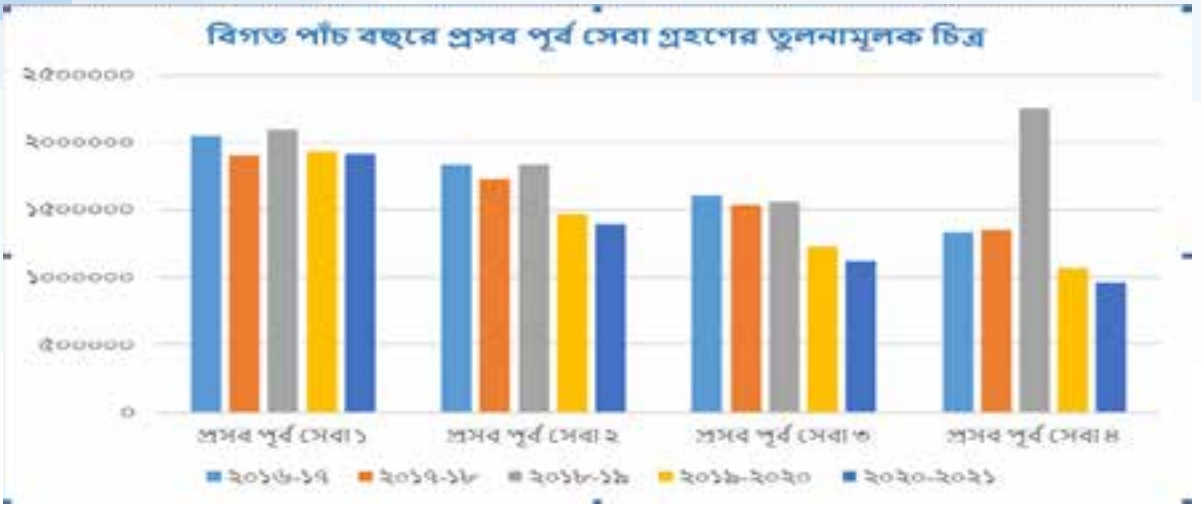

- **স্বাভাবিক ও সিজারিয়ান প্রসব সেবা প্রদান:**

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় পর্যায়ের তিনটি বিশেষায়িত হাসপাতালসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের পুরাতন ৭২টি মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র হতে স্বাভাবিক ও জরুরি প্রসূতিসেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে স্বাভাবিক প্রসব সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও দক্ষ সেবাদানকারীর মাধ্যমে বাড়িতে প্রসবসেবা প্রদান করা হয়। বিগত ৪ বছরের প্রসব সেবার সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাভাবিক প্রসবসেবার পাশাপাশি সিজারিয়ান প্রসবসেবার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বিগত ৪ বছরের প্রসব সেবার সংখ্যা ও চিত্র নিম্নরূপ:

সেবার নাম	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯- ২০২০	২০২০- ২০২১
স্বাভাবিক প্রসব	৩৯৫৫৮৩	৩৮২৮৪৪	৪৬৮৬৯৬	৫৬০৭৮১	৫৩৪৪৬০
সিজারিয়ান প্রসব	৩১৪৮৬৮	৩০৭৭৩৯	৩৯৬২৪৪	৪৯৬০১৪	৪৮২৮৩২
মোট প্রসব	৭১০৪৫১	৬৯০৫৮৩	৮৬৪৯৪০	১০৫৬৭৯৫	১০১৭২৯২

- **প্রসব পরবর্তী সেবা:**

প্রসব পরবর্তী ৬-৮ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নবজাতকের যত্ন নিশ্চিত করার জন্য প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান করা হয়। সচেতনতার অভাবে বাংলাদেশে প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণের হার কম। তবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার কারণে বর্তমানে এই সেবা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১ সালের সংখ্যা ও চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ২০১৯-২০ সালের তুলনায় ২০২০-২১ সালে প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণের হার হ্রাস পেয়েছে।

সেবার নাম	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
প্রসব পরবর্তী সেবা ১	৫৩৪৬৪২	৫৮৬৬১৪	৫৬৮২০৮	৫০৩৬০৭	৪৫৭২৬৪
প্রসব পরবর্তী সেবা ২	৪৭৭৫২৫	৫২৮০০৯	৪৯৪২৫৭	৪৪১১৩১	৪০৫৪৮৩
প্রসব পরবর্তী সেবা ৩	৫৬৯০৬৮	৬৩১২৫১	৫৬৬৮৩২	৪৭৯১৪৪	৪৪১৩৯৪
প্রসব পরবর্তী সেবা ৪	৭৩৩৪০৮	৮৩০১২২	৭২৮০৬৭	৫৭০৬৩৭	৪৮৮৩০১

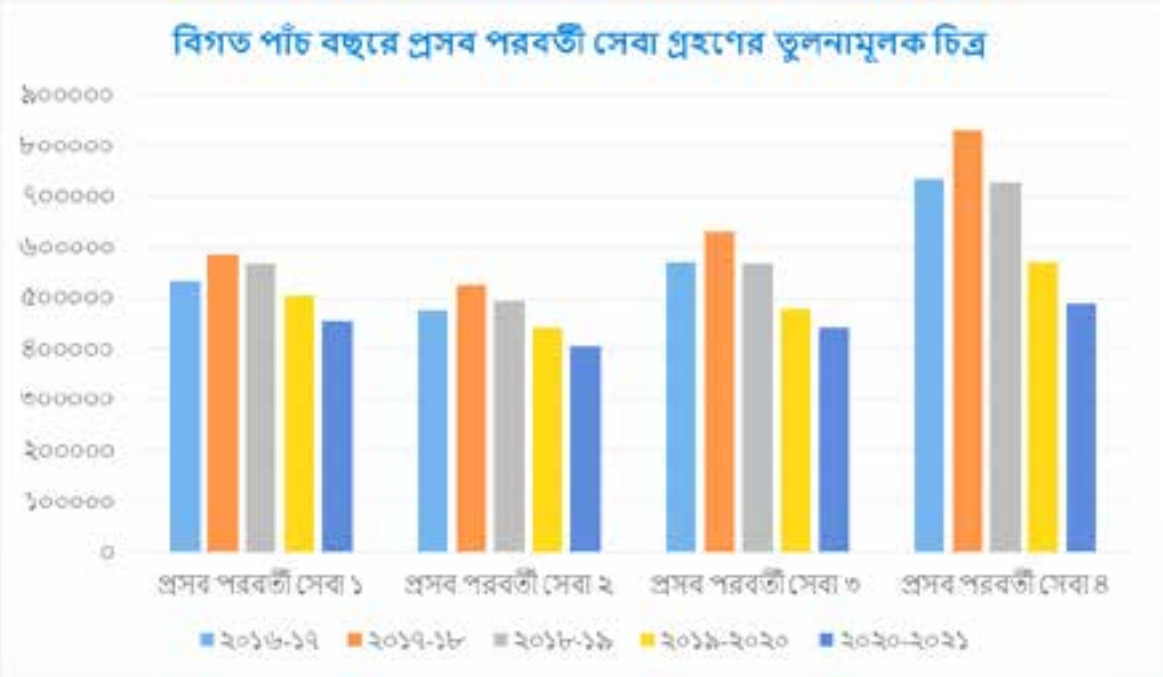

৭.৩ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

সমাজের সকল স্তরের জনগণের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, কিশোর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন: টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল, সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বহুমাত্রিক তথ্য শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

❖ বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ টেলিভিশনে ২৬৪টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ বেতারে ৪৩৭৬টি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে;
- বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে কোভিডকালীন সময়ে মাস্ক পরিধান, গর্ভবতী মা ও বয়স্ক লোকদের করোনা ঝুঁকি ও কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ক সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন ১৩৫৫০ বার প্রচার করা হয়েছে;
- বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা ৩৫০০ বার প্রচার করা হয়েছে;
- বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে টিভি স্ক্রলের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা ০৪ (চার) মাসব্যাপী প্রচার করা হয়েছে;
- এফএম ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য ও কোভিড বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা ৫০০০ বার প্রচার করা হয়েছে;
- প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে এটিএন নিউজ চ্যানেলে জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান 'কানেকটিং বাংলাদেশ' এর ৫০ পর্ব প্রচার করা হয়েছে;
- অডিও-ভিস্যুয়াল ভ্যানের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৬৩১৫ বার সচেতনতামূলক প্রচারণা করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে ৩৩০টি বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত জাতীয় পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে;
- টিভি নাটক, টিভি ম্যাগাজিন নির্মাণ, শিক্ষামূলক বিনোদন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক ১,২৫,০০০টি স্টিকার তৈরি ও মাঠপর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে;
- প্রতি বছরের ন্যায় দেশব্যাপী বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয়েছে;
- ৬-৮ ডিসেম্বর পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য প্রচারের লক্ষ্যে ১০১টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা মা-শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, নবজাতকের যত্ন ও পুষ্টি, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ, কৈশোর প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধি, স্কুল/ মাদ্রাসার শিক্ষক, গার্মেন্টস কর্মী ও বস্তিবাসীদের অংশগ্রহণে ৪৫টি কর্মশালা আয়োজন;
- জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন ফেসবুকে পোস্ট করে সোস্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন পরিচালিত হচ্ছে;

দেশের সকল পর্যায়ের জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের 'সুখী পরিবার' নামক কল সেন্টার ১৬৭৬৭ নম্বর হতে ২৪ ঘন্টা/৭ দিনব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭৫২৭০টি কল গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৭.৪ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে চলমান কর্মসূচি:

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বছরের শুরুতেই পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করায় রাষ্ট্রীয় অনেক কর্মসূচির ন্যায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এর গৃহীত কর্মসূচিসমূহ পরিবর্তিত আকারে পালন করা হচ্ছে;
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটে বঙ্গবন্ধুর ওপর/ তাঁর লিখা বইসহ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১০৭টি গুরুত্বপূর্ণ বই নিয়ে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ উদ্বোধন করা হয়েছে;
- ১৭ মার্চ, ২০২০ হতে এ পর্যন্ত জাতীয় দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন/পালন করা হয়েছে;
- এমসিএইচটিআই, আজিমপুর এবং এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুরসহ জেলা পর্যায়ের মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এ পর্যন্ত ১৪০টি ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার' চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ বছরের মধ্যে সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার' চালু করা হবে;
- সারাদেশের ১১০৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে 'কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্ণার' চালু করা হয়েছে এবং মুজিববর্ষের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরও ১০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে 'কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্ণার' চালু করা হবে;
- ঢাকায় অবস্থিত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর ওপর সেসন আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সদর দপ্তর থেকে মাঠপর্যায় পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর ওপর সেশন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- সকল সেবাকেন্দ্রের ভিতরে দৃশ্যমান জায়গায় জুন-অক্টোবর/২০২০ সময়ে ৬,৬৩২টি বকুল গাছ এবং ১৪,৯২৪টি বিভিন্ন জাতের ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানো হয়েছে;
- জাতীয় পর্যায়ের ৩টি হাসপাতালে সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় রোগীদের সহায়তা করা হয়।
- এছাড়াও ঢাকাস্থ মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার হাসপাতাল (এমএফএসটিসি)-তে সমাজ সেবার মাধ্যমে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের সেলাই মেশিন, কম্বল, শীতবস্ত্র, পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য ও হাসপাতাল ত্যাগকালীন এক মাসের ঔষধ প্যাকেজ সরবরাহ করা হয়েছে। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ কেন্দ্রে জন্ম নেয়া প্রতিটি শিশুকে পোষাক উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে। ব্যাথামুক্ত স্বাভাবিক প্রসবে প্রয়োজনীয় ১৫০০/- টাকার প্যাকেজ দরিদ্রদের জন্য ফ্রি করা হয়েছে। করোনাকালে নিয়মিত রোগী ও স্বজনদের মাস্ক ও সাবান সরবরাহ করা হয়।
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দর্শনভিত্তিক 'ঠিকানা' নামে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। জাতীয় দিবসসমূহে এ প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এভি ভ্যানের মাধ্যমে এবং অধিদপ্তরের বাইরে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়াও হাসপাতালসমূহে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত প্রামাণ্য চিত্রসহ জাতির পিতার বিভিন্ন ভাষণ প্রচার করা হচ্ছে।
- ৬টি জেলাকে ইতোমধ্যে Paperless District হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আরও ১৪টি জেলাকে Paperless District ঘোষণা করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস ২০২১' পালন করা হয়েছে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে নান্দনিক ও তথ্যসমৃদ্ধ স্মরণিকা 'চিরঞ্জীব শেখ মুজিব' এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে (এমএফএসটিসি) বৃক্ষরোপণ করেন মোঃ আলী নূর, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

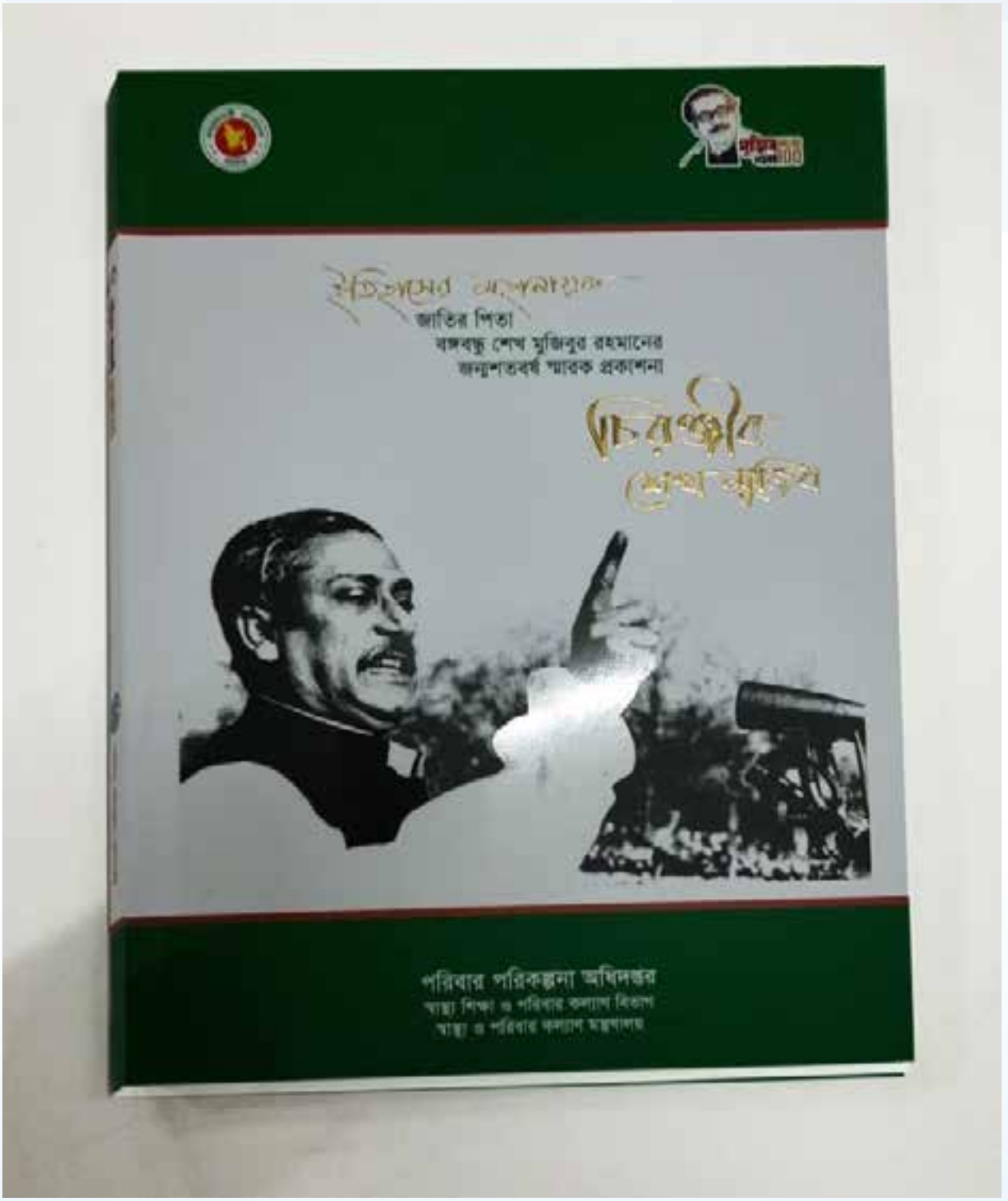

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে নান্দনিক ও তথ্য সমৃদ্ধ স্মরণিকা 'চিরঞ্জীব শেখ মুজিব'

৭.৫ উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল কার্যক্রম:

- বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এর মাধ্যমে প্রদত্ত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত উপজেলা পর্যায়ে সংকলন করে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (সার্ভিস স্ট্যাটিসটিক্স) আপলোড করা হয়;

- সারাদেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং রিপোর্ট জেনারেশনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল করার মানসে উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় ই-রেজিস্টার (EMIS) প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এই ইএমআইএস কর্মসূচির আওতায়, জুন ২০২১ পর্যন্ত সারাদেশে ৭,২৯৩ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী; ১,৮৭৯ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং ২,২৯১ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ট্যাব ব্যবহার করে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন;

- ই-রেজিস্টার কার্যক্রমের আওতায় জুন, ২০২১ পর্যন্ত ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ মানুষের জনমিতিক এবং ৫৯ লক্ষ দম্পতি রেজিস্টারে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; এই কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত টাংগাইল, হবিগঞ্জ, নাটোর, ঝিনাইদহ, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী জেলার পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস সংশ্লিষ্ট সমুদয় কার্যক্রম পেপারলেস হিসেবে ঘোষণা প্রদান করা হয়;

- ডিএইচআইএস-২: ইএমআইএস কর্মসূচির পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট প্রস্তুত এবং উপস্থাপনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিট FP-DHIS ২ (District Health Information System Version ২) নামে একটি সফট্ওয়ার ব্যবহার শুরু করেছে; ইতিমধ্যে ৩৪ টি জেলায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৭.৬ জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয়, সংগ্রহ ও মজুদ পরিস্থিতি

২০২০-২১ অর্থবছরে জিওবি রাজস্ব, জিওবি উন্নয়ন এবং আরপিএ খাতে মোট ৮৯২ কোটি ৬৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ব্যয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও 'এমএসআর' ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মজুদ পরিস্থিতি:
(https://scmpbd.org/index.php/lmis-dashboard হতে প্রাপ্ত চিত্র)

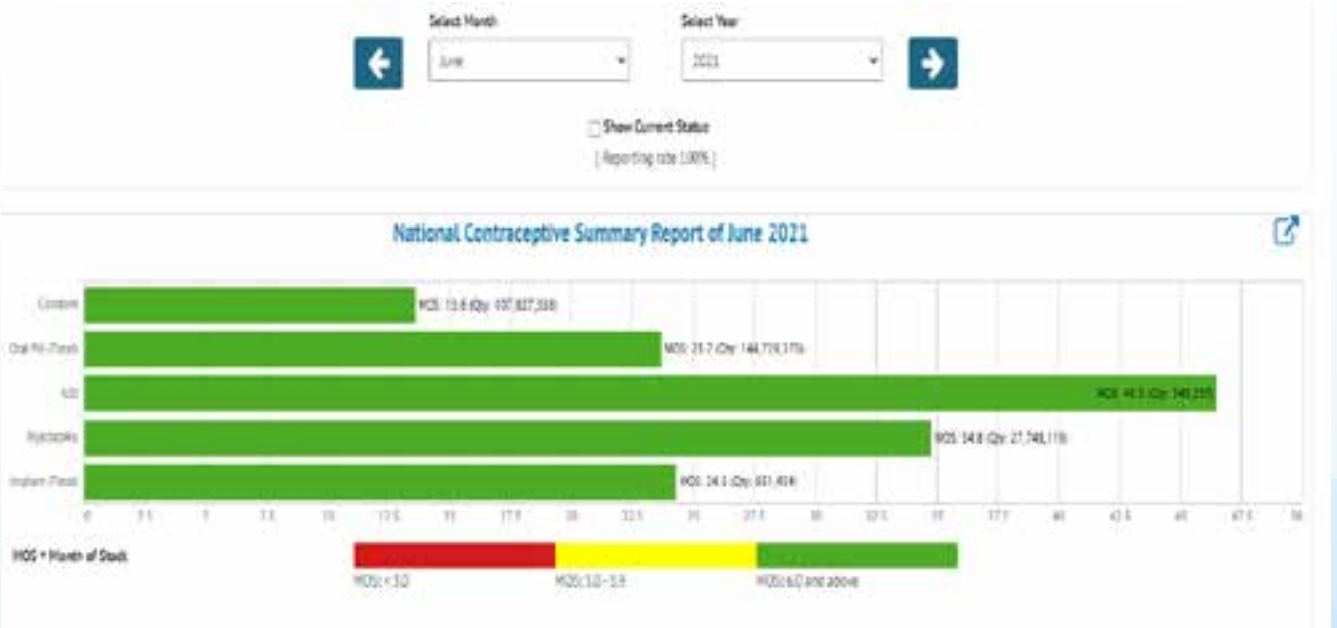

৭.৭ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার

পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির সেবা প্রদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ, ইএমআইএস ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৮টি ইউনিট ও ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ৭৪৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে এবং মোট ১৯,১৯৩ জনকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩৪৯টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে ১২,২৯৩ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

সিনিয়র স্টাফ নার্সদের অরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব আলী নুর, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

৭.৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা' বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক) শূন্যপদ পূরণ-

- পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ক্যাডার)'র ১৮৪টি শূন্য পদ (৪১তম বিসিএস এর মাধ্যমে ১৭৩টি, ৪৩ম বিসিএস এর মাধ্যমে ৫টি এবং ৪৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৬টি) পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১০ শয্যা বিশিষ্ট ১৫৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের জন্য সৃজিত ৩১৮টি পদসহ মেডিক্যাল অফিসার এর ৬২৬টি শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে ১৬ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগকৃতদের মধ্যে ১৩ জন যোগদান করেছেন।
- সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এর ১টি পদ এবং বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার এর ১টি সহ মোট ২টি পদ পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ৯৯টি শূন্য পদ পূরণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে ৪(চার) জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- সিনিয়র স্টাফ নার্স এর ৮৮টি শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১১-২০ গ্রেডের ৮৩৩৫টি পদের মধ্যে সদর দপ্তর পর্যায়ে নিয়োগযোগ্য ২৬৪২টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে এবং ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৯টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে লিখিত পরীক্ষা বিলম্বিত হচ্ছে।

জেলা পর্যায়ে নিয়োগযোগ্য ৫৩৬৮টি পদের মধ্যে ৩টি পার্বত্য জেলায় ৭৯টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম পার্বত্য জেলা কর্তৃক সম্পন্ন হবে। ৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১টি জেলায় ৫২৮৯টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৬৬টি জেলায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। অবশিষ্ট জেলাগুলোতে ১৫/০৯/২০২১ তারিখের মধ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হবে।

- দূর্গম এলাকা, সাবেক ছিটমহল, কম অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকা এবং জনবল সংকট রয়েছে এমন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় **'কাজ নাই ভাতা নাই'** হিসেবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ২০১৪ সাল হতে পেইড ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে। এই পর্যন্ত ৪৩১৬ জনকে পেইড ভলান্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

খ) সেবা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উন্নয়ন তহবিল গঠন

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, এমএফটিসি, মোহাম্মদপুর এবং এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,২২,৯৫,৩১৯ টাকা আয় হয়েছে।

গ) স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা উপখাত দু'টির কার্যক্রম আরও সমন্বিত ও সম্পূরক করা

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে সমন্বিতভাবে মাঠ পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে:
- পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সকল দিবস এবং সপ্তাহসমূহ যৌথভাবে পালন করা হচ্ছে;
- সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারীদের সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ যৌথভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহ ইপিআই কেন্দ্রসমূহ হতে একই স্থানে যৌথভাবে আয়োজন এবং স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা যৌথভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন;
- কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ থেকে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ সপ্তাহে ৩ (তিন) দিন সরাসরি সেবা প্রদান করছেন;
- উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় এবং এমসিএইচ ইউনিট হতে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা-শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং মাঠ পর্যায়ে নরমাল ডেলিভারী সেবা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মহিলা স্বাস্থ্য সহকারীদের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারীদের ৬ (মাস) মেয়াদী 'কমিউনিটি স্কিলড বার্থ এ্যাটেনডেন্ট (সিএসবিএ)' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জেলা পর্যায়ে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকল্পে প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ঘাটতি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে সেবা বিনিময়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে;
- মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের চিকিৎসক, প্যারামেডিক্সসহ সকল পর্যায়ের কর্মীগণ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

ঘ) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংগীকার হিসেবে চিকিৎসা তথ্য প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সেবা আধুনিকীকরণ (e-Health)

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ e-Tool kits ব্যবহার করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক সেবা ও তথ্য প্রদান এবং উদ্বুদ্ধকরণ করছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর চাহিদা নিরূপণ এবং সরবরাহ প্রদান সংক্রান্ত

তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য Web Based Software ব্যবহার করা হচ্ছে। তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য **'সুখী পরিবার'** নামক ২৪ ঘন্টা/৭ দিন কল সেন্টার (নম্বর: ১৬৭৬৭) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। EMIS এর মাধ্যমে সেবা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

- জাতীয় পর্যায়ে ৩টি প্রতিষ্ঠানে (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা ও এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এবং এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) নবজাতকের নিবিড় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্ক্যানু (SCANU) স্থাপন করা হয়েছে।
- ডিসেম্বর ২০১৯ হতে মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে Painless delivery সার্ভিস চালু করা হয়েছে এবং জুন ২১ পর্যন্ত ১৬৬ জনকে Painless Normal Delivery (ব্যথামুক্ত স্বাভাবিক প্রসব) করা হয়েছে।

ঙ) সকল স্তরের হাসপাতালে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করা

- অধিদপ্তর ও জাতীয় পর্যায়ের তিনটি হাসপাতালে (মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান', আজিমপুর, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর) বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

চ) হাসপাতালসমূহে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ উপযোগী মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করা

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন 'মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান', আজিমপুর-এ ২০১৫ সাল হতে, মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এ ২০১৬ সাল হতে এবং নবপ্রতিষ্ঠিত মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর -এ জুলাই ২০১৯ হতে **'প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন'** নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়।

ছ) নতুন করে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় থেকেই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ

- নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

৭.৯ বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার 'দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম

- মা-শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে নিরাপদ প্রসবসেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং দক্ষ সেবাদানকারীর মাধ্যমে প্রসব সেবার হার বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবা গ্রহিতাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- স্কুলভিত্তিক এডোলেসেন্ট স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা করার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান ছিল। তবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এ কার্যক্রম আপাতত স্থগিত রয়েছে;
- কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক তথ্য প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে।
- Comprehensive Newborn Care Package (CNCP) এর মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৫২টি অফিস ও সেবা প্রতিষ্ঠানে গত অর্থবছরে WiFi নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে;

- বিশেষায়িত হাসপাতাল এর সেবা অটোমেশন ও upgradation করা হচ্ছে;
- অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহার করে 'মাসিক সার্ভিস স্ট্যাটিসটিক্স প্রতিবেদন' এবং 'মাসিক লজিস্টিক্স প্রতিবেদন' প্রকাশ করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে District Health Information System2 (DHIS2) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- দাপ্তরিক কাজে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে ই-রেজিস্টার চালু করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dgfp.gov.bd) হালনাগাদ রয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের নাগরিক সেবা সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে;
- নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থাপনাসমূহের ইলেকট্রনিক ডেটাবেইজ সমৃদ্ধ HRIS Software চালু করা হচ্ছে;
- দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনে ই-নথি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত নাগরিক সমস্যা সমাধান ও দাপ্তরিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ফেসবুক পেজ ''Family Planning-সুখের সোপান'' sukhersopan@facebook.com চালু করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিদ্যমান Data Centre-কে Upgrade করা হয়েছে;
- সেবা কেন্দ্রে আইসিটি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- Local Area Network (LAN) সহ Broad Band ইন্টারনেট এবং WiFi নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে;

৭.১০ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত সফলতা

ক) জনমিতিক সূচকে অর্জিত সাফল্য (২০২০-২০২১)

- বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৩৭% হয়েছে (BSVS-2020), ২০০৪ সালে ছিল ১.৪৩% (BDHS-2004);
- বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ৬৩.৯%, যা ২০০৮ সালে ছিল ৫২.৬% (BSVS-2020);
- দেশে মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা বা Total Fertility Rate (TFR) হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২.০৪ হয়েছে (BSVS-2020), যা ২০০৮ সালে ছিল ২.৩ (BSVS-2020) ;
- প্রতি এক হাজার জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১.৬৩ হয়েছে (BSVS-2020), যা ২০০৮ সালে ছিল ৩.৪৮ (BSVS-2020);
- নবজাতকের মৃত্যু হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৫ হয়েছে (BSVS-2020), যা ২০০৮ সালে ছিল প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩১ (BSVS-2020) ;

- ০-১ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২১ হয়েছে (BSVS-2020), যা ২০০৮ সালে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৪১ জন ছিল (BSVS-2020);
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ২০০৭ সালের ১৬.৮% (BDHS-2007) থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সালে ১২% হয়েছে, তারপর থেকে এই হার স্থিতিশীল রয়েছে (BDHS-2017-18)।

তথ্যসূত্র:

- Bangladesh Sample Vital Statistics (BSVS) 2020
- Bangladesh Demographic and Health Survey(BDHS) 2017-18
- Bangladesh Demographic and Health Survey(BDHS) 2007
- Bangladesh Demographic and Health Survey(BDHS) 2004
- Service Statistics of DGFP from https://dgfpmis.org/ss/ss_menu9.php

খ) উল্লেখযোগ্য অর্জন:

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার বৃদ্ধির জন্য সারা দেশে ১, ৯৫৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ২৩৪টি ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪/৭ ঘন্টা নিরাপদ প্রসব সেবা চালু করা হয়েছে;

- ৯৬ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ৭১টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে জরুরি প্রসূতি সেবা চালু করা হয়েছে;
- কিশোর-কিশোরীদের মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১১০৩টি সেবা কেন্দ্রে Adolescent Friendly Health Corner (AFHC) খোলা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে;

জনপ্রশাসন পদক ২০২০ অর্জন:

'মাতৃমৃত্যুমুক্ত কাপাসিয়া মডেল' এ 'গর্ভবতীর আয়না' ও 'গর্ভবতীর গয়না' নামে Smart MCH Service Management Software ব্যবহারের জন্য এবং জনাব মো: আব্দুর রহিম উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর জাতীয় পর্যায়ে দলগতভাবে জনাব এস এম তরিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, গাজীপুর; জনাব লাজু শামসাদ হক, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, গাজীপুর; জনাব মোসাঃ ইসমত আরা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাপাসিয়া, গাজীপুর এবং জনাব ডাঃ মোঃ আব্দুস সালাম সরকার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ,কাপাসিয়া, গাজীপুর "জনপ্রশাসন পদক-২০২০" অর্জন করেছেন;

AAAH Recognition 2020:

- Medical Doctor ক্যাটাগরীতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিচালক (এমসিএইচ) / লাইন-ডাইরেক্টর (এমসিআরএএইচ) ডা. মোহাম্মদ শরীফ The Asia Pacific Action Alliance on Human (AAAH) Resources for Health Recognition ২০২০ শীর্ষক আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে গত ১১মে, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) উপস্থাপিত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৩টি উদ্যোগ (দুর্গাপুর ইউনিয়নে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা নিশ্চিতকরণ, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক পোশাক কারখানায় স্যাটেলাইট কর্নার স্থাপন এবং সেবা প্রদান ও

বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি রেপ্লিকেশন করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

- ই-রেজিস্টার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত ৬টি জেলার (টাংগাইল, হবিগঞ্জ, নাটোর, ঝিনাইদহ, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস সংশ্লিষ্ট সমুদয় কার্যক্রম পেপারলেস হিসেবে ঘোষণা প্রদান করা হয়।

- দেশের সকল পর্যায়ের জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের 'সুখী পরিবার' নামক কল সেন্টার ১৬৭৬৭ নম্বর হতে ২৪ ঘন্টা/৭ দিনব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭৫২৭০টি কল গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে;

- ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট NCT প্যাকেজের ৯৫.১২% ইজিপির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০২২ সালের মধ্যে NCT প্যাকেজের ১০০% ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপিতে সম্পাদিত হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৭.১১ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও লক্ষ্যসমূহ

ক) ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

- পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণের হার ৬৩.৪% (BSVS 2019), যা চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচীর মাধ্যমে ২০২২ সাল নাগাদ ৭৫% এ উন্নীত করতে হবে;
- পরিবার পরিকল্পনায় স্থায়ী, অস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণের হার পুরুষের তুলনায় বেশি। এক্ষেত্রে অস্থায়ী ও স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে;
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার (Unmet need) বর্তমানে ১২ শতাংশ (BDHS-2017-18), যা ২০২২ সাল নাগাদ ১০% এ নামিয়ে আনতে হবে;
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার ছেড়ে দেয়ার (discontinue) হার এখন ৩৭ শতাংশ (BDHS-2017-18), যা ২০২২ সাল নাগাদ ২০% এ নামিয়ে আনতে হবে;
- সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে মোট প্রজনন হার অন্যান্য বিভাগের চেয়ে এখনও বেশি এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার (CPR) অনেক কম। চট্টগ্রাম বিভাগে CPR ৫৫% এবং সিলেটে ৪৭% (BSVS 2019)। ২০২২ সালের মধ্যে এ দু'টি বিভাগে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৬০% (BDHS-2017-18) এ উন্নীত করতে হবে;
- মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়ে বর্তমানে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১.৬৫ হয়েছে (BSVS- 2019); যা এখনও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম;
- দুর্গম এলাকা বিশেষত: হাওড়, বাঁওড়, বিল, চর, পার্বত্য ও উপকূলীয় এলাকার জনগণের নিকট পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করতে হবে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন সকল সেবাকেন্দ্রে ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
- সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে ৫০% শতাংশ মায়ের প্রসব সেবা প্রতিষ্ঠানে সম্পন্ন হওয়ার হার বৃদ্ধি করতে হবে। (BDHS-2017-18);
- মাত্র ১৮ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা মানসম্মত গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সেবা গ্রহণ করতে পারেন (BDHS 2017-18);
- বাল্যবিয়ে এখনও একটি বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার আইনগত বিধান থাকলেও ৫৯ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই (BDHS-2017-18);
- ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের ২৮% ১ম অথবা ২য় বারের মতো গর্ভবতী হন (BDHS-2017-18);
- ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার মাত্র ৫৩.৬% (BSVS- 2019);

- সিটি কর্পোরেশনসমূহে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় না বিধায় দেশের অন্যান্য এলাকার কার্যক্রমের সাথে সমরূপতা (uniformity) নির্ণয় করা যায় না;
- সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, শহর, গ্রাম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এর মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিবার কল্যাণ সহকারীদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পদই শূন্য। এর ফলে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারীকে একাধিক ইউনিটের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে এবং পূর্বনির্ধারিত ৫০০ দম্পতির স্থলে ১৫০০-২০০০ বা তারও বেশী দম্পতি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এছাড়াও পূর্বে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারী একটি ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডে সেবা প্রদান করতেন, এখন একই কর্মী একটি ইউনিয়নের তিনটি ওয়ার্ডে সেবা প্রদান করছেন। ফলে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারীর পক্ষে সম্পূর্ণ কর্ম এলাকায় সেবা প্রদান কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে;

খ) ভবিষ্যত লক্ষ্যসমূহ

- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহারের হার (CPR) বর্তমানে ৬৩.৯% (BSVS-২০২০) ২০২২ সাল নাগাদ এই হার ৭৫% এ উন্নীত করা;
- নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন চট্টগ্রাম বিভাগে সিপিআর ৫৩.৯% এবং সিলেটে ৫২.৭% (BSVS-২০২০)। ২০২২ সালের মধ্যে এই হার ৬০% এ উন্নীত করা;
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর ১২ মাস পূর্ণ হওয়ার আগে পদ্ধতি ছেড়ে দেয়ার (discontinue) হার ৩৭%। এই হার ২০২২ সালের মধ্যে ২০% এ নামিয়ে আনা;
- সক্ষম দম্পতিসমূহের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) বর্তমানে ১২%। এই হার ২০২২ সালের মধ্যে ১০%এ নামিয়ে আনা;
- সিটি কর্পোরেশনসমূহে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য এলাকার কার্যক্রমের সাথে সমরূপতা আনয়ন করা;
- ছিটমহলসমূহে বর্তমানে পরিচালিত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ইউনিটভিত্তিক বিভাজনপূর্বক সম্প্রসারণ;
- বর্তমান সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল ধরনের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও কার্যক্রম সম্পাদন নিশ্চিতকরণ;
- মাতৃমৃত্যুর বর্তমান হার ১.৬৩ (BSVS- ২০২০) ২০৩০ সালের মধ্যে ৭০ এর নীচে নামিয়ে আনা;
- পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২৫ জনে নামিয়ে আনা;
- নবজাতকের মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১২ জনে নামিয়ে আনা;
- ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা সম্প্রসারণপূর্বক দক্ষ সেবাদানকারীর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার বৃদ্ধি করা;
- ২০২২ সালের মাঝে সমগ্র বাংলাদেশে eMIS কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ২০২২ সালের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে DHIS2 কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিম্নপর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে এনজিওসমূহের নিবন্ধন কার্যক্রম ডিজিটালকরণ।

৭.১২ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের ২০২০-২১ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি:

ক্র. নং	অপারেশনাল প্ল্যান/প্রকল্পের নাম	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	অর্থছাড় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	এডিপির বিপরীতে অগ্রগতি (%) (লক্ষ টাকায়)	অর্থছাড়ের বিপরীতে অগ্রগতি (%) (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম (এফপি-এফএসডিপি)	৫১০০০.০০	৫০৬৭৩.২৬	৪৯৪০৩.৯৭	৯৬.৮৭	৯৭.৫০	• ৭টি ওপির মোট বাজেট ১১১৫০৯.০০লক্ষ টাকা। • অর্থ ছাড় হয়েছে ১০৯৮০৭.৪৩লক্ষ টাকা। • ব্যয় হয়েছে ১০২২০৬.২৮লক্ষ টাকা। • এডিপি'র বিপরীতে অগ্রগতি ৯১.৬৬% • অর্থ ছাড়ের বিপরীতে অগ্রগতি ৯৩.০৮%। • কেভিড-১৯ এর কারণে কিছু কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে, বিশেষ করে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা ভার্চুয়ালী অনুষ্ঠিত হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তাই এ সংশ্লিষ্ট ওপি'র অগ্রগতি কম হয়েছে।
২	ম্যাটারন্যাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ (এমসিআরএএইচ)	২৬৪০০.০০	২৬৪০০.০০	২৪৮৯৭.৪৪	৯৪.৩১	৯৪.৩১	
৩	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম (সিসিএসডিপি)	২২৪৩০.০০	২১৯৫১.২২	১৯৪৭৬.০১	৮৬.৮৩	৮৮.৭২	
৪	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)	২৯৫৯.০০	২৯৫৯.০০	২২০৯.৬৮	৭৪.৬৮	৭৪.৬৮	
৫	প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট (পিএসএসএম)	৩৩২৫.০০	৩২৭২.৫০	২৭০০.১৬	৮১.২১	৮২.৫১	
৬	প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (পিএমই)	৩৩৩.০০	২৮৩.৫০	১৮১.২৭	৫৪.৪৪	৬৩.৯৪	
৭	ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কম্যুনিকেশন (আইইসি)	৫০৬২.০০	৪২৬৭.৯৫	৩৩৩৭.৭৫	৬৫.৯৪	৭৮.২০	
	মোট ৭টি ওপি	১১১৫০৯.০০	১০৯৮০৭.৪৩	১০২২০৬.২৮	৯১.৬৬	৯৩.০৮	

৮. জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)

৮.১ সার্বিক কার্যক্রম

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন তথা মাঠপর্যায়ে গুণগত সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং উপজেলা কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, প্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিপোর্ট নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। সেবার মান উন্নয়ন ও কর্মসূচি মূল্যায়নের জন্য সূচকসমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিত গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনাও নিপোর্টের অন্যতম কাজ। এ লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে নিপোর্টের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা শহরে ১৪টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীন ১টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইস্টিটিউট (FWVTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২১টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুণগত সেবা প্রদানের নিমিত্ত দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে নিপোর্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ১১ টি RPTI, ১ টি FWVTI ও ২০ টি RTC-এর মাধ্যমে মোট ১৩,১২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুরক্ষা, সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ওরিয়েন্টেশন, কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা, নব-নির্বাচিত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের (FWV) মৌলিক প্রশিক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা, শিষ্ঠাচার ও নৈতিকতা ইত্যাদি।

সেবার মান উন্নয়ন ও কর্মসূচি মূল্যায়ন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচকসমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদানের জন্য গবেষণা করা নিপোর্টের অন্যতম কাজ। গবেষণালব্ধ তথ্য সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে থাকে। এ সকল গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের নীতি-নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৮.২ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কাঠামো

নিপোর্টের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ৩টি পরিচালনা বিভাগ রয়েছে; যথা- প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা। মহাপরিচালক নিপোর্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহযোগিতা করেন পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (গবেষণা)।

প্রশাসনিক কাজ যেমন- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, বেতন-ভাতাদি, টাইমস্কেল প্রদান, সিলেকশন গ্রেড প্রদান, পদায়ন, প্রেষণ, সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলী, বাজেট প্রণয়ন-সহ সকল প্রশাসনিক কার্যক্রমের মনিটরিং ও সুপারভিশন প্রশাসন বিভাগ হতে পরিচালক (প্রশাসন) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে কর্মরত সেবা প্রদানকারীদের মাতৃস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে নিপোর্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও কারিকুলাম প্রণয়ন প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান কাজ। প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান পরিচালক (প্রশিক্ষণ)'কে সহায়তার জন্য ১ জন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, ২ জন উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), ৫ জন উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, ১ জন অডিওভিজুয়াল স্পেশালিস্ট, ৪ জন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), ৫ জন প্রশিক্ষক রয়েছেন। RPTI পর্যায়ে ১ জন অধ্যক্ষ, ১ জন প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান), ১ জন প্রভাষক (মেডিকেল), ১ জন প্রভাষক (নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি). ৪ জন ফিল্ড ট্রেইনার রয়েছেন, ২ জন নার্স মিডওয়াইফ এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (RTC) ১ জন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন হোমইকোনমিস্ট, ১ জন প্রভাষক (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা) ও ১ জন সহকারী প্রশিক্ষক রয়েছেন। তাছাড়া, প্রতিটি RPTI ও RTC-তে নিজ নিজ এলাকার মেডিকেল কলেজের

অধ্যাপক, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), বিভাগীয় পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), সিভিল সার্জন, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং অন্যান্য প্রফেশনাল ও নন-প্রফেশনাল কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে রিসোর্স পারসন পুল রয়েছে। তাঁরা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় ভূমিকা রাখেন। মহাপরিচালক প্রধান নির্বাহী হিসেবে এ সকল কার্যক্রম তদারক ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণা বিভাগের প্রধান পরিচালক (গবেষণা) রয়েছেন। তাঁর অধীনে ২ জন উর্ধ্বতন গবেষণা সহযোগী, ১ জন মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, ২ জন গবেষণা সহযোগী, ২ জন পরিসংখ্যানবিদ, ১ জন গ্রন্থাগারিক ও ১ জন ডকুমেন্টেশন অফিসার রয়েছেন। তাঁরা সকলেই গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকেন।

নিপোর্ট ও এর আওতধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের বিগত ০৫ অর্থবছরের পরিচালন বাজেটের বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

অর্থবছর	বরাদ্দ (হাজার টাকায়)	খরচ (হাজার টাকায়)	ব্যয়ের হার
২০১৬-১৭	৪৭৩৯১৭	৪৪৬১৭২	৯৪.১৪
২০১৭-১৮	৫৭৯৬৬৩	৫৪২৮৯৭	৯৩.৬৫
২০১৮-১৯	৫১১২৭৫	৪১২৬১১	৮০.৭০
২০১৯-২০	৫৬৭০১০	৩৫৩২১২	৬২.২৯
২০২০-২১	৬৫১৮৭২	৪৩৩১০৪	৬৬.৪৪

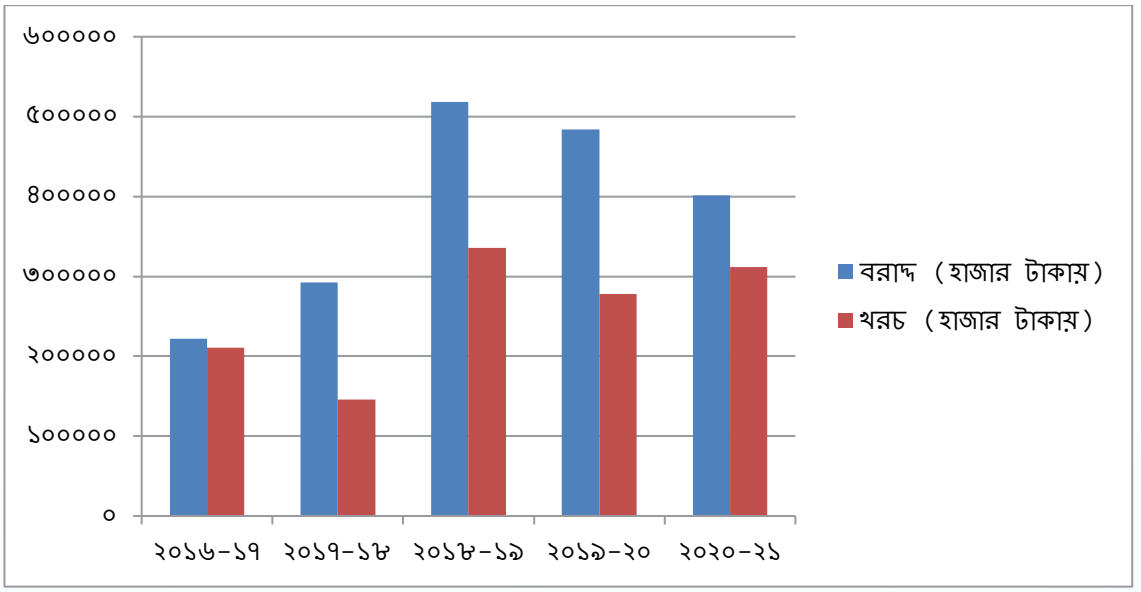

নিপোর্টের আওতাধীন Training Research and Development (TRD) শীর্ষক প্রকল্পের বিগত ০৫ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দ ও খরচের তুলনামূলক চিত্র

অর্থবছর	বরাদ্দ (হাজার টাকায়)	খরচ (হাজার টাকায়)	ব্যয়ের হার
২০১৬-১৭	২২২০০০	২১০৩৪৪	৯৪.৭৪
২০১৭-১৮	২৯২৬০০	১৪৫৬৯৯	৪৯.৭৯
২০১৮-১৯	৫১৮০০০	৩৩৬০৬১	৬৪.৮৭
২০১৯-২০	৪৮৩৮০০	২৭৮২৪৪	৫৭.৫১
২০২০-২১	৪০১৭০০	৩১১৭৯২	৭৭.৬১

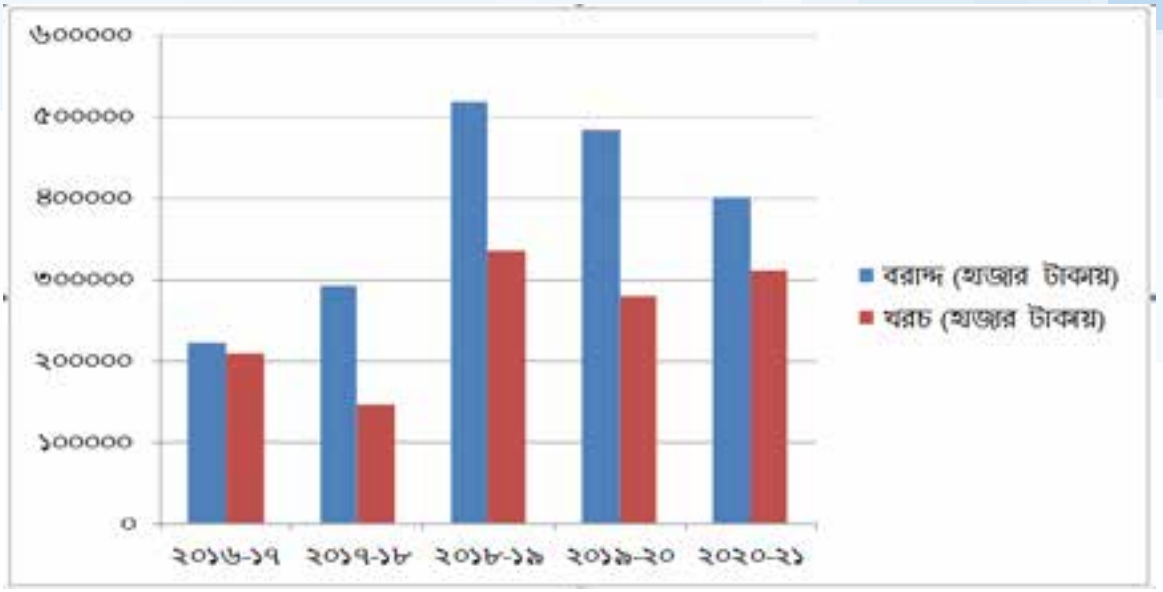

৮.৩ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

- নিপোর্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিক, মাঠপর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি কর্মসূচি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে যা ভবিষ্যতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট(Sustainable Development Goals) অর্জনেও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।
- ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির (4th HPNSP) অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যান অন্যতম মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে এ গুরুত্বপুর্ণ অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিপোর্ট-এর উপর ন্যস্ত। দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিপোর্ট এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আন্তরিকতা ও সফলতার সাথে পালন করে আসছে।
- বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে ১৭ ব্যাচে ৪ ধরনের প্রশিক্ষণ-এ মোট ৩০৩ জনকে, ১১টি RPTI, ১টি FWVTI -তে ১০ ধরনের প্রশিক্ষণে ৩০৪ ব্যাচে মোট ৫,৮২৭ জনকে ও ২০ টি RTC-তে ৮ ধরনের প্রশিক্ষণে ৩০৯ ব্যাচে মোট ৬,৯৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২০-২০২১অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ক্রমিক	ইনস্টিটিউট	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের শতকরা হার
১.	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	৩১৮ জন	৩০৩ জন	৯৫.৩
২.	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৬,০৬৮ জন	৫,৮২৭ জন	৯৬
৩.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (RTC)	৭,৭০০ জন	৬,৬৯০ জন	৯০.৭৮
	মোট:	১৪,০,৮৬জন	১৩,১২০ জন	৯৩.১৪

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুরক্ষা বিষয়ক কারিকুলাম প্রণয়ন কর্মশালা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নিপোর্ট এবং এর মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনায় শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অটিস্টিক এবং পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠি এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) সমূহে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুরক্ষা বিষয়ক দু'দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদানের লক্ষ্যে কারিকুলাম প্রণয়ন সংক্রান্ত এক দিনের কর্মশালা ৪ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি. তারিখে নিপোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, এনডিডি ট্রাস্ট, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, RPTI, FWVTI-এর প্রতিনিধি এবং নিপোর্টের অনুষদবর্গ রিসোর্স পারসন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুরক্ষা বিষয়ক মডিউলের উপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নিপোর্ট এবং এর অধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনায় শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অটিস্টিক এবং পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠি এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই)-সমূহে সমাজসেবা বিভাগের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুরক্ষা বিষয়ক দু'দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদানের জন্য একটি মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। মডিউলটির মাধ্যমে ওরিয়েন্টেশন বাস্তবায়নের জন্য ৫-৬ জানুয়ারি ২০২১ নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ বিভাগের অনুষদ সদস্য এবং ১১টি RPTI ও ঢাকা FWVTI-এর অধ্যক্ষগণ ও সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক সমাজসেবা, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার-সহ মোট ৩০ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) গ্রহণ করেন।
দু'দিনের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ এবং প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০টি সেশনে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক বঙ্গবন্ধু চেয়ার বিইউপি, এনডিডি ট্রাস্টের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ডা. মো. গোলাম রব্বানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর-এর সহকারী অধ্যাপক ড. অসীম দাস, প্রভাষক জনাব রায়হান আরা জামান এবং এনডিডিও অটিজমশাখা, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব শবনম মুস্তারী রিক্তা বিভিন্ন সেশনে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

গ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুরক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে নিপোর্ট এর অধীন ১১টি RPTI ও ১টি FWVTI-এ ২৪০ জন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, অটিস্টিক, পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী এবং তাদের অভিভাবকদের সমাজসেবা অধিদপ্তর-এর সহযোগিতায় নিপোর্টের নিজস্ব প্রণয়নকৃত মডিউলের মাধ্যমে ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি.তারিখে দু'দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। ওরিয়েন্টেশনে প্রতিবন্ধিতার কারণ, প্রতিরোধের উপায়, নিরাপদ মাতৃত্ব এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি সেবাপ্রাপ্তির উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা বিষয়ক কারিকুলাম প্রণয়ন কর্মশালা

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি সেক্টরের সেবা প্রদানকারীদের কোভিড-১৯ এর প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করার জন্য নিপোর্ট থেকে "কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা" বিষয়ক কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.৪ কারিকুলাম হালনাগাদকরণ ও মুদ্রণ

নিপোর্টের নিজস্ব কারিকুলাম এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও অন্যান্য অধিদপ্তর/দপ্তরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী ও মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কারিকুলাম হালনাগাদগকরণ/রিভিউ একটি চলমান প্রক্রিয়া। কর্মসূচির চাহিদা অনুযায়ী নতুন তথ্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট (সাধারণত ৩-৫ বছর অন্তর) সময়ের ব্যবধানে নিপোর্টের বিদ্যমান কারিকুলামসমূহ হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি কারিকুলাম হালনাগাদ করার জন্য একটি টেকনিক্যাল কমিটি ও একটি হালনাগাদ/রিভিউ/প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। টেকনিক্যাল কমিটি কারিকুলাম হালনাগাদকরণের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা এবং হালনাগাদকৃত কারিকুলামের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে থাকে। হালনাগাদ/রিভিউ প্রণয়ন কমিটি নতুন তথ্য সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধনের মাধ্যমে কারিকুলামসমূহ হালনাগাদ/প্রণয়ন করে থাকে। গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে "কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা","প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুরক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কারিকুলাম" এবং 'দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক ৩টি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত ২টি কারিকুলাম মুদ্রণ করা হয়েছেঃ

মুদ্রণকৃত ২টি কারিকুলাম:

ক্রমিক	কারিকুলামের শিরোনাম
১।	শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং শিশু অধিকার
২।	দলগত প্রশিক্ষণ

কারিকুলাম দুটি স্বাস্থ্য , জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রণয়ন করা হয়।

হালনাগাদকৃত ২টি কারিকুলাম:

ক্রমিক	কারিকুলামের শিরোনাম
১।	অফিস ব্যবস্থাপনা
২।	শৃঙ্খলা, শিষ্ঠাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

হালনাগাদকৃত কারিকুলাম দুটি মন্ত্রণালয় এর অধীন বিভাগ, দপ্তর,অধিদপ্তর,পরিদপ্তরে স্বাস্থ্য , জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে কর্মরত ১১-২০ গ্রেডের সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুতকৃত।

৮.৫ গবেষণা কার্যক্রম

জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা এবং কর্মসূচির অগ্রগতির অবস্থা নির্ধারণের জন্য নীতি নির্ধারক, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এবং পেশাজীবিদের তথ্যের মূল উৎস হিসেবে নিপোর্ট পরিচালিত গবেষণা ও সার্ভের তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির প্রশিক্ষণ গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD)অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নিপোর্ট নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (BDHS), ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে (UESD), বাংলাদেশ আরবান হেলথ সার্ভে (BUHS), বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে (BHFS) এবং বাংলাদেশ মেটারনাল মর্টালিটি এন্ড হেলথ কেয়ার সার্ভে (BMMS)-সহ জনসংখ্যা, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/ সার্ভে পরিচালনা করে আসছে। নিপোর্ট বিভিন্ন গবেষণা এবং সার্ভের মাধ্যমে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষভাবে নিপোর্ট গবেষণার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচকসমূহ মনিটর করা, জনমিতিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক (আপডেটেড) তথ্য প্রকাশ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যু, মা ও

শিশুর অপুষ্টি, ফার্টিলিটি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও তা নীতি নির্ধারকদের সরবরাহ করে থাকে।

উদ্দেশ্য: সরকার কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে সহায়তা করার জন্য প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করা নিপোর্টের গবেষণা কার্যক্রমের মূখ্য উদ্দেশ্য। তাছাড়া, নিপোর্ট নিয়মিতভাবে উল্লিখিত কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, কর্মসূচির মূল্যায়ন ও জনমিতিক এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় হালনাগাদ তথ্য প্রদান করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করে থাকে।

নিপোর্ট সাধারণত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে:

- Program focused/health system strengthening
- Population, demographic and development issues
- Training/human resource related
- Need assessment/rapid appraisal/situation analysis
- Health service utilization & quality of care, service access & equity

নিপোর্ট প্রতিবছর ১-৩টি জাতীয় পর্যায়ের সার্ভে এবং ৮-১০টি অগ্রাধিকার গবেষণা পরিচালনা করে এর ফলাফল বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করে থাকে। পরিচালিতব্য সার্ভের বিষয়সমূহ অপারেশনাল প্ল্যানে পূর্বনির্ধারিত থাকে এবং পরিকল্পনাভিত্তিক নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহে প্রতিবছরের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণার বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, পেশাজীবি,অংশীজন ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন লাইন ডাইরেক্টর ও স্টেক হোল্ডারদের চাহিদার ভিত্তিতে কর্মশালার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নিপোর্টের উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজের মধ্যে নিম্নবর্ণিত জরিপসমূহ অন্যতম:

- Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS)
- Bangladesh Maternal Mortality and Health Care Survey (BMMS)
- Bangladesh Health Facility Survey (BHFS)
- Urban Health Survey (UHS)
- Utilization of Essential Services Delivery (UESD) Survey
- Bangladesh Adolescent Health and Well-being Survey (BAHWS)

২০২০-২১ অর্থবছরে নিপোর্ট নিম্নবর্ণিত ৩টি জাতীয় সার্ভে ও ১১টি অগ্রাধিকারভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করেছেঃ

সার্ভে:

1. Bangladesh Adolescent Health and Wellbeing Survey 2019-2020
2. Utilization of Essential Service Delivery (UESD) Survey 2020
3. Bangladesh Urban Health Survey (BUHS) 2020

গবেষণা:

1. An assessment of current status of PPFP services in Bangladesh: Identifying opportunities and Barriers
2. Comparative analysis of maternal health services
3. Comparative analysis of nutritional status among children
4. Assess Existing Referral System of Health and Family Planning Program in Bangladesh: for strengthening the system
5. Public-private partnership to expand access to Reproductive Health
6. Assessment of Institutional Capacity and Quality of Training Conducted by NIPORT
7. Prevalence of Pregnancy Induced Hypertension and its Determinants in Bangladeshi Population
8. Situation Analysis of Stress and Stress-coping among Adolescent

9. Utilization of Community Clinic Services: Providers & Client Perspectives
10. Determine the Role of Local Government in Facilitating Reproductive Health and Nutrition Services in Bangladesh
11. Family Planning Programs for Refugees for and Internally Displaced Populations.

৮.৬ Bangladesh Adolescent Health and Wellbeing Survey 2019-20 এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও ফলাফল প্রকাশঃ

গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি. তারিখ অপরাহ্নে নিপোর্ট, আইসিডিডিআর'বি ও ডাটা ফর ইমপ্যাক্ট কর্তৃক সম্পাদিত "বাংলাদেশ এডোলেসেন্ট হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিয়িং সার্ভে (বিএএইচডব্লিউএস) ২০১৯-২০" এর ফলাফল অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি। নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অবহিতকরণ সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মি. জার্জেস সিধওয়া, পরিচালক, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা অফিস,ইউএসএইড, ঢাকা ও ড. তাহমিদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, আইসিডিডিআর'বি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সাহান আরা বানু, এনডিসি ও অধ্যাপক ডা. নাসরিন সুলতানা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিপোর্টের পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নিপোর্টের মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ ও সমীক্ষাটির ফোকাল পারসন জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম এবং আইসিডিডিআর'বি –এর গবেষণা টিম।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি

গত ২৪ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি. তারিখে নিপোর্ট কর্তৃক পরিচালিত "Exploring the causes of high C-Section among mothers delivered in public-private and NGO facilities" শীর্ষক গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন ড. আলতাফ হোসেন ও জনাব জামিল হোসেন চৌধুরী। নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো. আলী নূর।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো: আলী নূর

৮.৭ নিপোর্ট গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা কার্যক্রম

জনসংখ্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বাংলাদেশের বিস্তারিত তথ্যসহ সারা বিশ্বের তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করার উদ্দেশ্যে নিপোর্ট একটি সমন্বিত তথ্যসেবা পদ্ধতি চালু করেছে। সমন্বিত তথ্যসেবা পদ্ধতির আওতায় অনুরোধের প্রেক্ষিতে দেশ ও দেশের বাইরের ব্যক্তি বা সংগঠনকে তথ্য সরবরাহ সেবা প্রদান করা হয় । নিপোর্ট গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা সার্ভিস (NILIB)-এর আওতায় নিম্নবর্ণিত সেবা দিয়ে থাকে :

- ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে নিপোর্ট লাইব্রেরি ডাটাবেজ (NILIB) থেকে বিবলিওগ্রাফিক সার্চসহ রেফারেন্স সেবা;
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) উদ্ভাবিত HINARI ও Pub Med-অনলাইন ডাটাবেজ-এর সাহায্যে লিটারেচার সার্চ সার্ভিস;
- কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস সার্ভিস বুলেটিন;
- প্রেসক্লিপিং বুলেটিন ;
- অ্যানোটেটেড বিবলিওগ্রাফিক সার্ভিস;
- এ্যাকসেশন রেজিস্টার ; ও
- রিপ্রোগ্রাফিক সার্ভিস (ডকুমেন্টস এর ফটোকপি)।

প্রশিক্ষণার্থী ও নিপোর্টের অনুষদ সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/ছাত্র/গবেষক ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণ নিপোর্ট গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা সহজে ও স্বল্প সময়ে বই বা প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি ক্যাটালগিং সিস্টেম নির্ভর ডাটাবেজ (NILIB) ব্যবহার করছেন। প্রতিবেদনকালীন সময়ে নিপোর্টে নিয়মিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারি বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টার্নশিপ করেন। তারা নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

নিপোর্ট গ্রন্থাগারে চলতি বছর থেকে সেবা সহজীকরণ ও উন্নত করার লক্ষ্যে কোহা সফ্টওয়ার এর মাধ্যমে সকল বই ও প্রকাশনা এন্ট্রি করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি নিপোর্ট পরিচালিত গবেষণা ও সার্ভের রিপোর্টসমূহ ই-বুকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

৮.৮ শুদ্ধাচার কার্যক্রম

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ এর ৩.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) ও এর আওতাধীন আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিম্নবর্ণিত ৮ (আট) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২০২১ প্রদানের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পুরস্কার হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

ক্রম:	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	কর্মস্থল	বেতন গ্রেড
০১.	জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম মূল্যায়ণ বিশেষজ্ঞ	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	৫ম
০২.	জনাব মো. ফরিদুল হক	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI),	৫ম

	অধ্যক্ষ	রাজশাহী	
০৩.	জনাব গিয়াসউদ্দিন আহাম্মেদ অধ্যক্ষ	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), কুমিল্লা	৫ম
০৪.	জনাব ওমর ফারুক হোমইকোনোমিষ্ট ও প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC), শেরপুর, বগুড়া	৯ম
০৫.	জনাব এস এম নঈম হোসেন গোপনীয় সহকারী	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	১৪ তম
০৬.	জনাব মো. হারুন অর রশিদ অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC), ধামরাই, ঢাকা।	১৫ তম
০৭.	মিসেস রাহিমা বেগম অফিস সহায়ক	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), বরিশাল।	২০ তম
০৮.	মোসাম্মদ সালমা বেগম বাবুর্চী	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), রাংগামাটি।	২০ তম

৮.৯ উত্তম চর্চা (Best Practice) পুরস্কার প্রদান

উত্তম চর্চার (Best Practice) স্বীকৃতিস্বরুপ শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া (RPTI ক্যাটাগরিতে) এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শেরপুর, বগুড়াকে (RTC ক্যাটাগরিতে) পুরস্কৃত করা হয়েছে। পুরস্কার হিসাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ১টি সনদপত্র ও ১টি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে।

৮.১০ বিভিন্ন কার্যক্রম

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি কর্তৃক নিপোর্ট ভবন-এর শুভ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ২১ জানুয়ারি, ২০২১ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এর "নিপোর্ট ভবন" নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহার সভাপতিত্বে নিপোর্ট ক্যাম্পাসে, আজিমপুর, ঢাকা-তে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি প্রধান অতিথি, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো. আলী নূর ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জনাব মো. আবদুল মান্নান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব সাহান আরা বানু এনডিসি, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম এনায়েত হোসেন ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ওসমান সারোয়ার সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় মন্ত্রী নিপোর্ট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন করেন

২. মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি কতৃক বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করা হয়।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন

৩. নবনির্মিত আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) মানিকগঞ্জ উদ্বোধন করেন মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি।

মাননীয় মন্ত্রী RPTI ক্যাম্পাসে মুজিববর্ষ উপলক্ষে বৃক্ষ রোপন করছেন

৮.১১ সারসংক্ষেপ (Abstract)

১। মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুণগত সেবা প্রদানের নিমিত্ত দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে নিপোর্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ১১ টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), ১ টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ইনস্টিটিউট (FWVTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)-এর মাধ্যমে মোট ১৩,১২০ জনকে (লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের হার (৯৩%) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

২। ২০২০-২০২২ অর্থবছরে ১১টি RPTI ও ১ FWVTI-এর মাধ্যমে ৭২টি ব্যাচে মোট ১,৪৩৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে;

৩। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাঠকর্মীদের “দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধ”, "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুরক্ষা” এবং “কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ” এবং “প্রাথমিক পরিচর্যা” বিষয়ক কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে;

৪। ১১ টি RPTI ও ১ টি FWVTIতে মোট ৩০৮ জন নবনিয়োগকৃত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের (FWV) মৌলিক প্রশিক্ষণ বিগত ০১.১১.২০২০ হতে চলমান রয়েছে;

৫। ১১ টি RPTI ও ১ টি FWVTI এর মাধ্যমে ১২টি ব্যাচে মোট ২৪০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের অভিভাবককে “প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সুরক্ষা” বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ;

৬। ১১ টি RPTI ও ১ টি FWVTI এর মাধ্যমে ৭২টি ব্যাচে মোট ১,৪২৮ জনকে “কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

৭। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মে ও জুন মাসে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, RPTI এবং RTC গুলোতে জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ২৩৪ ব্যাচ অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

৮। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১টি গবেষণা ও ৩টি জাতীয় সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময়ে নিপোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন, তিন কোয়ার্টারে তিনটি সংখ্যা নিউজ লেটার-নিপোর্ট বার্তা ও ৪টি গবেষণা ব্রীফ/প্রকাশনা প্রকাশ করা হয়েছে এবং উক্ত অর্থবছরে গবেষণা/সার্ভের ফলাফল ও নিপোর্ট কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ১০ টি সেমিনার / কর্মশালা আয়োজন করেছে;

৯। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) নন-ক্যাডার পদে মোট ১৫ (পনের) জন কর্মকর্তা নিপোর্টে যোগদান করেছেন;

১০। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে ৩য় শ্রেণির মোট ১০জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;

১১। সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় ৩.০৩ একর জমির উপর নিপোর্টের আওতাধীন একটি নতুন আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) নির্মাণাধীন রয়েছে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক RPTI নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৭৯.৯৫ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে RPTI এর শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সম্পূর্ণ কাজটি আগামী ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে;

১২। ৮ জন কর্মকর্তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার এবং উত্তমচর্চার (Best Practice) স্বীকৃতি স্বরূপ ১ টি RPTI ও ১ টি RTC-কে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;

১৩। নিপোর্টের উদ্যোগে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শুভ জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, শিশুদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ, দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব মো. শাহজাহান;

১৪। নিপোর্ট-এর উদ্যোগে ১৫ আগষ্ট, ২০২১ খ্রি. তারিখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো: আলী নূর ও প্রধান আলোচক হিসেবে বিশিষ্ট কবি ও কথা সাহিত্যিক জনাব সেলিনা হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে তাঁরা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শের উপর আলোচনা করেন। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে "নিপোর্ট বার্তা"তে বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়;

১৫। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ৬ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে নিপোর্ট মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা; এবং

১৬। নিপোর্টের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনী ও আদর্শের উপর একটি করে সেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৯. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

৯.১ নার্সিং শিক্ষা ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম

বিশ্বব্যাপী নার্সিং ও মিডওয়াইফারি একটি সমাদৃত এবং মহান পেশা হিসেবে স্বীকৃত যা স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষায় একটি অপরিহার্য অংশ। বাংলাদেশে নার্সিং পেশার যাত্রা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া হতে শুরু হলেও তা প্রাতিষ্ঠানিক রুপ পায় ১৯৮৭ সালে। বাংলাদেশের নার্সিং ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য শিক্ষায় সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ১৯৭৭ সালে "সেবা পরিদপ্তর" গঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক সহযোগিতায় ১৬ নভেম্বর, ২০১৬ তৎকালীন সেবা পরিদপ্তরকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। নার্সিং সেবা ও শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সেবা পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার পাশাপাশি পদসৃজনের মাধ্যমে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের জন্য মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকসহ ১৬ (ষোল) ক্যাটাগরির মোট ৭৭ (সাতাত্তর) টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ের সকল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহে কর্মরত সকল নার্স ও মিডওয়াইফগণের নিয়ন্ত্রণ ও সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম এ অধিদপ্তর হতে সম্পাদিত হয়। এছাড়া সরকারি পর্যায়ে সকল নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রমও নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নবনির্মিত ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল

৯.২ বিদ্যমান জনবল ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক) বিদ্যমান জনবলঃ

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবলঃ

প্রশাসন ক্যাডার হতে প্রেষণে কর্মরত -						
ক্রম	পদবী	গ্রেড	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত পদ	শূন্য পদের	মন্তব্য
০১	মহাপরিচালক	৩	১	১	০	
০২	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	৪	১	০	১	
০৩	পরিচালক	৪	৩	৩	০	

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতায় (নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ), নার্স ও নন-নার্স জনবলের বিবরণঃ

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ			কর্মরত পদ			শূন্য পদ		
	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট
১ম শ্রেণি(গ্রেড ৩-৯)	২২৯	১৪	২৪৩	৫৭	০	৫৭	১৭২	১৪	১৮৬
২য় শ্রেণি(গ্রেড ১০)	৩৬৮	১৩	৩৮১	৩১৬	৬	৩২২	৫২	৭	৫৯
৩য় শ্রেণি (গ্রেড ১১-১৬)	০	৩৯৫	৩৯৫	০০	২৬৮	২৬৮	০	১২৭	১২৭
৪র্থ শ্রেণি (গ্রেড ১৭-২০)	০	৭২১	৭২১	০০	৫২৫	৫২৫	০	১৯৬	১৯৬
মোট	৫৯৭	১১৪৩	১৭৪০	৩৭৩	৭৯৯	১১২২	২২৪	৩৪৪	৫৬৮
সর্বমোট	১৭৪০			১১৭২			৫৬৮		
নন-নার্সিং ৪র্থ শ্রেণি আউট সোর্সিং)		১৮৪		০			১৮৪		

খ) কর্মসংস্থান-নিয়োগ সংক্রান্ত তথাদিঃ

০১ জুলাই ২০২০ খ্রি. থেকে ৩০ জুন ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত নার্স, মিডওয়াইফ ও নন-নার্স জনবলের সংখ্যা-

নার্স	৫,০৭৫ জন
মিডওয়াইফ	১৪০১ জন

- ৮৫৩৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীনে ২৪১ জন নন-নার্সিং জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।

৯.৩ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী/সাফল্যঃ

- সরকারি পর্যায়ে নার্স ও মিডওয়াইফদের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রধান নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন।
- দেশব্যাপী কর্মরত নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও নন-নার্সিং কর্মকর্তা কর্মচারীদের সুষ্ঠু তদারকি, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ মনিটরিং নিশ্চিতকরণ ।
- নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও নন-নার্সিং কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ, পদায়ন, বদলী, অবসর, শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- জাতীয় পর্যায়ে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেক্টরের উন্নয়নে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেক্টরের অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন, বাজেট ব্যবস্থাপনা ও দাপ্তরিক ক্রয়কার্য সম্পাদন।
- সরকারি পর্যায়ে সকল নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর হিসেবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা ও শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, অন্যান্য বিভাগ ও অধিদপ্তর, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন।
- অধিদপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অন্যান্য সেবা প্রদান ।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ২০২০-২০২১ উপলক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন।
- বঙ্গবন্ধুর জীবন ইতিহাস জানার জন্য ডিজিএনএম এ আগত সকল নার্স, মিডওয়াইফ ও দর্শনার্থীর জন্য মুজিব কর্নার স্থাপন ।
- ডিজিএনএম এর নবনির্মিত ভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃশ্য ম্যুরাল স্থাপন ।
- ফিজিক্যাল ফেসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মহাখালী, ঢাকায় ২০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ভবনের ১০ তলা ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন ও হস্তান্তর । ৬ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ হতে নতুন নিজস্ব ভবনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কার্যক্রম চালুকরণ।
- আন্তর্জাতিক নার্স-মিডওয়াইফ বর্ষ ২০২১ পালনের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অধিদপ্তরের নতুন ভবনে মহীয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ম্যুরাল স্থাপন ।
- ডিজিএনএম এর নতুন ভবনে ডিজিটাল কনফারেন্স রুম ও অডিও-ভিজুয়াল সুবিধাসহ মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম স্থাপন ।
- বৈশ্বিক করোনা ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ২০২০ সালে ৫,০৭৫ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ প্রদান । এছাড়া ৪৫৩৪টি শূন্য পদে ও ২০২১ সালে নব-সৃজিত ৪০০০টি পদে ৮৫৩৪ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ।
- মিডওয়াইফারি সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৪০১ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রদান ।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পিএমআইএস শাখা আধুনিকায়ন । নার্স ও মিডওয়াইফগণের পিডিএস হালনাগাদ কার্যক্রম গ্রহণ । দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সিং কর্মকর্তাদের পিএমআইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- দেশে বিশেষায়িত নার্স গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক নার্স ও মিডওয়াইফগণকে নার্সিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান । করোনা পরিস্থির মধ্যেও সারাদেশের নার্স ও মিডওয়াইফগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনলাইনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা ।
- নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট, জেলা পাবলিক হেলথ নার্স, বিভাগীয় সহকারী পরিচালক (নার্সিং) ও নার্সিং সুপারভাইজারদের প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- মানসম্মত সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে নব-নিয়োগপ্রাপ্ত ২৯১০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফকে ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (ICU) করোনা রোগীর নার্সিং সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৮০ জন নার্সকে আইসিইউ বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি মোকাবিলায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৫০ জন নার্সকে Infection Prevention and Control বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান । এছাড়া ৬০০ জন নার্স ও মিডওয়াইফকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- মানসিক স্বাস্থ্য সেবাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে কর্মরত সকল নার্সকে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- প্রায় ৪০০০ নার্সের সিলেকশন গ্রেড প্রদান ।

- মিডওয়াইফারি লেড কেয়ার ইউনিটে মিডওয়াইফগণ কর্তৃক স্বাভাবিক প্রসবকরণের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।
- দেশের ৬৮ টি মিডওয়াইফারি লেড কেয়ার ইউনিটে স্বাভাবিক প্রসব ও নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদান।
- বৈশ্বিক করোনা ঝুঁকি মোকাবেলায় নার্স ও মিডওয়াইফগণকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) প্রদান।
- বাংলাদেশের মিডওয়াইফদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরের বাংলা ভার্সন অনুমোদন।
- নব-নিয়োগকৃত মিডওয়াইফদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণের জন্য ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ।
- কোভিড-১৯ ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কোভিড ১৯-ডেডিকেটেড হাসপাতালসমূহে সংযুক্তিতে নার্স ও মিডওয়াইফ পদায়ন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে বিশেষ সেল গঠনের মাধ্যমে নার্স ও মিডওয়াইফদের কার্যক্রমের বিষয়ে মনিটরিং চালুকরণ। পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং কলেজ, নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিয়ানার) এবং জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম) এর ছাত্র-ছাত্রীদের ডেপুটেশন বাতিলপূর্বক করোনা রোগীর সেবায় নিয়োজিতকরণ।
- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমে সারাদেশে নার্সগণের নিবেদিতভাবে বিরতিহীন দায়িত্ব পালন।

৯.৪ বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের তালিকাঃ

ক) চলমান প্রকল্পের তালিকাঃ

ইউনিভার্সেল নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প চলমান। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ DPP সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকাঃ ২০২০-২১ অর্থবছরের (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সমাপ্ত কোন প্রকল্প নেই।

গ) ইনোভেশন প্রকল্পের তালিকাঃ

জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়কালের মধ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী প্রকল্পের তালিকাঃ

ক্রম	উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম	উদ্ভাবক	বাস্তবায়নের স্থান
০১	বদলী সহজীকরণ	ফিরোজা বেগম উপ-পরিচালক	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
০২	বাজেট ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ	নাসরিন খানম উপ-পরিচালক	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
০৩	পিডিএস হালনাগাদকরণ	শিরীন আখতার উপ-পরিচালক	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
০৪	এসিআর সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ	শিরীন আক্তার বানু সহকারী পরিচালক	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
০৫	পদোন্নতি সহজীকরণ	নাসিমা আক্তার নার্সিং অফিসার	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
০৬	এক নজরে অভিযোগ সহজীকরণ	রেবেকা বেগম সহকারী পরিচালক	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
০৭	বাজেট বিতরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সহজীকরন	মোঃ নুরুল হক হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।

ক্রম	উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম	উদ্ভাবক	বাস্তবায়নের স্থান
০৮	সেন্ট্রাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফর নিউ নার্সেস	ড. মোঃ আব্দুল লতিফ ডিপিএম	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
০৯	নার্সিং এডুকেশন প্রোগ্রাম সহজীকরণ	মোঃ খায়রুল কবির কো-অর্ডিনেটর	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
১০	ই-রিপোর্টিং সিস্টেম	মোছাঃ ফরিদা ইয়াসমিন নার্সিং অফিসার	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
১১	ইন্টারনেট ব্যবহার সহজীকরণ	রাজ্জাক মন্ডল নার্সিং অফিসার	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
১২	দাপ্তরিক চিঠিপত্র সহজীকরণ	আফরোজা বানু নার্সিং অফিসার	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
১৩	ভিজিটর ফ্রেন্ডলি সার্ভিস	আফরোজা বানু নার্সিং অফিসার	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
১৪	মিশ্র শিক্ষণ	হালিমা খাতুন, অধ্যক্ষ শাহীনুর বেগম, অধ্যক্ষ	ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা ঝালকাঠি নার্সিং কলেজ
১৫	“মার্তৃত্বকালীন” ছুটি সহজীকরণ	শাহীনুর খানম নার্সিং অফিসার	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
১৬	রোগীর সেবায় “নাইটিংগেল এপ্রোচ”	শাহীনুর খানম নার্সিং অফিসার	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
১৭	আগত দর্শনার্থীদের সঠিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সঠিক নির্দেশনা প্রদান	মোঃ দীন ইসলাম অফিস সহকারী	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।

৯.৫ আগামী দিনের পরিকল্পনাঃ

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা সেক্টর উন্নয়নের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আগামী দিনের পরিকল্পনাসমূহ-

১. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত ও সকল পদ সৃজন।
২. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধি প্রণয়ন।
৩. নার্সিং, নন-নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শূন্য পদসমূহ পূরণের জন্য প্রস্তাব তৈরি, প্রেরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪. স্টান্ডার্ড সেট-আপ প্রস্তুতপূর্বক সে অনুযায়ী নার্স ও মিডওয়াইফ শিক্ষকগণের নতুন পদ সৃজন।
৫. হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সার্ভিসের জন্য অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত ও সকল পদ সৃজন।
৬. নার্স ও মিডওয়াইফদের ফাউন্ডেশন/বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব ও বাজেট প্রণয়ন।
৭. হাসপাতাল ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা ও শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয়ভাবে রুটিন মনিটরিং টিম গঠনের মাধ্যমে নার্স-মিডওয়াইফদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।
৮. নার্স ও মিডওয়াইফগণের জন্য স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন।
৯. নার্স ও মিডওয়াইফগণের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষন নীতিমালা প্রণয়ন।
১০ নার্সিং শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ট্যান্ডার্ড সেট আপ অনুযায়ী অর্গানোগ্রাম সহ সকল পদ সৃজন।

১০. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১০.১ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (Health Engineering Department) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ ও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বদা সচল ও উপযোগী রাখাই হচ্ছে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর মূখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক দেশব্যাপী সকল প্রকার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার ইত্যাদি কাজ প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী সম্পাদন করে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বারা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যথাসময়ে অর্থের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত সুবিধাসহ দৃষ্টিনন্দন স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বদ্ধ পরিকর।

১০.২ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলঃ

ক) সাংগঠনিক কাঠামোঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন কার্যালয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

ক্র. নং	কার্যালয়ের নাম	অবস্থান	জনবল
১.	প্রধান কার্যালয়	ঢাকা (১টি)	১২২
২.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়	ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ (৮টি)	১১০
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	ঢাকা সিটি, ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, চট্রগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, যশোর, বরিশাল, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, কক্সবাজার, ঝিনাইদহ, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ বিভাগ (৩০টি)।	৩৭৮
৪.	সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়	প্রশাসনিক প্রতিটি জেলাতে এবং ঢাকা সিটি-১, ঢাকা সিটি-২ ও ঢাকা সিটি-৩ (৬৭টি)।	৪৩৩
	মোট কার্যালয়ঃ	**১০৬টি**	**১০৪৩**

খ) জনবলঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল ১০৪৩ জন। নিম্নে জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলী দেয়া হলোঃ (৩০/০৮/২০২১ ইং পর্যন্ত)

ক্র. নং	পদের গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
০১।	গ্রেডঃ ২-৯	১৮৭	১৩৬	৫১
০২।	গ্রেডঃ ১০	৪১৩	৯৭	৩১৬
০৩।	গ্রেডঃ ১১-১৬	২২৬	১৭৭	৪৯
০৪।	গ্রেডঃ ১৮-২০	২১৭	১৫৫	৬২
	মোটঃ	**১০৪৩**	**৫৬৫**	**৪৭৮**

গ) কর্মসংস্থান- নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

৬৩ জন (২০২০- ২০২১ অর্থবছর) সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত/ পদোন্নতি/চলতি দায়িত্ব। [(আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২৫ জন নিরাপত্তা প্রহরী, ১৭ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ১ জন কেয়ার টেকার নিয়োগ দেয়া হয়েছে) {নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) ২টি পদে, নির্বাহী প্রকৌশলী (তড়িৎ) ১টি পদে, সহকারী প্রকৌশলী (পুর) ১৪টি পদে, সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ) ১টি পদে, সহকারী পরিচালক ২টি পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়}]

১০.৩ কার্যপরিধি ও কার্যবন্টনঃ

ক) কার্যপরিধিঃ

ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা পর্যন্ত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো/স্থাপনা সমূহের নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজ, আইএইচটি, ম্যাটস নির্মাণ, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজও এইচইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

খ) কার্যবন্টনঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যপরিধি অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, পূণঃনির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ; ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, পূণঃনির্মাণ, আরডি/ইউনিয়ন সাব-সেন্টারকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে উন্নীতকরণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ; নবসৃষ্ট উপজেলায় নতুন ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ, বিদ্যমান ১০/২০/৩১ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, নবরূপায়ন, মেরামত ও সংস্কার কাজ; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, নবরূপায়ন , মেরামত ও সংস্কার কাজ; ২০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, উপজেলা পর্যায়ে ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ; ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ; ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ; ট্রমা সেন্টার নির্মাণ কাজ; উপজেলা ষ্টোর-কাম-অফিস নির্মাণ; RPTI, RTC, নার্সিং কলেজ, নার্সেস ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) নির্মাণ, মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট (MATS) নির্মাণ; স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, সিবিএইচসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় নির্মাণসহ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত অন্যান্য কাজ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

১০.৪ কর্মসম্পাদন, অগ্রগতি এবং কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদনঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মসম্পাদন/বাস্তবায়িত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(ক) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ কাজঃ

সারাদেশে বিদ্যমান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (UH&FWC) সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত কেন্দ্রসমূহ উন্নীতকরণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১৮৩৫টি বিদ্যমান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে (UH&FWC) উন্নীতকরণ করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী'র আওতায় ৪৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) উন্নীতকরণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র উন্নীতকরণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১টি'র কাজ চলমান আছে।

(খ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৩৯৮২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ২১৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৪৯টি'র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৩৪টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

দেবগ্রাম ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, গোয়ালান্দা, রাজবাড়ী।

(গ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ কাজঃ

সারাদেশে জরাজীর্ণ ও সেবা প্রদানে অনুপযোগী বিদ্যমান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পুনঃ নির্মাণ করে সেবা প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ১১৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পুনঃ নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৩টি'র পুনঃ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৩২টির পুনঃ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

খানখানাপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সদর, রাজবাড়ী।

(ঘ) ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ হাট/বাজার/বন্দর ইত্যাদি এলাকায় ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১২৭ টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ৯৬টি ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৭টি ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ২৭টি'র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার গড় অগ্রগতি ৫৮.৫২%।

মাহমুদা মেমোরিয়াল ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, গফরগাঁ, ময়মনসিংহ।

(ঙ) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম- স্টোর নির্মাণঃ

পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী এবং ঔষধপত্র সংরক্ষণ এবং দুরবর্তী স্থানে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম-স্টোর নির্মাণ করা হচ্ছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ১৫১টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম-স্টোর নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৯টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম-স্টোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ১টি'র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম-স্টোর, বরগুনা।

(চ) আরপিটিআই নির্মাণঃ

পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক এ পর্যন্ত ৪টি পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (এফডব্লিউভিটিআই), যা বর্তমানে "আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই)" নামে নামকরণ করা হয়েছে, নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ২টি এফডব্লিউভিটিআই নির্মাণ কাজ ও ৬টি আরপিটিআই উন্নীতকরণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১টি আরপিটিআই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই), কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।

(ছ) ম্যাটস্ নির্মাণঃ

মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ কর্মীর চাহিদা বিবেচনা করে সরকার মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এ পর্যন্ত ৯টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুলের (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ৯টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ২টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং সারাদেশে ৮টি ম্যাটস্ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার গড় অগ্রগতি ৫৩.১৯%।

মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্), কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।

(জ) নার্সিং কলেজ ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণঃ

নার্সিং হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবার মেরুদন্ড। মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য নার্সিং সেবা অপরিহার্য। দেশে বিদেশে দক্ষ নার্সের চাহিদা বিবেচনা করে সরকার দক্ষ নার্স তৈরীর জন্য নতুন নতুন নার্সেস ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং নার্সিং কলেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এ পর্যন্ত ১১টি নার্সেস ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ৬টি নার্সিং কলেজ ও ২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ৬টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যার গড় অগ্রগতি ৩৮.৫০%।

শেখ হাসিনা নার্সিং কলেজ, সিরাজগঞ্জ।

(ঝ) ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচইটি) নির্মাণঃ

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্য সেবা সহকারী, ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান ইত্যাদি জনবল প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এইচইডি গত ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১৭টি আইএইচটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ১২টি আইএইচটি নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ২টি আইএইচইটি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং সারাদেশে ৪টি আইএইচইটি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার গড় অগ্রগতি ৭৫.৫০%।

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি), ধামুরহাট, নওগাঁও।

(ঞ) উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনাঃ

জনসাধারণের পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সকল জেলা সদরে উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ পর্যন্ত ১৬টি উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ৩৬টি উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪টি উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং সারাদেশে ১০টি উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার গড় অগ্রগতি ৩৬.৮০%।

জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সদর, গোপালগঞ্জ।

(ট) উপ-পরিচালকসহ বিভাগীয় পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজঃ

জনসাধারণের পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। একই ভবনে বিভাগীয় জেলা সদরের উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিসও বিদ্যমান আছে। এ পর্যন্ত ৫টি উপ-পরিচালকসহ বিভাগীয় পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় ২টি উপ-পরিচালকসহ বিভাগীয় পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১টি বিভাগীয় শহরে উপ-পরিচালকসহ বিভাগীয় পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১০.৫ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

(ক) আঞ্চলিক পণ্যাগার/আরটিসি'র পুন:নির্মাণ এবং সংস্কার কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	পটুয়াখালী	সদর	১৭৮.৬৪	২০.০১.২০২১
২	যশোর	মনিরামপুর	১৭৯.৯৮	০৩.০৬.২০২১

(খ) ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	কুড়িগ্রাম	রায়গঞ্জ (নাগেশ্বরী)	৩৫৯৯.৪০	০৯.০৯.২০২০
২	নওগাঁ	ধামুরহাট	৩৫৯৮.৯৯	৩০.০৬.২০২১

(গ) মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	সিরাজগঞ্জ	কাজীপুর	৩০৫৯.৪৭	২৯.০৬.২০২১
২	মানিকগঞ্জ	সদর	১৯৩১.০০	৩০.০৬.২০২১

(ঘ) এফডব্লিউভিটিআই/আরপিটিআই নির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	সিরাজগঞ্জ	কাজীপুর	১৯৭৯.৯৫	২৭.০৬.২০২১

(ঙ) ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	নড়াইল	পেরুলি, কালিয়া	৪৬২.৫১	২৫.০৮.২০২০
২	দিনাজপুর	রাণিরবন্দর (চিরিরন্দর)	৪৩৬.৮২	২১.০৭.২০২০
৩	শরিয়তপুর	ডামুড্যা (আবদুর রাজ্জাক)	৪৯২.২৬	২৭.০৮.২০২০
৪	ফরিদপুর	ভাঙ্গা (আমেনা বেগম)	৪৯৪.৯৩	৩০.১২.২০২০
৫	চট্টগ্রাম	চুনাটি, লোহাগড়া	৫২৯.২১	৩০.১০.২০২০
৬	রাজশাহী	আরানি (ভাঙ্গা)	৪৬৮.৬৯	০৩.০৭.২০২০
৭	মাদারীপুর	সদর (লুৎফুরনাহার আজিজ মেমোরিয়াল)	৫২৫.০০	২৭.১২.২০২০
৮	মাদারীপুর	সদর (চর কালিকাপুর, শেখ করিমুন্নেছা)	৫৩৭.৪৪	৩০.০৬.২০২১
৯	নওগাঁ	শিবপুর, ধামুরহাট	৪৪৯.২৬	১১.০৬.২০২০
১০	নওগাঁ	কালিকাপুর (হাট চকগৌরিমান্দা)	৫০০.৫১	১৭.০২.২০২১

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১১	ফরিদপুর	সদর (মাজেদা বেগম, ডিকরিরচর)	৫৩১.২৮	১৫.১০.২০২০
১২	ফরিদপুর	ভাঙ্গা (আমেনা বেগম)	৪৯৪.৯৩	৩০.১২.২০২০
১৩	ময়মনসিংহ	পাঁচবাগ (গফরগাঁও)	৫৩১.৮২	১০.০৩.২০২১
১৪	বরিশাল	শিকারপুর (উজিরপুর)	৪৯৪.২৪	১১.০৪.২০২১
১৫	চাঁদপুর	মতলব উত্তর	৪৩৬.৮৫	২৫.০১.২০২১
১৬	নীলফামারী	মীরগঞ্জ (জলঢাকা)	৪৫৪.৭৪	২৯.০৯.২০২০
১৭	নীলফামারি	চিলাহাটি (ডোমার)	৪৫২.০৭	২৬.০৫.২০২১
১৮	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ, কাজী গোলাম রসুল	৪০৭.৪৪	১৮.০২.২০২১
১৯	গাইবান্ধা	(হোসনে আরা বেগম) সাঘাটা	৪৮০.৬৬	০৬.০৫.২০২১
২০	ঝালকাঠি	দপদপিয়া (নলছিটি)	৪৭৭.৭৪	০৩.১১.২০২০
২১	চাদঁপুর	মতলব উত্তর , (আবদুল ওয়াদুদ সরকার) দক্ষিণ টুরকি, সুলতানাবাদ	৪৬৯.৯৪	০৭.০১.২০২১
২২	গোপালগঞ্জ	মকসুদপুর, (গোবিন্দপুর)	৪৭৫.০৮	০৭.০৩.২০২১
২৩	ফেনী	সোনাপুর (আমিরাবাদ) সোনাগাজি	৫৪৮.০৩	২৫.০৬.২০২১
২৪	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা (দুধসর)	৪৭৮.৩৯	২১.০৬.২০২১
২৫	পাবনা	সাথিয়া (কাশিনাথপুর)	৫২২.৫০	৩০.০৬.২০২১
২৬	পটুয়াখালী	বাউফল, রাজাপুর	৪৯৪.৫৫	৩০.০৬.২০২১

(চ) জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	গোপালগঞ্জ	সদর	৪৬৭.৬৪	২২.০২.২০২১
২	হবিগঞ্জ	সদর	৫৬২.০৬	৩১.০১.২০২১
৩	নারায়ণগঞ্জ	সদর	৬৩৮.৩৭	২৯.০৪.২০২১
৪	লক্ষীপুর	সদর	৫৫০.০০	০৫.০৪.২০২১

(ছ) জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণঃ

১	বাগেরহাট	সদর	৭২.০০	০৪.১১.২০২০

(জ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	মানিকগঞ্জ	সদর	নবগ্রাম	১৪৩.৮৯	৩১.১২.২০২০
২	মানিকগঞ্জ	সাতুরিয়া	দিগলিয়া	১৪৩.৯৮	৩০.১২.২০২০
৩	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	কলিয়া	১৪৩.৯৩	১৫.১২.২০২০
৪	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	রামকৃষ্ণপুর	১৪৩.৯৩	৩০.১২.২০২০
৫	গাজীপুর	কালিয়াকৈর	চাপেয়ার	১৪৩.৮৭	২০.১১.২০২০
৬	রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই	চিটমরন এন্ড রায়খালী	৫৮.৫০	০৫.১১.২০২০
৭	যশোর	বাগারপাড়া	দোরাজহাট	১৪৩.৯৮	২৯.০৬.২০২১
৮	যশোর	মণিরামপুর	মণিরামপুর	১৫৫.৯৪	০৫.১১.২০২০
৯	চাপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	দৈনগর	১৪৩.৯২	৩০.০১.২০২১
১০	নাটোর	নলডাঙ্গা	মধ্যনগর	১৪৩.৮৫	২০.০৫.২০২১
১১	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	জরখালি	১৫৮.৩০	১৪.০৩.২০২১
১২	জামালপুর	ইসলামপুর	চিনাডুলি	১৪৩.০১	১৬.০৬.২০২১
১৩	রাজবাড়ী	গোয়ালান্দা	দেবগ্রাম	১৪৩.৮৬	৩০.০৬.২০২১
১৪	নরসিংদী	রায়পুর	শ্রীনগর	১৪৩.৯২	১৫.০৬.২০২১
১৫	ঠাকুরগাঁও	সদর	রাজাগাঁও	১৪৩.৫৬	৩০.০৫.২০২১
১৬	ঠাকুরগাঁও	সদর	রুহিয়া পশ্চিম	১৪৩.৩৪	৩০.০৫.২০২১
১৭	ঝিনাইদহ	হরিনাকুন্দ	ফুলসি	১৫৫.১৯	০৩.০৩.২০২১
১৮	মাদারীপুর	রাজৈর	হরিদাসদি, মহেন্দ্রাদি	১৪৬.৪৮	৩০.০৬.২০২১
১৯	মাদারীপুর	কালকিনি	কাজীবাকাই, ইনেটনগর	৭১.৬৪	২৮.০১.২০২১
২০	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	চরকুমুরিয়া	৩৫.৭৫	১২.০৫.২০২১
২১	বরিশাল	মুলাদি	শফিপুর	১৪৩.১২	৩০.১১.২০২০
২২	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	দুর্গাপাশা	১৪৩.৫১	৩১.০৩.২০২১
২৩	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	চানপুর	১৫৭.৫৭	৩০.০৪.২০২১
২৪	বরিশাল	মেহেন্দীগঞ্জ	আলীমাবাদ	১৪৩.৫৭	৩১.০১.২০২১
২৫	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	লতা	১৫৩.৯২	২৩.০৬.২০২০
২৬	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	বিদ্যানন্দপুর	১৪৩.৮০	০৪.০৩.২০২০
২৭	বরিশাল	মুলাদি	কাজিরচর (বারিয়া)	১৪৩.৯৯	১৬.০৮.২০২০

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
২৮	পটুয়াখালী	দুমকি	আঙ্গারিয়া	১৪৩.৫৬	২৯.০২.২০২০
২৯	পটুয়াখালী	ধুমকি	লেবুখালি	১৪৩.৯৯	৩০.১১.২০২০
৩০	বরগুনা	তালতালি	ছোট বগি	১৪৩.২২	৩০.১২.২০২০
৩১	কুমিল্লা	মুরাদনগর	রোয়াচালা	১৫৯.৯০	২২.১১.২০২০
৩২	চাঁদপুর	হাইমচর	গোন্দামারা	১৫৯.৯৭	২৫.০২.২০২১
৩৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সড়াইল	শাহবাজপুর	১৪৩.৯৯	২৮.০১.২০২১
৩৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নবীনগর	সাতমোরা	১৪৪.০০	২৭.০৬.২০২০
৩৫	চট্টগ্রাম	স্বন্দীপ	হারামাইন	১৫৩.৯২	০৭.০৮.২০২০
৩৬	চট্টগ্রাম	রাউজান	পূর্ব গুজরা	১৫৯.৭৫	৩০.০৪.২০২১
৩৭	রংপুর	কাউনিয়া	হারগাছ	১৪৩.৬০	২১.০৩.২০২১
৩৮	টাঙ্গাইল	কালিহাটি	গোহালিয়া বাড়ী	১৫৪.৭১	১৪.০৩.২০২১
৩৯	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর	লতিফপুর	১৪৩.৩০	১৬.০২.২০২১
৪০	টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	দিঘর দেওলবাড়ী	৭১.৭২	২৯.০৪.২০২১
৪১	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর	বাউরা	১৫৮.৫১	৩১.০৫.২০২১
৪২	টাঙ্গাইল	ভুয়াপুর	অরজুনা	১৪২.৬১	৩০.০৫.২০২১
৪৩	ভোলা	চরফ্যাশন	আব্দুল্লাপুর	১৪৩.৪৮	৩১.০৫.২০২১
৪৪	পটুয়াখালী	দুমকি	আঙ্গারিয়া	১৪৩.৫৬	২৯.০২.২০২০
৪৫	চাদঁপুর	মতলব উত্তর	গোজরা	১৪৩.৯৮	০২.০৬.২০২১
৪৬	চাদঁপুর	হাইমচর	হাটিলা (পূর্ব)	১৪৪.০০	১৮.০৬.২০২০
৪৭	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	কামারপোরা	১৪৩.৭৬	২৪.০৫.২০২১
৪৮	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	নাকাই	১৪৩.৪৯	২৩.০৩.২০২১
৪৯	শেরপুর	সদর	পোড়াগাঁও	১৫৯.০০	২২.০৬.২০২০
৫০	মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদিখান	রওনিয়া	১৪৫.৯৫	২৯.০৪.২০২০
৫১	ঝালকাঠি	নলছিটি	কুশংগল	১৪২.১২	২৪.০৩.২০২০
৫২	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট	বুলাকিপুর	১৪৩.৮২	৩০.০৯.২০২০

(ঝ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	জয়পুরহাট	সদর	বাদশা	১৪৩.৯৯	০১.১১.২০২০
২	ঝিনাইদহ	হরিনাকুন্ডু	চাদপুর	১৫৪.৫৭	০৩.০৬.২০২০
৩	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা	মির্জাপুর	১৪৩.২৯	০২.০২.২০২১
৪	ভোলা	সদর	আলীনগর	১৪৩.১৮	২৯.১০.২০২০
৫	ভোলা	চরফ্যাশন	হাজারীগঞ্জ	১৪২.৮০	২৪.০৬.২০২১
৬	ভোলা	চরফ্যাশন	আসলামপুর	১৪১.৬৬	৩০.০৬.২০২১
৭	ভোলা	চরফ্যাশন	চর মানিকা	১৪২.১৫	২৪.০৪.২০২১
৮	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	ফতেহপুর	১৪৩.৬০	২১.০৬.২০২১
৯	চট্টগ্রাম	পটিয়া	দুলঘাট	১৪৩.৯৯	১৫.০৭.২০২০
১০	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	গুমানমরদন	১৪৩.৬০	২১.০৩.২০২১
১১	বান্দরবান	থানচি	পেইদু	১৪৩.৬০	৩১.০১.২০২১
১২	কক্সবাজার	টেকনাফ	হৈনক	১৪৩.৫২	২৮.০২.২০২১
১৩	চুয়াডাঙ্গা	ধামুরহুদা	নটিপুটা	১৪৩.৯৪	৩০.১২.২০২০
১৪	চুয়াডাঙ্গা	সদর	শংকরচন্দ্রা	১৪৪.০০	৩০.০৫.২০২১
১৫	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	নগদা	১৪৪.০০	৩০.০৫.২০২১
১৬	রাজবাড়ী	সদর	খানখানাপুর	১৪৩.৯০	১৮.০১.২০২১
১৭	রংপুর	কাওনিয়া	হারগাছ	১৪৩.৯০	২১.০৩.২০২১
১৮	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	কামারপাড়া	১৪৩.৭৬	২৪.০৫.২০২১
১৯	লালমনিরহাট	সদর	পঞ্চগ্রাম	১৪৩.৪৫	২৮.০১.২০২১
২০	কুড়িগ্রাম	চিলমারি	থানাঘাট	১৪৩.৮০	০১.০৭.২০২০
২১	কুড়িগ্রাম	চিলমারি	ধামশিরিনী	১৪৪.০০	০৯.০১.২০২০
২২	ঝালকাঠি	নলছিটি	মগর	১৪৩.৮৩	২৮.০৫.২০২১
২৩	ঝালকাঠি	রাজাপুর	বরৈয়া	১৫৭.৯৩	২৪.০৩.২০২০
২৪	হবিগঞ্জ	লাখাই	বামৈ (আরডি)	১৫৩.৭১	২৩.০৫.২০২১
২৫	হবিগঞ্জ	বাহুবল	বাদেশ্বর	৭৭.৪৬	১৫.০৫.২০২০
২৬	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	বুকশিমুল	১৫৮.০৭	২৩.০৬.২০২১
২৭	কক্সবাজার	টেকনাফ	হৈকং	১৪৩.২৯	৩১.০৩.২০২০
২৮	মাগুরা	মোহাম্মদপুর	পলাশবাড়ি	১৪৩.৯৯	২৪.০৬.২০২১
২৯	সিলেট	বালাগঞ্জ	পশ্চিম পৈইলনপুর	১৪৩.৩৩	৩০.০৫.২০২১

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
৩০	দিনাজপুর	বিরল	ফারাক্কা	৮১.৫৯	২৮.০৫.২০২১
৩১	যশোর	সদর	লেবুতলা	১৪৩.৯৮	২৯.০৬.২০২১
৩২	বাগেরহাট	চিতলমারি	নবারুন	১৪৩.৮২	২৭.১২.২০২০
৩৩	বরিশাল	হিজলা	গুয়াবাড়িয়া	১৪৩.৪৮	২৮.০২.২০২০

(ঞ) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কাম-স্টোর নির্মাণঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	বরগুনা	সদর	১০২.৯৩	২৯.০৭.২০২০
২	নরসিংদী	সদর	৮০.৯৯	২২.০৪.২০২১
৩	বরিশাল	মেহেন্দীগঞ্জ	১১৪.৯৩	২৮.০৫.২০২০
৪	কক্সবাজার	রামু	৮৯.৯৮	০৫.০৭.২০২০
৫	ভোলা	দৌলতখান	১০২.৮৩	১৫.০১.২০২০
৬	ভোলা	মনপুরা	১০৩.৩০	২২.০৫.২০২০
৭	চট্টগ্রাম	মিরেরশ্বরাই	৮১.৫৯	২৪.০৬.২০২১
৮	খুলনা	রুপসা	৮১.০০	২৯.০৬.২০২১
৯	বান্দরবান	রৌয়াছড়ি	৮০.৯৮	২৯.০৬.২০২১

(ট) মেরামত কাজের তথ্যাদিঃ

পরিচালন বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৭৭টি কাজের বিপরীতে বরাদ্দ দেয়া হয় ৫৮৮০.৯১ লক্ষ টাকা এবং এ বাবদ ব্যয় হয় ৫৩৪৮.৪৪ লক্ষ টাকা।

অপারেশন প্ল্যান (ওপি) এর আওতায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৭০টি কাজের বিপরীতে বরাদ্দ দেয়া হয় ৬১০৮.৮৭ লক্ষ টাকা এবং এ বাবদ ব্যয় হয় ৫৫৭০.৭১ লক্ষ টাকা।

(ঠ) চলমান প্রকল্পের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	চলমান কাজের সংখ্যা	গড় অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	আরটিসি এবং ওয়ারহাউজ এর মেরামত, সংস্কার ও নবরুপায়ন কাজ	০৯টি	৬৭.৬৭	
২	অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	০২টি	৩৩.৫০	
৩	বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ	৯টি	৪৬.১১	
৪	১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ	২৭টি	৫৮.৫২	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	চলমান কাজের সংখ্যা	গড় অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
৫	ঢাকা আজিমপুরস্থ নির্পোট ভবন নির্মাণ কাজ	১টি	৩৫	
৬	জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ	১০টি	৩৫.৩৫	
৭	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজ	৮টি	৫৩.১৯	
৮	নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ	৩টি	৪৮.৩৩	
৯	নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ	২টি	৩০.৫০	
১০	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণ কাজ	৪টি	৭৫.৫০	

(ড) ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের হারঃ বাস্তবায়নাধীন

(ঢ) ই-টেন্ডারিং: স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) কর্তৃক ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক

শতভাগ ক্রয়কার্যক্রম ই-জিপি (e-GP) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(ণ) ইনোভেশন প্রকল্পের তালিকাঃ

উদ্ভাবনী উদ্যোগঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে ইতোমধ্যে যে সকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ বা ই-সেবা চালু করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	এ্যাকশন আইটেম	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	ই-জিপি চালু	গত ডিসেম্বর'২০১৬ মাসে এইচইডি'তে ই-জিপির মাধ্যমে টেন্ডার চালু করা হয়। বর্তমানে প্রায় শতভাগ ক্রয় কাজের টেন্ডার ই-জিপির মাধ্যমে করা হচ্ছে।	
২.	দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ SMS Broadcasting Service ব্যবহার	গত ২২/০৩/২০১৭ খ্রি: তারিখে এইচইডি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে SMS Broadcasting Service চালু করা হয়েছে।	SMS Broadcasting Service নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৩.	Local Area Network (LAN) চালু	এইচইডি প্রধান কার্যালয় , সার্কেল ও বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে LAN স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারসহ দাপ্তরিক কাজ বাস্তবায়ন সহজতর করা হয়েছে।	
৪.	Digital Attendance চালু	এইচইডি'র সকল কার্যালয়ে Digital Attendance চালু করা হয়েছে। যার ফলে নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে উপস্থিতির হার বৃদ্ধিসহ দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা বেড়েছে।	
৫.	Access Control System চালু	এইচইডি, প্রধান কার্যালয়ে Access Control System চালুকরণের মাধ্যমে বহিরাগত অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যার ফলে দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা বেড়েছে।	

২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনায় নিম্নে বর্ণিত Action Item সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়ঃ

ক্রমিক	এ্যাকশন আইটেম	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	Human Resource Management (HRM) System তৈরী ও চালুকরণ	কাজ চলমান ।	
২.	Online Based Project Management System চালুকরণ	কাজ চলমান।	
৩.	Online-এ লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	কাজ চলমান।	
৪.	নির্মাণ কাজের নকশা সংক্রান্ত তথ্যাদি সার্ভারে সংরক্ষণ (e-Design system)	কাজ চলমান।	

১০.৬ ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

অপারেশনাল প্ল্যানভুক্ত কাজঃ ৪র্থ স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি'র অন্তর্ভূক্ত ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি) ওপি'র আওতায় জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে দেশব্যাপী বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ, নবরূপায়ন, মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য সর্বমোট ১১,৬৭,৬২৬.০১ (এগার লক্ষ সাতষট্টি হাজার ছয়শত ছাব্বিশ দশমিক শূন্য এক) লক্ষ টাকার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) কর্তৃক ৭,৩১,৫৯২.০১ (সাত লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশত বিরানব্বই দশমিক শূন্য এক) লক্ষ টাকার কাজ বাস্তবায়িত হবে। উক্ত পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে এইচইডি এর এডিপি'তে ১,৪৪,৮০০.০০ (এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত) লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রধান প্রধান কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে ২০২১-২০২২ সালের নতুন কাজের কর্মপরিকল্পনা:

ক্র. নং	কাজের নাম	প্রাক্কলন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	কাজের সংখ্যা	মন্তব্য
১	পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামোর মেরামত ও নবরূপায়ন কাজ	৪১৩০.০০	৫৪০টি	
২	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	৩৬৮০.০০	২৩টি	
৩	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন:নির্মাণ	৩২০.০০	২টি	
৪	১০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	৩৩০০.০০	০৬টি	
৫	২০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ	১২০০.০০	০১টি	
৬	আরপিটিআই নির্মাণ	২২০০.০০	০১টি	
৭	উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ	৩৭৪৫.০০	০৭টি	
৮	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) স্থাপন	৪০০০.০০	০১টি	
৯	নিপোর্ট ভবনে আসবাবপত্র সরবরাহ	৫০০.০০	১টি	
১০	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ	১৬০০.০০	০২টি	
	সর্বমোট	২৪৬৭৫.০০	৫৮৪টি	

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্বল্প সংখ্যক জনবলের মাধ্যমে নিরলস পরিশ্রম করে দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামোর নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দেশের আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবার

মান বৃদ্ধির সাথে সাথে এইচইডি'র কর্মপরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইচইডি'র কার্যক্ষমতা, গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে এইচইডি'র সম্প্রসারণ করে জনবল বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

১০.৭ ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর/ খাত কর্মসূচি/অপারেশনাল প্ল্যানসমূহ

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি **(HPNSP)**

জাতীয় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা' (Health, Nutrition & Population-HNP) বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা এবং HNP সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশলের (Strategy) আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে মোট ১,১৫,৪৮৬.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (HPNSP)' শীর্ষক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) রূপান্তরের ক্রান্তিকালে ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিটি শুরু হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG)-এর প্রধান ফোকাস ছিল স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; অপরদিকে এ খাতের বৃহত্তর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে পরিবেষ্টন করেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ২০৩০ সনের মধ্যে অর্জিত হবে। HPNSP-এর উন্নয়ন কার্যক্রম ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের (ওপি) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে ; তন্মধ্যে ১০টি ওপি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাভুক্ত যা নিম্নরূপঃ

(ক) ম্যাটারনাল চাইল্ড, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসসেন্ট হেলথ কেয়ার (MCRAH ২০১৭-২০২২)

ওপির মোট ব্যয় ১৩৬৭.৫১ কোটি টাকা। ওপি বাস্তবায়নের ফলে মা-শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২১৬.০০ কোটি টাকা; জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩০.৯০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৬০.৬০%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঔষধ, ডেলিভারি কিট, চিকিৎসাসামগ্রী, মায়ের ব্যাংক ক্রয়, এডুলেসেন্ট কর্নার তৈরি, আউটসোর্সিং খাতে ব্যয়, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (CCSDP ২০১৭-২০২২)

ওপির মোট ব্যয় ১৪৯৮.৪২ কোটি টাকা। এই ওপির উদ্দেশ্য হলো ২০২২ সালের মধ্যে মোট প্রজনন হার ২ অর্জন এবং Contraceptive Prevalence Rate (CPR) ৬২.৪ থেকে ৭৫% এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে Long Acting Permanent Methodসহ অন্যান্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা শক্তিশালীকরণ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২১৮.৯২ কোটি টাকা; জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১৫.৬৩ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫২.৮২%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে Strengthening LARC & PM Services, নতুন ১৮০০ Paid Volunteer নিয়োগ, MSR, Drugs, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(গ) ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (FPFSD ২০১৭-২০২২)

ওপির মোট ব্যয় ১৪৪৯.৩৮ কোটি টাকা। ২০২২ সালের মধ্যে মোট প্রজনন হার ২.০ অর্জনের লক্ষ্যে এই ওপির মাধ্যমে মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩০৫.১৫ কোটি টাকা; জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৩০.৩২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৭৫.৪৮%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও এমএসআর ক্রয়, স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংঘটন, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান (সিলেট সিটি কর্পোরেশন), এফডব্লিউসি'র পরিচালনা, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স, প্রশিক্ষণ, স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন (PME ২০১৭-২০২২)

ওপির মোট ব্যয় ২৪.৮৬ কোটি টাকা। এই ওপির উদ্দেশ্য হলো পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন অপারেশনাল প্ল্যান প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নসহ সার্বিক বিষয়ে কার্যকরী সমন্বয়সাধন এবং মাঠ পর্যায়ে performance পরিবীক্ষণ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৪.৩২ কোটি টাকা; জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২.১০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৪৮.৫৫%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ে (বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে) পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচির মনিটরিং কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

(ঙ) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS ২০১৭-২০২২)

ওপির মোট ব্যয় ১৩৩.৪০ কোটি টাকা। এই ওপির প্রধান কাজ হলো আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩১.১৫ কোটি টাকা: জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৩.৫৮ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৪৩.৬০%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে Publication of Monthly Report (LMIS), ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(চ) ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন (IEC ২০১৭-২০২২)

ওপির মোট ব্যয় ২৯৩.৪৬ কোটি টাকা। ওপির প্রধান প্রধান কাজগুলো হলো উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবার চাহিদা সৃষ্টি এবং বাল্যবিয়ের প্রভাব, কৈশোরকালীন গর্ভধারণ, দেরিতে বিয়ে ও প্রথম সন্তান জন্মদানের সুবিধা, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তরসেবা, প্রসব পরিকল্পনা, দু'সন্তানের মাঝে বিরতি, ছোট পরিবারের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৮৩.৪১ কোটি টাকা; জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৪.১৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৬৪.৯৩%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস'সহ অন্যান্য বিশেষ দিবস উদযাপন, সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ক্যাম্পেইন, পরিবার সম্মেলন আয়োজন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপনসহ রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার-প্রচারণা, প্রশিক্ষণ, AV Van (micro) ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(ছ) প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাইস ম্যানেজমেন্ট-এফপি (PSSM-FP ২০১৭-২০২২)

ওপির মোট ব্যয় ১৫৬.৪৫ কোটি টাকা। ওপির মাধ্যমে গুদামজাত, বিতরণ ও সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট-এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পণ্যাদি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩৬.৩০ কোটি টাকা; জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৬.৪১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৭২.৭৬%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিরাপত্তা প্রহরী, পণ্যাগার ও উপজেলা স্টোরে বেসরকারি পরিবহন (ঠিকাদারের মাধ্যমে) সংক্রান্ত ব্যয়, Procurement of Covered Van, ওয়ারহাউজ ভাড়া, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(জ) ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (TRD ২০১৭-২০২২)

ওপির মোট ব্যয় ২৪৮.৮৯ কোটি টাকা। প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ করা হলো এই ওপির মূল উদ্দেশ্য। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৪৮.৩৮ কোটি টাকা; জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭.৭৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫৭.৪৫%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, রিসার্স স্ট্যাডি, আসবাবপত্র ও যানবাহন ক্রয়, ন্যাশনাল সার্ভে ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(ঝ) মেডিকেল এডুকেশন এন্ড হেলথ ম্যানপাওয়ার ডেভেলপমেন্ট (MEHMD ২০১৭-২০২২)

ওপির মোট ব্যয় ১৬৮৬.৫৭ কোটি টাকা। বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই ওপির মাধ্যমে দক্ষ চিকিৎসক শ্রেণী ও স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী তৈরি করা হয় এবং এ লক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২৭১.০৬ কোটি টাকা; জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪৪.৪২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৫৩.২৮%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ও আসবাবপত্র ক্রয়, সমাজভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষা, IHT & MATS-এ শিক্ষা সহায়তা, সরকারি মেডিকেল কলেজে গাড়িচালক, বাবুর্চী, নিরাপত্তাকর্মী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ (আউটসোর্সিং) ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(ঞ) নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি এডুকেশন সার্ভিসেস (NMES ২০১৭-২০২২)

ওপির মোট ব্যয় ৪০৬.৮৫ কোটি টাকা। ওপির মূল উদ্দেশ্য হলো নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৭৬.১৩ কোটি টাকা; জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫০.৬৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৬৬.৫৯%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সেমিনার, কনফারেন্স, কনসালটেন্সি, বইপত্র ও সাময়িকী, কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে।

১১. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহিত হয় 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়' নথি অনুসরণপূর্বক এটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে অভীষ্ট-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) সরাসরি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ অভীষ্টের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জন এবং নিরাপদ, মানসম্মত, কার্যকর ঔষধ ও টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এর ৩.৭ লক্ষ্যমাত্রার ২টি সূচকে লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত যা নিম্নরূপঃ

লক্ষ্যমাত্রা ৩.৭:
২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য ও শিক্ষাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবায় সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যকে জাতীয় কৌশল ও কর্মসূচির অঙ্গীভূত করা। এর আওতায় ২টি সূচক রয়েছে-

- (৩.৭.১) আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা চাহিদা পূরণ করা হয়েছে, প্রজননক্ষম (১৫-৪৯ বছর বয়সী) এমন নারীর অনুপাত ২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা;
- (৩.৭.২) একই সময়ে প্রতি ১,০০০ কিশোরী মায়েদের (১০-১৪ বছর ও ১৫-১৯ বছর বয়সী) মধ্যে সন্তান জন্মদানের হার ৫০ এ নামিয়ে আনা।

অগ্রগতিঃ বিডিএইচএস-২০১৪ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা আধুনিক পদ্ধতিতে প্রজনন চাহিদা (১৫-৪৯ বছর) পূরণের হার ছিল ৭২.৬%; যা আগামী ২০২২ এর মধ্যে উক্ত ৭৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিবিএস ২০১৯ [মিকস] অনুযায়ী আধুনিক পদ্ধতিতে প্রজনন চাহিদা পূরণের হার ৭৭.৪%। অপরপক্ষে, এসভিআরএস-২০১৫ অনুযায়ী প্রতি ১০০০ কিশোরী মায়েদের মধ্যে (১০-১৪ বছর ও ১৫-১৯ বছর বয়সী) সন্তান জন্মদানের হার ছিল ৭৫। আগামী ২০২২ এর মধ্যে ৭০ এ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে হার ৭৪। ইতোমধ্যে, মোট প্রজনন হার ২.১ (এসভিআরএস-২০১৬) হতে ২.০৪ (এসভিআরএস-২০২০) এ হ্রাস পেয়েছে।

কো-লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্বঃ
এ বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২ (ক্ষুধা মুক্তি) এর ২.২ লক্ষ্যমাত্রার ২টি সূচক এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এর ১৯টি সূচকসহ মোট ২২টি সূচকে কো-লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে লীড মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া, এ বিভাগ মোট ৪১টি সূচকে সহযোগী বিভাগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। কো-লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে লীড মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করে এমন গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং তাদের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

লক্ষ্যমাত্রা: ২.২
২০২৫ সালের মধ্যে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী খর্বকায় ও রুদ্ধবিকাশ শিশুদের আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান। সূচকদ্বয় নিম্নরূপঃ

- অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বিত বিকাশের ব্যাপকতা (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি <-২) (২.২.১);
- অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থূলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় <-২ বছর বয়সী শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মানদন্ডের মধ্যমা হতে পরিমিত ব্যবধান) (২.২.২)।

লক্ষ্যমাত্রা: ৩.১
২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০ এর নিচে নামিয়ে আনা এবং প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ৮০% এ উন্নীতকরণ।

লক্ষ্যমাত্রা: ৩.২
২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুর প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু বন্ধের পাশাপাশি প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২ তে এবং প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে অনুর্ধ্ব ৫ শিশুমৃত্যুর হার কমপক্ষে ২৫ এ নামিয়ে আনা এবং

লক্ষ্যমাত্রা: ৩.৮

সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকা সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন;

কো-লীড হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সূচকের অগ্রগতিঃ

- এসভিআরএস-২০২০ এর তথ্য অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সের শিশু মৃত্যুর (USMR) হার ২৮ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) যা, ইতোমধ্যে ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির ২০২২ সালের লক্ষ্য-৩৪ অতিক্রম করেছে;
- এসভিআরএস-২০২০ অনুযায়ী নবজাতক শিশুমৃত্যুর হার ১৫ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) যা, ইতোমধ্যে ২০২৩ সালের টার্গেট-১৮ অতিক্রম করেছে। [অর্থাৎ সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে উপর্যুক্ত ২টি ক্ষেত্রে টার্গেট অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে]
- দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সন্তান জন্মদানের হার ৪২.১% (২০১৪) হতে ৫৩% (২০১৭)-এ (বিডিএইচএস) উপনীত হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৬৫%, যা অর্জন করা সম্ভব হবে;
- মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) বর্তমানে ১৬৩ (এসভিআরএস-২০২০) যা ২০২৩ সালের মধ্যে ১২১ এ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে অর্জিত অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অনুযায়ী উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ এর সাথে সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমন্বয়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এ দুয়ের আলোকে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি সংশোধন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রা ৩.৭ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ লীড হিসেবে কাজ করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট প্রজনন হার (২.০১, এসভিআরএস ২০১৯, লক্ষ্যমাত্রা ২.০, ২০২৫), অনুর্ধ ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যু হার (২৮, এসভিআরএস ২০১৯, লক্ষ্যমাত্রা ২৭, ২০২৫), নবজাতক মৃত্যু হার (১৫, এসভিআরএস ২০১৯, লক্ষ্যমাত্রা ১৪, ২০২৫), মাতৃ মৃত্যু অনুপাত (১৬৫, এসভিআরএস ২০১৯, লক্ষ্যমাত্রা ১০০, ২০২৫), ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের হার (২২.৬ মিকস ২০১৯, লক্ষ্যমাত্রা ১৫%, ২০২৫), ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার (২৮% মিকস ২০১৯, লক্ষ্যমাত্রা ২০%, ২০২০), প্রশিক্ষিত ধাত্রী কর্তৃক প্রসব সেবা প্রদানের হার (৫৯% এসভিআরএস ২০১৯, লক্ষ্যমাত্রা ৭২%, ২০২৫) এবং কন্ট্রাসেপটিভ প্রিভেলেন্স রেট (সিপিআর) (৬৩.৪ এসভিআরএস ২০১৯, লক্ষ্যমাত্রা ৭৫, ২০২৫) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির আওতায় অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে মোট প্রজনন হার ও শিশু মৃত্যু হারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে; অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ে অর্জন করা সম্ভব হবে।

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সাল থেকেই স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ পর্যন্ত মোট ৩টি সেক্টর কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তাবায়িত হয়েছে। যার ফলে এসডিজি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে জুন ২০২৩ সালে। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-৩ অর্জন করা। উক্ত সেক্টর কর্মসূচিতে কৈশোর স্বাস্থ্য সেবাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শুধুমাত্র কৈশোর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য মা, শিশু, প্রজনন ও বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি (এমসিআরএএইচ) নামক একটি অপারেশানাল প্লান বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহার, কৌশলগত স্বাস্থ্য সেবা, অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য এ বিভাগের আওতায় ১০টি অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়িত হচ্ছে।

✓ এসডিজি বাস্তবায়নে প্রণীত বিভিন্ন কমিটিঃ

-এসডিজি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন;
-এসডিজি ওয়াকিং কমিটি গঠন;
-এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন;
-এসডিজি বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন জাতীয় আন্তর্জাতিক সূচকের জন্য মানসম্মত, হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে পরিসংখ্যান সেল গঠন;
-এসডিজি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

✓ মানব সম্পদ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার এবং নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আরও ডাক্তর এবং নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ১৩৫০০ জন কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী (সিএইচসিপি) এবং ৩০০০ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, পরিবার কল্যাণ সহকারী (এফডব্লিউএ) এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার প্রায় ৬২২৮টি পদে বর্তমানে নিয়োগের বিষয়াধি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তায় পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সিলর পদে ১০ জন, পেইড ভলান্টিয়ার পদে ৪৩১৬ জনের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে, যারা বাংলাদেশের দূর্গম এলাকাসহ মোট ৫৬টি উপজেলায় কাজ করছে।

জেলা পর্যায়ে গাইনী এন্ড অবস এবং এনেস্থেটিস্ট কর্তৃক ২৪ ঘন্টা সেবা কেন্দ্রে অবস্থানপূর্বক জরুরি প্রসবসেবা (সিএমইওসি) প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

✓ **কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপঃ**

কৈশোরকালীন জন্মহারকে কাঙ্খিত পর্যায়ে হ্রাসের লক্ষ্যে ২০১৭-৩০ সাল মেয়াদের জন্য জাতীয় কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্র অনুমোদিত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজ চলছে। বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রে ১১০৩ টি কৈশোর বান্ধব কর্ণার স্থাপিত হয়েছে এবং প্রতিবছর ২০০টি কর্ণার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে বিপুল সংখ্যক কিশোর-কিশোরীদেরকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। নগর স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪০০০ পোশাক কর্মীর নীচে নয় এমন ৩৭৪ টি পোশাক তৈরি শিল্পে কর্মরত কিশোর-কিশোরীদেরকে এ ধরণের পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনা হয়েছে; আরও ৫০০টি এ সেবার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

✓ **চাহিদা বৃদ্ধিকরণে গৃহীত পদক্ষেপঃ**

পরিবার পরিকল্পনা সেবার চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে, যেমন- সামাজিক আচরণ পরিবর্তন, যোগাযোগ (এসবিসিসি) মেলা, পরিবার সম্মেলন, দেশব্যাপী অডিও-ভিজুয়্যাল ভ্যানের মাধ্যমে চলচিত্র প্রদর্শনী, নববিবাহিত দম্পতিদের গিফট বক্স প্রদান ও গর্ভনিরোধক পরিচিতিকরণ, বয়ঃসন্ধি সংক্রান্ত সভা/কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরি, লোকসংগীত ও জারি গানের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা তৈরি।

✓ **অবকাঠামোঃ**

৩৯২৪ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) থেকে প্রজনন, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়; তন্মধ্যে ২৮৫৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) থেকে ২৪ ঘন্টা (২৪/৭) সেবা প্রদান করা হয়। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ৮৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (এমসিডব্লিউসি) রয়েছে; তন্মধ্যে অর্ধেকের বেশি প্রতিষ্ঠান সারাক্ষণ জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদান করে। সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান ত্বরান্বিত করণের লক্ষ্যে সারাদেশ জুড়ে আরও ৪৯টি এমসিডব্লিউসি, ২০০টি ইউএইচএফডব্লিউসি এবং ৯৯টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। এছাড়া, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে তিনটি বিভাগে তিনটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

✓ **উদ্ভাবনঃ**

নিবন্ধনের মাধ্যমে সম্পাদিত বিবাহিত নব দম্পতিকে দেরীতে গর্ভধারণের লক্ষ্যে সকল নিবন্ধীকরণ কেন্দ্রে গিফট্ বক্স সরবরাহ করা হচ্ছে। এসব বাক্সে গর্ভনিরোধক এবং তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ (আইইসি) সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকে। দূর্গম এলাকায় প্রথম সারির কর্মীদের চুক্তিবদ্ধ নিয়োগের মাধ্যমে এবং গর্ভবর্তী নারীদের নিবন্ধীকরণ ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে সকলভাবে বাস্তবায়িত করবে। শহরের বস্তিতে এবং গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত নারীদেরকে প্রথম টার্গেট গ্রুপ ধরলে এ উদ্ভাবনি কার্যক্রমটি আরও প্রসারিত হবে।

কর্মসূচির চ্যালেঞ্জ :

- মোট জনসংখ্যার ২০% কিশোর-কিশোরী হওয়ায় বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবাকে ৪র্থ সেক্টর প্রোগ্রামে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের গর্ভনিরোধক ব্যবহারকারীর হার জাতীয় গড়ের চেয়ে ১৩% পয়েন্ট কম এবং অপূর্ণ চাহিদা জাতীয় গড়ের তুলনায় ৩৫% পয়েন্ট বেশি। বাংলাদেশের কৈশোরকালীন জন্মহার পৃথিবীতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে;
- বাল্যবিয়ে এখনও একটি বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার আইন থাকলেও ৫৯ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই (বিডিএইচএস-২০১৭);
- ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের ৩১ শতাংশ ১ম অথবা ২য় বারের মতো গর্ভবতী হন (বিডিএইচএস-২০১৭)। ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৫২% (বিডিএইচএস-২০১৭)। পরিবার পরিকল্পনার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের হার মাত্র ৫৪.১ শতাংশ (বিডিএইচএস-২০১৪);
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার এখনও ১২ শতাংশ (বিডিএইচএস-২০১৪)। পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ড্রপ আউটের হার (ঝড়ে পড়া) এখনও ৩০ শতাংশ (বিডিএইচএস-২০১৪);
- সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ মায়ের প্রসব এখনও বাড়িতে সংগঠিত হয় (বিডিএইচএস-২০১৭);
- সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে মোট প্রজনন হার অন্যান্য বিভাগের চেয়ে এখনও বেশি (বিডিএইচএস-২০১৭);
- সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, শহর-গ্রাম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে;
- দুর্গম এলাকার (হাওড়, বাঁওড়, বিল, চর, ছিটমহল, পার্বত্য ও উপকূলীয় এলাকা) জনগণের নিকট এখনও পরিবার পরিকল্পনা সেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমঃ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর দেশব্যাপি সাধারণ জনগণের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জেন্ডার বিষয়ে তথ্য ও সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

- বর্তমানে ১৯,৫৮৩ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী, ৩৯৬২ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, ৫০৯৬ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং ২,৩০৭ জন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন;
- মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতি মাসে ৮টি করে প্রায় ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হচ্ছে। ২৮৫৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) থেকে সপ্তাহে সাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা (২৪/৭) স্বাভাবিক প্রসব (Normal Delivery) সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- ঢাকার আজিমপুরস্থ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই) ও মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিস ও ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি) থেকে মা ও শিশু সেবা দেয়া হচ্ছে;
- ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র থেকে জরুরি প্রসূতি সেবা ও অন্যান্য বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ের ১৪টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ১১০৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্ণার থেকে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে;
- জাতীয় পুষ্টি প্রোগ্রামের সাথে সমন্বয় করে ১১টি জেলার ৯১টি উপজেলায় পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- নগর স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪০০০ জন পোশাক কর্মীর নীচে নয় এমন ৩৭৪ টি পোশাক তৈরি শিল্পে কর্মরত কিশোর-কিশোরীদেরকে এ ধরণের পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনা হয়েছে; আরও ৫০০টি তৈরি পোশাক শিল্পে এ সেবার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে
- নগরের বস্তিবাসীদের পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর 'সেবা ও প্রচার সপ্তাহ' পালন করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ, বাল্যবিয়ে রোধ, দু'সন্তানের মাঝে বিরতি, সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখা, প্রশিক্ষিত সেবাপ্রদানকারী দ্বারা সন্তান প্রসব, গর্ভবতীর সেবা, প্রসবকালীন বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, নব-দম্পতি ও একসন্তান বিশিষ্ট দম্পতি এবং যুবক-যুবতীদের নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় (টিভি ও রেডিও) বিজ্ঞাপন, স্ক্রল, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রয়েছে;
- সারাদেশে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পল্লীগান, পথনাটক, বিলবোর্ড স্থাপন করে ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর 'জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল' থেকে এ বিষয়ে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন উপজেলাসমূহে ক্লায়েন্ট ফেয়ার বা 'গ্রহীতা মেলা', 'পরিবার সম্মেলন' ও 'পরিবার পরিকল্পনা মেলা'র আয়োজন করা হচ্ছে;
- মাতৃমৃত্যু রোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ইতোমধ্যে ১৩৮টি সচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে;
- গর্ভবতী মায়েদের মোবাইলে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এএনসি, ডেলিভারি ও পিএনসি সেবা নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এসএমএস বা মোবাইল বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে এবং মায়েদের গর্ভকালীন সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে 'মায়ের ব্যাংক' চালু করা হয়েছে;
- বিদ্যালয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি ও শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে 'কল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে, যেখান থেকে ২৪/৭ মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়, যার নম্বর ১৬৭৬৭;
- ফেইসবুক ও ইউটিউব-এ পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট এবং "পপুলেশন কাউন্সিল অব বাংলাদেশ"-এর সহযোগিতায় কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে বয়:সন্ধি স্বাস্থ্য বার্তা নামে একটি বার্তা প্রকাশিত হচ্ছে;
- মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত, নির্ভুল ও সহজভাবে সংগ্রহের জন্য ওয়েব বেজড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এ বিভাগের আওতায় ১৪টি প্রকল্প ও অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, বরাদ্দবিহীন অনুমোদিত ১৯টি প্রকল্প রয়েছে। তন্মধ্যে তিনটি বিভাগে তিনটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন রয়েছে। চলমান ১৪টি সহ অনুমোদিত ১৯টি প্রকল্পের জন্য মোট ২৫৫৮.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে থোক ৫৩১.০০ কোটি টাকা। প্রকল্প কার্যক্রমের অন্যতম হলো বঙ্গমাতা সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্স সেন্টার স্থাপন, বিএসএমএমইউ এ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপন, তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ। বিচ্ছিন্ন প্রকল্প ছাড়াও সেক্টর কর্মসূচির মাধ্যমে এ বিভাগের আওতায় ১০টি অপারেশনাল প্ল্যান (ওপি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব ওপি'র মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও প্রজনন সেবা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও, ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ১৯টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মেধ্যে, ৩টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণের প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন প্রকল্প হতে ইতোমধ্যে ২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, ২টি প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ হয়েছে। তবে, সকল প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে।

১২. আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

(ক) বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২১

দেশে মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার প্রসার এবং মানসম্মত চিকিৎসক তৈরি করার উদ্দেশ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরিচালনা সংক্রান্ত বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন বিধায় 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২১' প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২১' আইনটি মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর মন্ত্রিসভার নির্দেশনা মোতাবেক ভেটিং-এর জন্য প্রেরণ করা হয়। খসড়া আইনটি ভেটিং হয়ে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ভেটিং-এ খসড়া আইনটিতে কিছু সংশোধনী আনায় তা পুনরায় উক্ত বিভাগে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২১

বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত সহযোগী কার্যক্রমে দক্ষ জনবল তৈরি এবং এইরূপ শিক্ষার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে The State Medical Faculty of Bangladesh-এর রূপান্তরক্রমে একটি বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ্ শিক্ষা বোর্ড গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সমীচীন বিধায় 'বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২১' প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড আইন, ২০১৮'-এর তফসিলের চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশটুকু কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সংশোধন করে ০৪ নভেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে গেজেট প্রকাশ করে। পরবর্তীতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত বাদ দেয়া বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২১' এর খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো) হতে প্রমিতকরণপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন অধিশাখায় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগত অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপনের জন্য 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস্-এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেনশন সংবিধি

Bangladesh College of Physicians and Surgeons Order 1972 (President's Order No. 63 of 1972) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন বিধায় বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৮'-এর ১৮ ধারার আলোকে অর্থ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নীতিমালার শর্তসমূহ পূরণপূর্বক বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস্-এর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত পেনশন সংবিধি অনুমোদনের নিমিত্ত অর্থ বিভাগের মতামতের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঘ) Medical Colleges (Governing Bodies) (Repeal) Act, 2021

বর্তমানে বিদ্যমান মেডিক্যাল কলেজের গভর্নিং বডি সংক্রান্ত অন্যান্য আইন/অধ্যাদেশের সাথে The Medical Colleges (governing bodies) Ordinance, 1961 তুলনামূলক পর্যালোচনা ও উপযোগিতা যাচাই করে এর কোনো উপযোগিতা পরিলক্ষিত না হওয়ায় আইনটি রহিতকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। The Medical Colleges (governing bodies) Ordinance, 1961' রহিতকরণের নিমিত্ত প্রণীত Medical Colleges (Governing Bodies) (Repeal) Act, 2021' বিলটি জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

(ঙ) Medical Degrees (Repeal) Act, 2021

Medical Degrees Act 1916'-এর কার্যকারিতা যাচাইপূর্বক এর প্রয়োগিক ক্ষেত্রসমূহ 'বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০'-এর সাথে সাংঘর্ষিক পরিলক্ষিত হওয়ায় আইনটি রহিতকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 'Medical Degrees Act 1916' রহিতকরণের নিমিত্ত প্রণীত Medical Degrees (Repeal) Act, 2021- বিলটি জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

(চ) শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২১

বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, সেবার মান উন্নয়ন এবং সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণে সরকার যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খুলনা জেলায় "শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। গত ০১/০২/২০২১ তারিখে 'শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২১' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে।

(জ) বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২১

শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিং শিক্ষাসহ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান, শিক্ষা প্রদানকারীদের মান তদারকি ও নিয়ন্ত্রণসহ যোগ্যতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২১' -এর খসড়ার বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক মতামত প্রদান

সংক্রান্ত কমিটি'র সুপারিশ পাওয়া গেছে। আইনটির বিষয়ে মন্ত্রিসভার নীতিগত সম্মতি গ্রহণের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভার পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঝ) মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২০

'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০১৯' সংশোধনপূর্বক হালনাগাদ করে 'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ট) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত আদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন, পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তৎপরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১'-এর খসড়া ৩১.০৫.২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে খসড়া আইনটি ০৯.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখে ভেটিং এর নিমিত্ত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঠ) বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত আদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তৎপরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১'-এর খসড়া 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'তে প্রেরণ করা হয়। কমিটি ২৭.০৫.২০২১, ০৯.০৬.২০২১ এবং ২৩.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখে সভা করে আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি অনুযায়ী খসড়া আইনটি নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে।

১৩. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ইনোভেশন ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

১৩.১ ইনোভেশন ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর আলোকে):

নাগরিক সেবা দ্রুত ও সহজলভ্য করা এবং জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- "উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ" বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে ৪টি;
- "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক ২ দিনের ৪ টি এবং "সেবা সহজীকরণ" বিষয়ক ২ দিনের ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে;
- "উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ" বিষয়ক ডকুমেন্টেশন প্রকাশ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগের উদ্ভাবকের মধ্য থেকে ৮ জন উদ্ভাবককে প্রশাংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- উদ্ভাবনী প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজন:

গত ১১ মে ২০২১ তারিখে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এ বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তরের অংশগ্রহণে উদ্ভাবনী প্রদর্শনী (শোকেসিং) ইভেন্ট ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শোকেসিং ইভেন্টে ১২ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ রেপ্লিকেশন করার জন্য সুপারিশকৃত হয় এবং বাকি ৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পুনরায় পাইলটিং করার জন্য সুপারিশকৃত হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত ১২ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের মধ্য হতে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ৩টিকে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে সুপারিশ করা হয়।

রেপ্লিকেশন-এর জন্য সুপারিশকৃত ৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ:

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবকের নাম, পদবি ও সংস্থা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সেবা সহজিকরণ	জনাব মল্লিকা খাতুন উপসচিব (পার-১)	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
২	দুর্গাপুর ইউনিয়নে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা নিশ্চিতকরণ	জনাব এ কে এম জহিরুল ইসলাম উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, নোয়াখালী	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৩	Mothers' Club-এর সম্পৃক্ততায় প্রসবপূর্ব সেবা-৪ ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা বৃদ্ধিকরণ	জনাব ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ফেনী সদর, ফেনী	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৪	জরায়ু মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং কার্যক্রম	জনাব মো: ওমর ফারুক উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৫	পোশাক কারখানায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্যাটেলাইট কর্নার স্থাপন ও সেবা প্রদান	জনাব প্রদীপ চন্দ্র রায় উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৬	মিশ্র পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ (Blended Learning)	জনাব মোসা: শাহিনুর বেগম অধ্যক্ষ, ঝালকাঠি নার্সিং কলেজ	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

অধিকতর পাইলটিং-এর জন্য সুপারিশকৃত ৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ:

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবকের নাম, পদবি ও সংস্থা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	Meeting Management Through Online	জনাব মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম উপসচিব (প্রশাসন-২)	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
২	ব্যাপক ও সমন্বিত স্কুল স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম	ডা: মো: আবু নাছের নুরুল ইসলাম চৌধুরী , উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, দিনাজপুর	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৩	মোবাইল কল এবং উপহার প্রদানের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবায় উদ্বুদ্ধকরণ	ডা: নাসিমা খানম ইভা উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, হবিগঞ্জ জেলা	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৪	Audit Tracking System (ATS) Software	জনাব শেখ হাফিজ উদ্দিন উপপরিচালক, নিরীক্ষা ইউনিট, সদর দপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৫	সেবা সহজীকরণে ক্লাউডনেট	জনাব মো: নাসির উদ্দিন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা)	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
৬	প্রশিক্ষণার্থীদের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম	জনাব হিরো ধর প্রশিক্ষক, নিপোর্ট	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন:

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবকের নাম, পদবি ও সংস্থা	শ্রেষ্ঠ তালিকায় অবস্থান
১	দুর্গাপুর ইউনিয়নে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা নিশ্চিতকরণ	জনাব এ কে এম জহিরুল ইসলাম উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, নোয়াখালী	প্রথম
২	সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সেবা সহজীকরণ	জনাব মল্লিকা খাতুন উপসচিব (পার-১) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	দ্বিতীয়
৩	পোশাক কারখানায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্যাটেলাইট কর্নার স্থাপন ও সেবা প্রদান	জনাব প্রদীপ চন্দ্র রায় উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ	তৃতীয়

১৪. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/সংস্থা এর গৃহীত কার্যক্রমঃ

১৪.১ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

১। গৃহীত কার্যক্রম:

- কন্ট্রোল রুম স্থাপন
- RT-PCR পরীক্ষার ল্যাব স্থাপন
- করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল স্থাপন
- সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে করোনা প্রাদূর্ভাব মোকাবেলায় একীভূত করার জন্য সক্ষম মেডিকেল কলেজসমুহের সাথে MOU স্বাক্ষর।

২। সেবা প্রদানের সাথে জড়িত অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম:

- **সকল সরকারী মেডিকেল কলেজ,**
- **ডেডিকেটেড বেসরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।**

৩। বাস্তবায়ন:

- ১৮/১১/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ২৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ৭,৬৭,৮৯৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয় এবং ১১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৫৭,৭৬৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

৪। উপকার ভোগী:

- করোনা সংক্রমণে সন্দেহজনক সাধারণ জনগণ-কে RT-PCR পরীক্ষার মাধ্যমে করোনা রোগী সনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে চিকিৎসা সাহায্য প্রদান।

৫। আর্থিক সংশ্লেষ:

- স্ব-স্ব মেডিকেল কলেজের রাজস্ব বাজেট হতে RT-PCR ল্যাব-এর চাহিদা মোতাবেক ব্যয় সংকুলান করা হয়।

৬। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- দেশে বর্তমানে ২৬টি সরকারি ও ১১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে RT-PCR পরীক্ষা করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি মেডিকেল কলেজে এই সুযোগ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে সারাদেশে করোনা মোকাবেলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

৭। কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ:

- সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে RT-PCR ল্যাব পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত পর্যাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে।

৮। উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ:

- RT-PCR ল্যাব পরিচালনার জন্য স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষিত জনবলের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রিয়েজেন্ট এর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করণ।

১৪.২ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর:

১। গৃহীত কার্যক্রম:

- স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- কার্যক্রম পরিচালনা এবং মনিটরিং এর জন্য কমিটি গঠন;
- আক্রান্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা প্রদানে Quick Response Team গঠন;
- কার্যক্রম মনিটরিং ও নির্দেশনা প্রদান এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণকালীন সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ভার্চুয়াল সভা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন;

- জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতালে কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা প্রদান;
- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা;
- কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ ও সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- সেবাপ্রদানকারীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ;
- জন্মনিয়ন্ত্রণ ও ঔষধসামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- সরকার ঘোষিত প্রনোদনা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ।

২। <u>সেবা প্রদানের সাথে জড়িত অধিদপ্তর/সংস্থার নাম:</u>

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন সকল হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রসমুহ।

৩। <u>বাস্তবায়ন:</u>

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনা সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- সেবা প্রদানকারী এবং সেবাগ্রহণকারীদের করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায় হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল সেবাকেন্দ্রে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী 'স্বাস্থ্যবিধি' অনুসরণ করে সেবাপ্রদান অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ সংক্রমণকালে মাঠ পর্যায়ে সেবা কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান রাখার জন্য একটি কমিটি গঠন এবং নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- সরকার ঘোষিত ছুটিকালীন সময়েও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন সেবাকেন্দ্রসমূহ খোলা রেখে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূনঃনির্ধারিত সময়ে এবং বর্তমানে অফিস সময়সূচী অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংক্রমণের শুরু হতে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষত অতিরিক্ত জনসমাবেশ না করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে বিভিন্ন পদ্ধতি বিতরণের সময় করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- কোভিড ১৯ সময়কালের শুরু হতে মাঠ পর্যায়ের সেবাপ্রদানকারীদের গর্ভবতী মায়েদের করোনা ভাইরাস এর সংক্রমণ প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গর্ভকালীন সেবা নিশ্চিতকরণসহ সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও পরামর্শ প্রদান এবং সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে একটি কুইক রেসপন্স টিম (Quick Response Team) গঠন করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সেবাদানকারীদের সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন জাতীয় পর্যায়ের ৩টি সেবা প্রতিষ্ঠানসহ (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর; এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর এবং এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা) সারাদেশের সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত সেবাদানকারীদের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনে হোম কোয়ারেন্টাইনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ের ইউনিয়ন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত সেবা প্রদানকারীদের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সেবা প্রদান ও করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় জীবাণুনাশক এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী (যেমন- গাউন/পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস্, সেনিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী) ক্রয়/সংগ্রহের জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- করোনা প্রাদুর্ভাবের সময়েও মাঠ পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধপত্র এবং এমএসআর এর মজুদ ও বিতরণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পণ্যাগারসমুহের মাধ্যমে উপজেলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে উক্ত দ্রব্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যহত রাখা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে তা মনিটরিং করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন জাতীয় পর্যায়ের সেবা প্রতিষ্ঠান ২০০ শয্যা বিশিষ্ট এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকাকে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য নির্ধারণপূর্বক কোভিড-১৯ আক্রান্তদের সেবা প্রদান করা হয়েছে। ১৬ এপ্রিল, ২০২০ থেকে লালকুঠিতে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তিপূর্বক সেবাদান কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৪৩৮ জন ভর্তিকৃত রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়;
- জাতীয় পর্যায়ের সেবা প্রতিষ্ঠান এমসিএইচটিআই আজিমপুর, ঢাকায় ২৫ আগস্ট ২০২০ হতে কোভিড-১৯ এর নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৮৮০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে;

- ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগসহ বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত সুরক্ষাসামগ্রী (পিপিই, মাস্ক,গগলস্, হেক্সিসল) অধিদপ্তরাধীন জেলা, উপজেলা ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ সময় পর্যন্ত ৪৩,৮০০পিস পিপিই, ৫১,০৩৮পিস মাস্ক, ৯৫২৪টি গগলস ও ৯৪২ ভায়াল হেক্সিসল বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৭,৫০০পিস পিপিই, ১১৬২টি মাস্ক, ৫৭১পিস গগলস ও ৫৮ ভায়াল হেক্সিসল পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় পণ্যাগারে মজুদ রয়েছে;
- মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল জেলার উপপরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক, অধিদপ্তরের অন্যান্য পরিচালকবৃন্দের অংশগ্রহণে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে ভার্চুয়ালি সভা করা হয়েছে;
- মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় পরিচালক, অধিদপ্তরের অন্যান্য পরিচালকবৃন্দের অংশগ্রহণে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে ভার্চুয়ালি সভা করা হয়েছে;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা বিভাগীয় সকল সেবাকেন্দ্র হতে করোনা সংক্রান্ত ৫টি উপসর্গ নিয়ে সেবা গ্রহণকারীদের (গর্ভবতী মা ও শিশুদের) তথ্যাদি দুটি আলাদা ছকে অনলাইনে নিয়মিত সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে;

- প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে:
  - করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সাধারণ সতর্কতামূলক, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ৩(তিন)টি বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত জাতীয় ৩০টি পত্রিকায় ১৮০বার প্রচার করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
  - কোভিড-১৯ এর বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে ৩টি বিজ্ঞাপন তৈরী পূর্বক ৫৭৫০ বার প্রচার করা হয়েছে;
  - বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে তথ্যমূলক বিজ্ঞাপন (কোভিড-১৯ বিষয়ে সতর্কতা, গর্ভকালীন সময়ে সতর্কতা, সামাজিক সচেতনতা ও কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকালীন পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে) জাতীয় পত্রিকায় অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে;
  - করোনা প্রাদুর্ভাবকালীন পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক তথ্য সম্বলিত টিভিস্ক্রল ৫টি টিভি চ্যানেলে ২মাসব্যাপী প্রচার করা হয়েছে;
  - এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফেসবুকে পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন (২ মাসব্যাপী) কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে;
  - প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে এটিএন নিউজ চ্যানেলে জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠান 'কানেক্টিং বাংলাদেশ' এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকালীন অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিষয়ে ৮টি পর্ব প্রচার করা হয়েছে;
  - কোভিড- ১৯ প্রাদুর্ভাবকালীন সংক্রমণ রোধে ফেসমাস্ক এর সঠিক ব্যবহারের নিয়ম সংক্রান্ত টিভি বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
  - সামজিক দূরত্ব বজায় রেখে পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষায় সচেতনতামূলক টিভি বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
  - কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতামূলক ৩,০০,০০০লিফলেট ও ৫০,০০০ পোষ্টার প্রিন্টিং ও দেশব্যাপী বিতরণ করা হয়েছে;

দেশব্যাপী ৩৫টি অডিও-ভিজুয়াল ভ্যানের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক এভি ভ্যান শো এর আয়োজন করা হয়েছে ও প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪। উপকার ভোগী:

- সারাদেশের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারী সক্ষম দম্পতি, মা ও শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তাদের পরিবারের সদস্যসহ অগণিত জনসাধারণ।

৫। আর্থিক সংশ্লেষ:

- মোট ১৫ কোটি ২০ লক্ষ ৪১ হাজার ৮শত টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৬। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- মাঠপর্যায়ে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ (Second Wave) মোকাবেলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান ;
- 'No Mask No Service' এবং বয়স্ক জনসাধারণের মধ্যে কোভিড বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে মোট ২টি বিজ্ঞাপন প্রস্তুত ও মাস্ক পরিধান সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ১টি বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্রয় প্রক্রিয়া অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

- দেশব্যাপী ৩৫টি অডিও-ভিজুয়াল ভ্যানের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক এভি ভ্যান শো আয়োজন অব্যাহত রাখা হয়েছে;
- 'স্বাস্থ্যবিধি' অনুসরণের নিমিত্তে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মচারীদের করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে জীবানুনাশক এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, গ্লোভস ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার) ক্রয় বাবদ করোনাকালীন সময়ের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান;
- বিভিন্ন পর্যায়ের সেবা প্রদানকারীগণের সাথে ডিজিটাল প্লাটফর্মে ভার্চুয়াল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- 'স্বাস্থ্যবিধি' অনুসরণপূর্বক ডিজিটাল প্লাটফর্মে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করা;
- পরিবার পরিকল্পনা, মা, শিশুস্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাস্তবায়ন করা;
- সংশোধিত অপারেশনাল প্ল্যানে কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও অর্থ সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭। কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ:

- কোভিড-১৯ মহামারী দীর্ঘসূত্রতার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেবা প্রদান এবং সেবা গ্রহণকারীদের সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- সেবাগ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারী উভয়ের কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতার অভাব;
- সেবা প্রদানকারী জনবলের স্বল্পতা;
- সেবা প্রদানকারীদের কোভিড-১৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- করোনা আক্রান্ত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সেবাদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঠিক চিকিৎসা এবং সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কোভিড-১৯ মহামারী দীর্ঘসূত্রতার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেবাপ্রদান, ভার্চুয়াল সভা, মনিটরিং, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলার প্রয়োজনে ভবিষ্যতে সরকারি সাধারণ ছুটি প্রদান করা হলে সে সময়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও সুপারভিশন ও মনিটরিংসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও সমন্বয় করা;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সেবাদানকারী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকারের গৃহীত আর্থিক প্রণোদনা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
- নতুন পরিকল্পনায় কোভিড-১৯ এর জন্য বরাদ্দ নির্ধারণপূর্বক সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ।

৮। উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ:

- 'No Mask No Service' এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা;
- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম জোরদার করা;
- সেবাপ্রদানকারী ও সহায়তাকারীদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ;
- অফিস বিল্ডিং এ প্রবেশ করার পূর্বে সকলের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা;
- অফিসে বায়ু চলাচল বাড়ানোর ব্যবস্থা করা;
- কর্মক্ষেত্রে দর্শনার্থীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ;
- ঘনঘন সংস্পর্শে আসা জায়গা ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র বার বার জীবাণূনাশক দিয়ে পরিস্কার করায় উদ্বুদ্ধ করণ;
- জনসাধারণের চলাচলের এলাকাসমূহ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গন পরিস্কার করা;
- কর্মক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা;
- ট্রায়জ ব্যবস্থাপনা জোরদার করা;
- জীবানুনাশক দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিস্কার করা;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে মেনে চলা;
- জনসচেনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের জন্য প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১৪.৩ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

১। গৃহীত কার্যক্রম:

- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নার্স নিয়োগের প্রস্তাব ও ৫০৫৪ জনকে জরুরীভিত্তিতে নিয়োগ দান;
- কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমুহে নার্স পদায়ন;
- কোভিড আক্রান্ত নার্সদের চিকিৎসা ও জরুরি বিষয়ে সার্বক্ষণিক তদারকি;
- নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধসহ শিক্ষা ছুটি বাতিল ঘোষণা;

- হাসপাতালে নার্স ও মিডওয়াইফ কর্তৃক করোনা রোগী সেবা প্রদান মনিটরিং করার জন্য অধিদপ্তরসহ উপজেলা,জেলা, বিভাগভিত্তিক কমিটি গঠনপূর্বক দায়িত্ব প্রদান;
- পিপিইসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রদান;
- করোনায় মৃত ও আক্রান্ত নার্স ও মিডওয়াইফদের নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরি;
- করোনা পরিস্থিতিতে ডিজিএনএম ডিজিটাল সেবা প্রদান;
- করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় নাসর্দের কার্যক্রমের উপর ডকুমেন্টারী তৈরি;
- নার্স ও মিডওয়াইফদের কোভিড-১৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য আইপিসি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি;
- নার্সদের উপর কোভিড-১৯ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় আইপিসি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরীর কাজ চলমান;
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় নার্সদের নিয়ে কোভিড-১৯ বিষয়ক গবেষণার কাজ চলমান।

২। সেবা প্রদানের সাথে জড়িত অধিদপ্তর/সংস্থার কাযক্রম:

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানসমুহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা প্রদান;
- কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমুহে নার্সিং জনবল পদায়ন;
- সহযোগী সংস্থার/ ডোনার এজেন্সীর/ ব্যাক্তির সহযোগীতা গ্রহণ।

৩। উপকার ভোগী:

- হাসপাতালে ভর্তিরত ও আগত করোনা সংক্রমিত সকল রোগী;
- রোগীর সেবায় নিয়োজিত সেবাদানকারী নার্স ও মিডওয়াইফগণ:
- সাধারণ স্বাস্থ্য সেবাগ্রহীতা।

৪। আর্থিক সংশ্লেষ:

- সরকারি অর্থায়ন;
- সহযোগী সংস্থা কর্তৃক অনুদান (ইউএনএফপিএ, কইকা, জাইকা ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা);
- ব্যক্তিগত অনুদান।

৫। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- নার্সদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষযক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নার্স ও মিডওয়াইফদের জন্য সকল প্রকার সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) নিশ্চিত করণ;
- সকলের জন্য নিরাপদ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

৬। কর্যক্রমের চ্যালেঞ্জ:

- নার্স ও মিডওয়াইফ স্বল্পতা;
- অপর্যাপ্ত পিপিই ও সুরক্ষা সামগ্রী;
- নার্স ও মিডওয়াইফদের জন্য কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থাপনা;
- করোনায় আক্রান্ত নার্স ও মিডওয়াইফদের জন্য হাসপাতালে আলাদা চিকিৎসা ব্যবস্থা;
- দেশব্যাপী কভিড-১৯ মনিটরিং ব্যবস্থাপনা।

৭। উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ:

- নার্স ও মিডওয়াইফ স্বল্পতা দূরীকরণে জনবল নিয়োগ প্রদান;
- সংক্রমণ বৃদ্ধি ও এর প্রভাব বিবেচনায় প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠান;
- অধিদপ্তর ও আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে কমিটি গঠনপূর্বক তথ্য সংগ্রহ;
- সংক্রমিত এলাকায় দ্রুত সেবাদানের লক্ষ্যে চাহিদা মোতাবেক নার্স ও মিডওয়াইফ পদায়নের জন্য তালিকা প্রস্তুতকরণ;
- তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়ার জন্য DGNM Hotline চালুকরণ;
- সার্ভে করে করোনা ভাইরাস মোকাবেলা সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সকল প্রকার সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) মজুতকরণ;
- প্রতিটি হাসপাতালে একজন করে তথ্য প্রদান কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব প্রদান;
- অধিদপ্তরে COVID-19 মোকাবেলার জন্য সেল স্থাপন;

- মাস্ক,সেনিটাইজার,তরল সাবান পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদকরণ;
- কমিউনিটিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা;
- গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৪.৪ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

১. গৃহীত কার্যক্রম:

- নিপোর্টের অধীন ৬টি (কুষ্টিয়া, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহী ও মানিকগঞ্জ) আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) এবং ৬টি (ধামরাই, নোয়াখালী, সীতাকুন্ড, ঈশ্বরগঞ্জ, ঘাটাইল ও চারঘাট) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (RTC) হোস্টেলকে আইসোলেশন সেন্টার বা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলী নিপোর্ট ও এর অধীন ১১টি RPTI এবং ২০টি RTC-র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাস বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নির্দেশাবলী ফেস্টুন আকারে নিপোর্ট ও নিপোর্টের অধীন RPTI এবং RTC-সমূহে ডিসপ্লে করা হয়েছে। প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়মিত অফিস খোলা রেখে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।

২। সেবা প্রদানের সঙ্গে জড়িত অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম:
ক) কোভিড-১৯ সম্পর্কে ধারণা দেয়া, খ) কোভিড-১৯ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি, গ) কোভিড-১৯ থেকে কিভাবে দূরে থাকা যায় সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা, ঘ) কোভিড-১৯ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এবং এর অধীন ১১টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) ও ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)। এছাড়া নির্বাচিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা।

৪. উপকারভোগী: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীনে জেলা/উপজেলা, ইউনিয়ন ও মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক, সেবাপ্রদানকারী, মাঠপর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মী।

৫. আর্থিক সংশ্লেষ: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে "কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আরপিএ (জিওবি) খাতে ২৩১.৭১ লক্ষ টাকা এবং করোনা সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।

৬. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের অধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সেবা প্রদানকারীদের "কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য গত ৯ নভেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিএসএমএমইউ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, আইইডিসিআর, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, এনডিডি ট্রাস্ট ও নিপোর্ট থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কর্মশালার মাধ্যমে কারিকুলাম প্রণয়নের লক্ষ্যে করিকুলামের প্রাথমিক বিষয়সমূহ (Topics) নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়সমূহ অনুমোদনের জন্য খুব শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে কারিকুলাম প্রণয়নের কাজ শুরু করা হবে। কারিকুলাম প্রণয়ন করে নিপোর্টের অধীন ১১টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) এবং ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (RTC) মাধ্যমে "কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- "Measuring Indirect Effect of COVID-19 on Essential MCH-FP Services"-বিষয়ে DGFP/DGHS-এর সহযোগিতায় একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৭. কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ: করোনা সংক্রমণের আশঙ্কায় অনেক প্রশিক্ষণার্থী ভীত হয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয় না এবং প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থী সংক্রমিত হলে প্রশিক্ষণ বন্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে।

৮. উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ: কঠোরভাবে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করণ। পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।

১৫. মুজিববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম

১৫.১ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে মুজিব বর্ষ উদযাপনের লক্ষে বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্ম পরিকল্পনার আলোকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

(ক) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্র. নং	কর্মসূচির বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৪
১.	**প্রত্যুষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ :** প্রত্যুষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ: পুষ্পস্তবক–২ টি, ব্যানার– ২ টি ক. জাতীয় পর্যায়ে— সদর দপ্তরে এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী অংশগ্রহণ খ. মাঠ পর্যায়ে—স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অংশগ্রহণ	১৭ মার্চ, ২০২০ হতে এ পর্যন্ত জাতীয় দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন/পালন করা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর 'মহান বিজয় দিবস ২০২১' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হবে
২.	**ভবনসমূহ দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিতকরণ :** সদর দপ্তরসহ জাতীয় পর্যায়ের ৩টি প্রতিষ্ঠান, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সমূহ ব্যানার ও ফেস্টুন ব্যবহার করে আলোকসজ্জার মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করা	১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে সদর দপ্তরসহ জাতীয় পর্যায়ের ৩টি প্রতিষ্ঠান, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সমূহ ব্যানার ও ফেস্টুন ব্যবহার করে আলোকসজ্জার মাধ্যমে দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত সকল জাতীয় দিবসে বিধিমোতাবেক ভবনসমূহ দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করা হয়েছে।
৩.	**সাইনবোর্ড/ব্যানার স্থাপন :** সদর দপ্তরসহ আওতাধীন সকল কার্যালয় ও সেবা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমোদিত নমুনা অনুযায়ী সাইনবোর্ড/ব্যানার স্থাপনের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম অবহিতকরণ	কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমোদিত নমুনা অনুযায়ী একই ডিজাইনের সাইনবোর্ড/ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে। এসকল ব্যানার অব্যবহারযোগ্য হলে নিয়মিত প্রতিস্থাপন করা হয়।
৪.	২৪/৭ প্রসূতিসেবা চালুকরণ	১ হাজার ৯শত ৫৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ২৩৪টি ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিকভাবে ২৪/৭ ঘন্টা নিরাপদ প্রসব সেবা চালু করা হয়েছে।
৫.	স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক পাঠ এর আয়োজন করা	জাতীয় শোক দিবস, ২০২১ পালন উপলক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মুখ্য আলোচক হিসেবে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।
৬.	**সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন :** জাতীয় পর্যায়ের সমাপনী অনুষ্ঠানের সাথে সংগতি রেখে সদর দপ্তর, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন/ অংশগ্রহণ করা	যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে
৭.	**মডেল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র চালুকরণ :** দেশের ৮টি বিভাগে জেলা পর্যায়ের ৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল কেন্দ্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে ব্যাপক সেবা কার্যক্রম চালু করা	নির্ধারিত সময়ে দেশের ৮টি বিভাগে জেলা পর্যায়ের নিম্নবর্ণিত ৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল কেন্দ্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে: ১) ঢাকা বিভাগের নরসিংদী জেলা ২) রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলা ৩) খুলনা বিভাগের খুলনা জেলা ৪) বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলা

ক্র. নং	কর্মসূচির বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৪
		৬) ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোণা ৭) চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলা ৮) রংপুর বিভাগের গাইবান্ধা সদর উপজেলা এ সকল কেন্দ্রে সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৮.	**'মুজিববর্ষ' চিহ্নিত ব্যাজ, কোটপিন ব্যবহার :** ডাক্তার, নার্স ও মিডওয়াইফসহ পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের এপ্রোনে 'মুজিববর্ষ' চিহ্নিত ব্যাজ সংযোজন এবং সকল কর্মকর্তার জন্য কোটপিন ব্যবহারের বছরব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণ	'মুজিববর্ষ' চিহ্নিত ১০০০টি ব্যাজ, কোটপিন তৈরী ও বিতরণ করা হয়েছে এবং দৃশ্যমান করে ব্যবহার করা হচ্ছে।
৯.	মা ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শ এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন	নিয়মিত স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হচ্ছে।
১০.	**স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি :** মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), আজিমপুর, মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি), মোহাম্মদপুর এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), লালকুঠি, মিরপুর-এ প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর ব্লাড গ্রুপিং ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা	১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আওতায় ২৯০৩ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।
১১.	**ব্রেস্টফিডিং কর্ণার চালুকরণ :** মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), আজিমপুর, মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি), মোহাম্মদপুর এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), লালকুঠি, মিরপুর এবং দেশের সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ব্রেস্টফিডিং কর্ণার চালু করা	১৪০টি কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।
১২.	**প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ :** দেশের সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিষ্ঠান/ কেন্দ্রসমূহের আঙ্গিনা, অফিস কক্ষ, টয়লেট প্রভৃতির পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা আবশ্যিকভাবে বজায় রেখে সেবাধর্মী পরিবেশ সৃজন	সকল সেবা কেন্দ্রে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে সেবাধর্মী পরিবেশ সৃজন করা হয়েছে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১৩.	**উপস্থিতি এবং ঔষধ-সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ :** অধিদপ্তরাধীন ঢাকাস্থ তিনটি হাসপাতালসহ দেশের সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের জন্য ডাক্তার, নার্স, মিডওয়াইফ ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীর উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ-সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা	সেবাকেন্দ্রসমূহে সকল কর্মীর উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ-সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
১৪.	**বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন :** বঙ্গবন্ধুর ওপর/ তাঁর লিখা সকল বইসহ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বই নিয়ে আইইএম ইউনিটে স্থাপিত লাইব্রেরিতে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' স্থাপন করা	বঙ্গবন্ধুর ওপর/ তাঁর লিখা বইসহ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১০৭টি গুরুত্বপূর্ণ বই ও স্থির চিত্র নিয়ে আইইএম ইউনিটে ১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' উদ্বোধন করা হয়েছে।
১৫.	**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর ওপর সেশন আয়োজন :** পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিচালিত প্রতিটি কোর্সে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও	ঢাকায় অবস্থিত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর ওপর সেশন আয়োজন করা হয়।

ক্র. নং	কর্মসূচির বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৪
১৬.	**মা সমাবেশ ও কিশোর-কিশোরী সমাবেশ আয়োজন :** পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে মা সমাবেশ ও কিশোর-কিশোরী সমাবেশের আয়োজন করা	কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩২টি জেলায় ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
১৭.	**ভ্রাম্যমান সেবা কার্যক্রম পরিচালনা :** হাওড়, চরাঞ্চল ও পূর্বতন ছিটমহলসহ প্রত্যন্ত (Hard to Reach) অঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সিসিএসডিপি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায়/উদ্যোগে ১০০টি ভ্রাম্যমান সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা	কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তবে সম্প্রতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
১৮.	**হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ :** দেশের সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা	জাতীয় পর্যায়ের ৩টি হাসপাতালে সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় রোগীদের সহায়তা করা হয়। এছাড়াও ঢাকাস্থ মোহম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার হাসপাতাল (এমএফএসটিসি)-তে সমাজ সেবার মাধ্যমে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের সেলাই মেশিন, কম্বল, শীতবস্ত্র, পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য ও হাসপাতাল ত্যাগকালীন এক মাসের ঔষধ প্যাকেজ সরবরাহ করা হয়েছে। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ কেন্দ্রে জন্ম নেয়া প্রতিটি শিশুকে পোষাক উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে। ব্যাথামুক্ত স্বাভাবিক প্রসবে প্রয়োজনীয় ১৫০০/- টাকার প্যাকেজ দরিদ্রদের জন্য ফ্রী করা হয়েছে। করোনাকালে নিয়মিত রোগী ও স্বজনদের মাস্ক ও সাবান সরবরাহ করা হয়।
১৯.	**ডিউটি রোস্টার প্রদর্শন :** দেশের সকল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ডাক্তার, নার্স ও সংশ্লিষ্টদের ডিউটি রোস্টার প্রদর্শন করা	প্রতিটি বিভাগে রোষ্টার কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করা হয়েছে।
২০.	**ধাত্রী প্রশিক্ষণ আয়োজন :** গ্রামাঞ্চলের প্রথাগত প্রশিক্ষণবিহীন ধাত্রীদের (TBA-Traditional Birth Attendant) তালিকা প্রণয়ন করে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা	কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
২১.	**বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালুকরণ:** মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), আজিমপুর, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি), মোহাম্মদপুর এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), লালকুঠি, মিরপুর-এ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু করা	মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), আজিমপুর, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি), মোহাম্মদপুর এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), লালকুঠি, মিরপুর-এ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে বৈকালিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২২.	**ফ্রন্ট ডেস্ক চালুকরণ :** মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), আজিমপুর, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি), মোহাম্মদপুর এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই), লালকুঠি, মিরপুর-এ ফ্রন্ট ডেস্ক চালু করা	এমসিএইচটিআই,আজিমপুর, এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর এবং এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর-এ ফ্রন্ট ডেস্ক চালু করা হয়েছে। সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২৩.	**প্রামাণ্য চিত্র সম্প্রচার :**	১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র

ক্র. নং	কর্মসূচির বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৪
	পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দর্শন প্রতিফলিত হয় এমন একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করে বাংলাদেশ বেতার এবং বিটিভিতে বছরব্যাপী সম্প্রচার করা	পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দর্শনভিত্তিক 'ঠিকানা' নামে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। জাতীয় দিবসসমূহে এ প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এভি ভ্যানের মাধ্যমে এ প্রামান্যচিত্রটির প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং অধিদপ্তরের বাহিরে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়াও হাসপাতালসমূহে স্থাপিত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমেও মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত প্রামাণ্য চিত্রসহ জাতির পিতার বিভিন্ন ভাষণ প্রচার করা হচ্ছে।
২৪.	**দিবস/সপ্তাহ জাতির পিতার নামে উৎসর্গকরণ :** সকল দিবস/সপ্তাহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করে উদ্‌যাপন করা	বিভিন্ন দিবস জাতির পিতার নামে উৎসর্গ করে উদ্‌যাপন চলমান রয়েছে।
২৫.	**কিশোর-কিশোরীদের বিনামূল্যে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ**	কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১৭ই মার্চ ২০২০ হতে এ পর্যন্ত ২২ লক্ষ ৭২ হাজার ১৬৬ পিস স্যানিটারী ন্যাপকিন বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
২৬.	Paperless District **ঘোষণা**	৬টি জেলাকে ইতোমধ্যে Paperless District হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আরও ১৪টি জেলা পেপারলেস ঘোষণা করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২৭.	'Social Behaviour Change Communication' **মেলার আয়োজন** (স্থগিত)	কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়নি
২৮.	**(ক) ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে বুকলেট প্রকাশ** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ **(খ) স্যুভেনির প্রকাশ :** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে নান্দনিক ও তথ্য সমৃদ্ধ স্যুভেনির প্রকাশ করা	(ক) ৭মার্চ ২০২১ তারিখে পুস্তিকা প্রকাশ হয়েছে (খ) ১৫ আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে নান্দনিক ও তথ্য সমৃদ্ধ স্মরণিকা 'চিরঞ্জীব শেখ মুজিব' প্রকাশ করা হয়েছে।
২৯.	**প্রচার কার্যক্রম :** ক. এভি ভ্যান সজ্জিত করে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান প্রচার করা খ. প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা গ. এলইডি ডিসপ্লে স্থাপন, পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট ও ফ্লায়ার ইত্যাদি বিতরণ করা	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩০.	**জাতির পিতার বাণী প্রদর্শন :** অধিদপ্তর এবং আওতাধীন প্রতিষ্ঠান/ কেন্দ্রসমূহের দৃশ্যমান স্থানে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বাণী প্রদর্শন ও প্রচারের মাধ্যমে মুজিববর্ষকে ব্র্যান্ডিং করা	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩১.	**বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি :** দীর্ঘস্থায়ী ও শোভাবর্ধক বৃক্ষরোপণ (বকুল) এবং 'মুজিববর্ষ' চিহ্নিত ফলক স্থাপন	দেশব্যাপী সকল সেবাকেন্দ্রের ফাঁকা জায়গায় দীর্ঘস্থায়ী ও শোভাবর্ধক বকুলসহ অন্যান্য কয়েকটি প্রজাতির বৃক্ষরোপণ ও 'মুজিববর্ষ' চিহ্নিত ফলক স্থাপন করা হয়েছে।

ক্র. নং	কর্মসূচির বিবরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৪
		জুন-অক্টোবর/২০২০ সময়ে ৬,৬৩২টি বকুল গাছ এবং ১৪,৯২৪টি বিভিন্ন জাতের ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানো হয়েছে।
৩২.	**ওয়েবসাইটে সেবাবক্স মেনু সংযোজন :** পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে 'সেবাবক্স' মেনু সংযোজন পূর্বক 'মুজিববর্ষ'-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতিবেদনসহ ছবি সংরক্ষণ ও প্রকাশ	www.dgfp.gov.bd ওয়েবসাইটে' সেবাবক্স' মেনু সংযোজন করা হয়েছে এবং তথ্যাদি সংরক্ষণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্রম	কর্মসূচির নাম	বিস্তারিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি স্থাপন	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি স্থাপন	১. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ভবনের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে। ২. প্রতিকৃতির ডান পার্শ্বে মার্বেল পাথরে খোদাই করে নার্সিং পেশা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য লেখা হয়েছে। ৩. প্রতিকৃতির পাদদেশে দৃষ্টিনন্দন বাগান করা হয়েছে।
২.	বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন	জাতীয় কর্মসূচি অনুযায়ী জাতীয়/জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে নার্সিং সেবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পুষ্পস্তবক অর্পন। এছাড়া মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ১৭/০৩/২০২১ তারিখ প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ	১। করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে গণজমায়েত করে পুষ্পস্তবক অর্পন কর্মসূচি না করার সিদ্ধান্ত হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ১৭/০৩/২০২১ তারিখ প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন।
৩.	প্রতিষ্ঠানসমূহ দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা	মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।	মুজিব বর্ষ ও স্বাধিনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে
৪.	একই ডিজাইনের সাইনবোর্ড ও ব্যানার স্থাপন	মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ব্রান্ডিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একই ডিজাইনের সাইনবোর্ড ও ব্যানার স্থাপন করা।	অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে একই ডিজাইনের সাইনবোর্ড ও ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে।
৫.	মুজিববর্ষ সমাপনী অনুষ্ঠানে অশগ্রহণ	জাতীয় পর্যায়ে সমাপনী অনুষ্ঠানের সাথে সংগতি রেখে অংশগ্রহণ করা।	অংশগ্রহণ করা হবে।
৬.	'মুজিব বর্ষ 'চিহ্নিত ব্যাজ/কোটপিন ব্যবহার	নার্সিং ও মিডওয়াইফারির অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল নার্স ও মিডওয়াইফগণের এ্যাপ্রোনে মুজিব বর্ষ চিহ্নিত ব্যাজ/কোটপিন ব্যবহার নিশ্চিত করা।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য কোটপিন তৈরী করা হয়েছে এবং এ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের এ্যাপ্রোনে মুজিব বর্ষ চিহ্নিত ব্যাজ/কোটপিন ব্যবহার করার জন্য পত্র জারি করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান আছে।

ক্রম	কর্মসূচির নাম	বিস্তারিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৭	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্কার ও মেরামত করা	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে এবং চলমান আছে
৮.	নার্স ও মিডওয়াইফদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ	সকল স্তরে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নার্স, মিডওয়াইফ ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ	সকল স্তরে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নার্স, মিডওয়াইফ ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৯.	বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে এবং নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান।
১০.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর উপর কমপক্ষে ১/২ টি সেশন আয়োজন।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি কোর্সে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর উপর কমপক্ষে ১/২ টি সেশন আয়োজন।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন নার্সিং এর সকল প্রশিক্ষণে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর উপর কমপক্ষে ১/২ টি সেশন আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ভার্চুয়াল ক্লাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর উপর কমপক্ষে ১/২ টি সেশন আয়োজন করার বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে
১১.	সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য নির্দেশণা প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে চলমান আছে।
১২.	ফ্রন্টডেস্ক চালুর উদ্যোগ।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রন্টডেস্ক চালুর উদ্যোগ গ্রহন করা	সকল নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রন্টডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
১৩.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করে দিবস সমূহ উদ্‌যাপন।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক পালনকৃত সকল দিবস, সপ্তাহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করে উদযাপন করা	কমিটি গঠন করা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান।
১৪.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস উপলক্ষে সুভ্যেনির প্রকাশ	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশাজীবিদের লেখা সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ করতে হবে	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস উপলক্ষে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশাজীবিদের লেখা সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
১৫.	বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘস্থায়ী ও শোভাবর্ধক গাছ রোপণ করা	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘস্থায়ী ও শোভাবর্ধক গাছ রোপণ করা হয়েছে।

(গ) জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্র.নং	কর্মসূচির বিবরণ	বিস্তারিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪
১.	বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি স্থাপন	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা এবং দেশের সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য	বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে

ক্র.নং	কর্মসূচির বিবরণ	বিস্তারিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি স্থাপন	
২.	বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ	জাতীয় কর্মসূচি অনুযায়ী জাতীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ। এছাড়া স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।	বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রি. তারিখে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে
৩.	দপ্তর/সংস্থার কার্যালয় ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করা	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও সকল অধিদপ্তর/সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে লাইটিংসহ দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করা।	দপ্তর সংস্থার কার্যালয় ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত এবং লাইব্রেরী সাজানো হয়েছিলো
৪.	একই ডিজাইনের সাইনবোর্ড/ব্যানার স্থাপন করা।	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ব্রান্ডিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগের অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থানসমূহ এবং সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একই ডিজাইনের সাইনবোর্ড/ব্যানার স্থাপন করা।	একই ডিজাইনের সাইন বোর্ড / ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে
৫.	স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক পাঠ এর আয়োজন করা।	বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক পাঠ এর আয়োজন করা।	প্রতিটি প্রশিক্ষণ ক্লাশে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক পাঠ এর আয়োজন করা হয়েছে এবং অব্যাহত আছে।
৬.	`মুজিব বর্ষ' চিহ্নিত ব্যাজ/কোটপিন ব্যবহার	ডাক্তার, নার্স ও মিডওয়াইফসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের এপ্রোনে `মুজিব বর্ষ' চিহ্নিত ব্যাজ/কোটপিন সংযোজনের বছরব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণ।	`মুজিব বর্ষ' চিহ্নিত ব্যাজ/কোটপিন ব্যবহারের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে
৭.	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্থার ও মেরামত করা	নিপোর্ট এবং এর অধীন আরপিটিআই এবং আরটিসিসমূহে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে
৮.	বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা।	দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা।	বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে
৯.	বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর উপর সেশন আয়োজন করা।	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি কোর্সে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর উপর অন্তত: ১/২টি সেশন আয়োজন	বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর উপর সেশন আয়োজনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে
১০.	ফ্রন্ট ডেক্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণ	এ বিভাগের আওতাধীন জাতীয়/বিভাগ/জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ে ফ্রন্ট ডেক্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণ	ফ্রন্ট ডেক্স চালু করা হয়েছে
১১.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করে দিবসমূহ উদযাপন করা।	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক পালনকৃত সকল দিবস, সপ্তাহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নামে উপসর্গ করে উদযাপন করা	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করে দিবসমূহ উদযাপন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

(ঘ) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সরকারী, বেসরকারী মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টিকনোলজী (আইএইচটি), মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস), হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং ইউনানী মেডিকেল কলেজসমূহে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি স্থাপনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক মেডিকেল কলেজে প্রতিকৃতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুষ্পস্থাবক অর্পণ করা হয়েছে।

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে র‍্যালী কর্মসূচিস্থগিত হওয়ায় তদনুযায়ী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ দৃষ্টিনন্দন করে সজ্জিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবনে সুন্দরভাবে আলোকসজ্জা করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত একই ডিজাইনের সাইনবোর্ড/ব্যানার স্থাপন/প্রদর্শনের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মহামারী প্রাদুর্ভাব এর কারণে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অফলাইন শিক্ষা কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ ছিল। বর্তমানে করোনার প্রাদুর্ভাব কমে যাওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক পাঠ/সেশন বছরব্যাপী অব্যাহত রাখার জন্য স্বাসথ্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এর আওতাধীন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ চিহ্নিত ব্যাজ/কোটপিন ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এর আওতাধীন সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম চলমান আছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সকল সরকারী বেসরকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিচলমান আছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বছরব্যাপী চলমান এবং দপ্তরের বারান্দা ও আঙ্গিনায় পুরাতন ভাঙ্গা আসবাবপত্র বিধি মোতাবেক অপসারণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সকল সরকারী বেসরকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক অধিকাংশ সরকারী বেসরকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপিত হয়েছে।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধরীন সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই) এ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনীর উপর সেশন আয়োজনের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রন্ট ডেক্স চালু করা হয়েছে।
- ন্যাশনাল আই কেয়ার এর মাধ্যমে ০৮টি বিভাগে ০৮টি আই ক্যাম্প করার কার্যক্রম চলমান আছে।

(ঙ) মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা

ক্রমিক নং	মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা
০১	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।
০২	গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।
০৩	এ উপলক্ষ্যে একটি সুভেনির প্রকাশ করতে হবে।
০৪	গৃহীত কার্যক্রম এবং এ বিভাগের সাফল্য প্রচারের জন্য এলইডি ডিসপ্লে, পোষ্টার, ব্যানার, লিফলেট, ফ্লাইয়ার স্থাপন/বিতরণ করতে হবে।
০৫	এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান লাইটিং, ফেস্টুন, ব্যানার প্রভৃতির সমন্বয়ে বর্ণিল ও জাঁকজমকপূর্ণ করতে হবে।
০৬	সকল অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহকৃত মুজিববর্ষের লোগোযুক্ত একই ডিজাইনের ব্যানার ও জাতির পিতার ছবি ও বাণী স্থাপন করতে হবে।
০৭	উদ্বোধনী ও সমাপনী র‍্যালি ও অনুষ্ঠান বর্ণাঢ্যভাবে আয়োজন করতে হবে।
০৮	বৃক্ষ রোপণের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ও শোভাবর্ধক গাছ (যেমন বকুল গাছ) নির্বাচন করতে হবে এবং মুজিববর্ষ

ক্রমিক নং	মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা
০৯	সকল প্রতিষ্ঠানের টয়লেট, রান্নাঘর, লাইট, ফ্যান, দরজা, জানালা, আঙ্গিনা, মেঝে প্রভৃতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং বছরব্যাপী চলমান থাকবে।
১০	সারা দেশে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থাপিত হেল্প ডেস্কসমূহকে একই ডিজাইনে মুজিববর্ষের লোগো ও ব্যানার দ্বারা সজ্জিত করতে হবে।
১১	সারা দেশে সকল স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে একই ডিজাইনের বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করতে হবে। উক্ত কর্নারে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ছবি, বাণী, ভাষণ ডিজিটাল স্ক্রীনে প্রদর্শন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত বইসমূহ সংগ্রহ করতে হবে। সারা দেশের সকল স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই কালার ও ডিজাইনের 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হবে।
১২	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানসমূহে একই ধরনের বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল স্থাপন করা হবে।
১৩	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্থানীয়ভাবে কর্মসূচি আয়োজন করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।
১৪	সর্বসাধারণের দৃষ্টিগ্রাহ্য করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে স্থাপিত ব্যানার/প্রতিকৃতি সবসময় আলোকিত করে রাখতে হবে।
১৫	১২ মাসে ১২ টি বিষয়কে (যেমন বাল্য বিবাহ নিরোধ, প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি, প্রজনন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি সেবা, রোগীর নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) প্রতিপাদ্য হিসেবে নির্বাচন করে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
১৬	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে স্কুল হেলথ কর্মসূচির আওতায় একটি হেলথ বুকলেট প্রকাশ করতে হবে। এতে প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি সেবা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাল্য বিবাহ নিরোধ প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ উক্ত বুকলেট প্রকাশ করবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সংশ্লিষ্ট কনটেন্ট সরবরাহ করবে।

(চ) স্লোগান নির্ধারণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনুমোদিত নিম্নোক্ত স্লোগান সকল প্রচার প্রচারনায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

"মুজিববর্ষে স্বাস্থ্য খাত
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ।"

(ছ) কমিটি গঠন

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং এর জন্য নিম্নোক্ত স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়:

ক। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) — আহ্বায়ক

খ। সকল উইং প্রধান — সদস্য

গ। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) — সদস্য

ঘ। বিশ্ববিদ্যালয়/অধিদপ্তর পর্যায়ে গঠিত
সকল উপ-কমিটির আহ্বায়ক — সদস্য

ঙ। উপসচিব (প্রশাসন-২) — সদস্য-সচিব

১৬. বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন

১৬.১ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই ২০২০ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই ২০২০ উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসের জন্য জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) নির্ধারিত থীম ছিল:"Putting the breaks on COVID-19: how to safeguard the health and rights of women and girls now" "মহামারি কোভিড-১৯ কে প্রতিরোধ করি, নারী ও কিশোরীর সুস্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করি"।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়সহ দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি (প্রেস ব্রিফিং, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা) ভার্চুয়াল/অনলাইনে পালিত হয়। এছাড়াও স্মরণিকা প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ কর্মী/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান, পরিবার পরিকল্পনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান, টেলিভিশন চ্যানেলে টক শো আয়োজন, মোবাইল ফোনে SMS-এর মাধ্যমে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০২০ এর প্রতিপাদ্য বিষয়ে তথ্য প্রচার পালিত হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

২. জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি (পুনর্গঠিত)-এর সভা অনুষ্ঠান:

জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি (পুনর্গঠিত)-এর ২য় সভা গত ০৭/১০/২০২০ তারিখে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে (জুম মিটিং) অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব জাহিদ মালেক, এমপি সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপারসন করে পুনর্গঠিত জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ-এর অনুষ্ঠেয় ১ম সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সংক্রান্ত কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৩. Partners in Population and Development (PPD)-এর ২৫তম বোর্ড সভা ও ৩৪তম নির্বাহী সভা অনুষ্ঠান:

Partners in Population and Devlopment (PPD) প্রজনন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্ত:দেশীয় সংস্থা। বাংলাদেশসহ ২৭টি দেশ সংস্থাটির সদস্য। সংস্থাটির সদর দপ্তর বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত। PPD-এর নির্বাহী কমিটি-এর ৩৪তম সভা গত ১৪/১০/২০২০ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব জাহিদ মালেক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করেন। PPD বোর্ড-এর ২৫তম সভা গত ১৬/১০/২০২০ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পক্ষে জনাব মো: আলী নূর, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অংশগ্রহণ করেন।

১৬.২ বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

(ক) ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

(খ) জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পক্ষ হতে ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবসে উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

'১৫ আগষ্ট/২০২১ জাতীয় শোক দিবস' পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানে যুক্ত থেকে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(গ) মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

নিপোর্টের উদ্যোগে ২৬ মার্চ, ২০২১ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ এবং স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা এবং দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো. আলী নূর ।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো. আলী নূর এবং নিপোর্টের মহাপরিচালক মো. শাহজাহানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব মো. আলী নূর এবং নিপোর্টের মহাপরিচালক মো. শাহজাহানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

১৭. জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বিশেষ উদ্যোগ

পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত প্রায় ১১ লক্ষাধিক মিয়ানমার নাগরিককে আশ্রয়দান বিশ্বব্যাপী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পরিচিত করেছে 'মানবতার মহান নেত্রী' হিসেবে। আর্ত-মানবতার প্রতি সেবা ও সম্মানের দৃষ্টিকোণ থেকে কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় স্থাপিত ৩০টি ক্যাম্পে এসকল নাগরিকের মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে এবং পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা পূরণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় ১৯টি দেশীয় বেসরকারী সংস্থা এবং ৫টি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এসকল সেবা প্রদান করা হয়। ইপিআই ও বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব (যেমন হাম, কলেরা ও ডিপথেরিয়া) দেখা দিলে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথভাবে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সাতটি জরুরি মেডিকেল টিম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ২ জন মেডিকেল অফিসার, ৭ জন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এবং ৯১ জন Paid Peer Volunteer স্থানীয় সেবা প্রদানকারীদের সাথে পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এ সকল সেবা প্রদান করছেন। কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের পাশাপাশি কক্সবাজার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ২টি সদর ক্লিনিক, ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ২টি আরডি ও ১৭টি এনজিও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে গর্ভকালীনসেবা, প্রসবসেবা, প্রসবোত্তর সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, শিশুসেবা, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ যাবৎ গর্ভবতী মিয়ানমার নারীদের ১,৩১,০৬৭ বার এএনসি সেবা, ৩,৩২৯টি প্রসবসেবা এবং ২১,৪৭০ বার পিএনসি সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ৩৫,০০০ গর্ভবতী মাকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও ৩,২৮,২৮৪ জন ০-৫ বছর বয়সী শিশুসেবা, ৭,৬৩,৭৩৪ জন সাধারণ রোগীর সেবা এবং ১,০০,১১০ জনকে অন্যান্য প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ১,৩০,২৩২টি। সেই সাথে ২,০৪,১৩৫ জন নাগরিককে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে এবং ১,৭৫,৩৭৮ জন নাগরিককে মাতৃস্বাস্থ্য বিষয়ে কাউন্সেলিং করা হয়েছে। এছাড়াও বিনামূল্যে ২২ প্রকার বিভিন্ন ধরনের ঔষুধ নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। ইউএনএফপিএ প্রদত্ত একটি এ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষণিক জরুরি প্রসূতিসেবা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিজস্ব ভাষায় তৈরী সচেতনতামূলক ভিডিও অডিওভিজ্যুয়াল ভ্যান দ্বারা প্রচার, পথনাটকের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা উন্নয়নে কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, কাউন্সিলিং কিটসহ অন্যান্য প্রচার সামগ্রী বিতরণ এবং রোহিঙ্গা ধর্মীয় নেতা (মাঝি) ও স্থানীয় ইমামদের নিয়ে ইসলামের আলোকে 'পরিবার পরিকল্পনা' শীর্ষক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। এর ফলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার ১৫-২০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫%-এ উন্নীত হয়েছে এবং মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে সচেতনতা পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রদত্ত সেবা

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় অস্থায়ী ক্যাম্পে অবস্থানরত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য মোট ৭টি মেডিকেল টিম ও ১৫টি এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ দুটি উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ক্লিনিক ও ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে-

পদ্ধতির নাম	গ্রহণ
খাবার বড়ি	১,২৩,৭৩৯ সাইকেল
কনডম	১৫,৩৫৩ পিছ
ইনজেকটেবল	৫৬,৫২০ জন
আইইউডি	১২৪০ জন
ইমপ্ল্যান্ট	২,৪৮৫ জন
গর্ভকালীন সেবা	১,৭৪,৭৪৮ জন
প্রসবসেবা	৯৪২৬ জন
প্রসবপরবর্তী সেবা	৩৫,৩০০ জন
সাধারণ রোগী সেবা	১১,৩৪,৬৬৩ জন
শিশুসেবা	৪,৪৭,৫৫৩ জন

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তরিত FDMNs-কে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত):

মোট ৩২৪৯ জন রেজিস্ট্রেশনকৃত দম্পতি নিম্নবর্ণিত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে-

পদ্ধতির নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
খাবার বড়ি	১,০২৯ জন
কনডম	৬৯ জন
ইনজেকটেবল	১,৩৬৪ জন
আইইউডি	৫ জন
ইমপ্ল্যান্ট	৬৬ জন
গর্ভকালীন সেবা	১,১০৯ জন
প্রসবসেবা	৮ জন
শিশু সেবা	৭৭৯ জন
সাধারণ রোগী	২,৮৯২ জন

১৮. চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

চ্যালেঞ্জ	উত্তরণের উপায়
মেডিকেল কলেজে বেসিক সাবজেক্টসহ অন্যান্য সাবজেক্টের শিক্ষক সংকট	১. আর্থিক প্রণোদনা হিসেবে বেসিক সাবজেক্ট-এর শিক্ষকদের ১০০% নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা চালু (অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরিত) করা; ২. শিক্ষক পদায়নের দায়িত্ব এ বিভাগে ন্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে দ্রুত শিক্ষক পদায়ন করা; ৩. ভবিষ্যতে বিসিএস (চিকিৎসা শিক্ষা) ক্যাডার চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ।
বেসরকারি মেডিকেল শিক্ষার মানোন্নয়ন	১. বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালন আইন, ২০১৯ চুড়ান্ত ও বাস্তবায়ন করা; ২. প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০১৯ চুড়ান্ত ও বাস্তবায়ন করা; ৩. মনিটরিং জোরদারকরণ; ৪. মানভিত্তিক গ্রেডেশন পদ্ধতি প্রবর্তন।
নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও প্যারামেডিক কোর্সের মানোন্নয়ন	১. নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও প্যারামেডিক শিক্ষাবোর্ড গঠন করা; ২. স্থায়ী শিক্ষক কাঠামো গঠন করা; ৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত ডিপ্লোমা নার্সিং/প্যারামেডিক পরীক্ষা বন্ধ করা।
প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধিকরণ	১. ব্যবহার অনুপযোগী ৫৭৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন:নির্মাণ করা; ২. নির্মিত ও নির্মাণাধীন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের জনবল নিয়োগ করা; ৩. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্থাপনাগুলোর নির্মাণ/পুন:নির্মাণ-এর দায়িত্ব এ বিভাগে ন্যস্ত করা।
কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ	১. কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি পৃথক ওপি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; ২. সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্নার স্থাপন করা; ৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম সমন্বিতকরণ।
শহরাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	১. সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার প্রত্যেক ওয়ার্ডে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম চালু করা; ২. স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-এর সাথে সমন্বয় জোরদারকরণ।
বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ	১. অতিরিক্ত জনবল ও অর্থের সংস্থান করা; ২. প্রেষণে/সংযুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা; ৩. রোহিঙ্গা মাঝি এবং ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ।

১৯. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

পরিকল্পনা	বাস্তবায়নকাল
এসডিজি-এর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২০৩০
সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত এ বিভাগ সম্পৃক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	২০২৩
বিভাগের আওতাধীন ব্যবহার অনুপযোগী সকল সেবা কেন্দ্র চালু করা	২ বছর
মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ / ইনস্টিটিউট এর ছাত্রী নিবাস নির্মাণ	৪ বছর (পর্যায়ক্রমে)
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন	৬ মাস
স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা সমন্বিতকরণ	৬ মাস
উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষায় প্রেষণ নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ	১ বছর
মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষা কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণ	১ বছর
নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড স্থাপন	১ বছর ৬ মাস
প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	পর্যায়ক্রমে
প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন	পর্যায়ক্রমে
BSMMU কে Non-Practicing হাসপাতালে উন্নীতকরণ	১ বছর ৬ মাস
ই-ফাইলিং কার্যক্রম পুরোপুরি বাস্তবায়ন	১ বছর
শতভাগ ই-টেন্ডার চালু	১ বছর
মেডিকেল কলেজগুলোর মানভিত্তিক গ্রেডেশন পদ্ধতি প্রবর্তন	২ বছর
১১৫টি ছিটমহলে দম্পতিভিত্তিক ইউনিট সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগ	২ বছর
আয়ুর্বেদিক, ইউনানী, দেশজ ও হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার মানোন্নয়ন	২ বছর

২০. পরিশিষ্ট: ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ

ADP	:	Annual Development Program
AMS	:	Asset Management System
APA	:	Annual Performance Agreement
APPS	:	Application Software
AUAFP	:	Accelarating Universal Access to Family Planning
BCC	:	Behaviour Change Communication
BCPS	:	Bangladesh College of Physicians and Surgeons
BDHS	:	Bangladesh Demographic and Health Survey
BHFS	:	Bangladesh Health Facility Survey
BHMS	:	Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery
BIM	:	Bangladesh Institute of Management
BIMSTEC	:	Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation
BMDC	:	Bangladesh Medical and Dental Council
BMRC	:	Bangladesh Medical Research Council
BMS	:	Bangladesh Midwifery Society
BNA	:	Bangladesh Nurses Association
BNMC	:	Bangladesh Nursing and Midwifery Council
BSMMU	:	Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University
CBC	:	Complete Blood Count
CBT	:	Competancy Based Training
CCSDP	:	Clinical Contraception Services Delivery Program
CHCP	:	Community Health Care Provider
CMEOC	:	Comprehensive Emergency Obstetric Care
CNC	:	Comprehensive Newborn Care
CNCP	:	Comprehensive Neo-born Care Package
CPR	:	Contraceptive Prevalence Rate

DGFP	:	Director General-Family Planning
DGHS	:	Director General-Health Services
DGNM	:	Director General-Nursing and Midwifery
DHIS2	:	District Health Information System
DHMS	:	Diploma of Homeopathic Medicine and Surgery
DMS	:	Digital Monitoring System
DRS	:	Digital Registration System
E-GP	:	Electronic Government Procurement
eMIS	:	Electronic Management Information System
FDMNs	:	Forcibly Displaced Myanmar Nationals
FPI	:	Family Planning Inspector
FWA	:	Family Welfare Assistant
FWC	:	Family Welfare Centre
FWVTI	:	Family Welfare Visitors Training Institute
GAVI	:	Global Alliance for Vaccinization and Immunization
GoB	:	Government of Bangladesh
HA	:	Health Assistant
HED	:	Health Engineering Department
HINARI	:	Health Inter Network Access to Research Initiative
HPNSP	:	Health, Population and Nutrition Sector Programmme
HRIS	:	Human Resource Information System
HSD	:	Health Services Division
IEC	:	Information, Education and Communication
IHT	:	Institute of Health Tecnology
IYCF	:	Infant Young Child Feeding
JPGSPH	:	James P Grants School of Public Health
LARC/PM	:	Long Acting Reversible Contraceptive/Permanent Method
LOC	:	Letter of Collaboration
MATS	:	Medical Assistant Training School

MCH-FP	:	Maternal and Child Health- Family Planning
MCHTI	:	Maternal and Child Health Care Training Institute
MCRAH	:	Maternal, Child, Reproductive and Adolescent Health
MCWC	:	Mother and Child Welfare Centre
MDG	:	Millennium Development Goals
MEFWD	:	Medical Education and Family Welfare Division
MEHMD	:	Medical Education and Health Manpower Development
MFSTC	:	Mohammadpur Fertility Service and Training Centre
MICS	:	Multiple Indicator Cluster Survey
MIS	:	Management Information System
MMR	:	Maternal Mortality Rate
NAPD	:	National Accademy for Planing and Development
NCD	:	Non-Communicable Disease
NIANER	:	National Institute of Advanced Nursing Education and Research
NILIB	:	NIPORT Library Database
NIPORT	:	National Institute of Population Research Training
NMEMS	:	Nurse-Midwifes Education Management System
NMES	:	Nursing and Midwivery Education Services
NSV	:	Non-Scalpel Vasectomy
PFD	:	Physical Facilities Development
PME	:	Planning Monitoring and Evaluation
PMIS	:	Personal Management Information System
PPFP	:	Post Partum Family Planning
PPV	:	Paid Peer Volunteer
PSSM	:	Procurement, Storage and Supply Management
RADP	:	Revised Annual Development Program
RPA	:	Reimbursable Project Aid
RPTI	:	Regional Population Training Institute
RTC	:	Regional Training Centre

SACMO	:	Sub-Assistant Community Medical Officer
SCANU	:	Special Care & Newborn Unit
SCMP	:	Supply Chain Management Portal
SDG	:	Sustainable Development Goals
SRHR	:	Sexual and Reproductive Health and Rights
SVRS	:	Statistical Vital Registration System
TFR	:	Total Fertility Rate
ToT	:	Training of Trainers
TRD	:	Training, Research and Development
UESD	:	Utilization of Essential Service Delivery
UHFWC	:	Union Health and Family Welfare Centre
UNFPA	:	United Nations Population Fund
USAID	:	United States Agency for International Development
UFMR	:	Under Five Mortality Rate
WHO	:	World Health Organization

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
www.mefwd.gov.bd